বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৮০০, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮১৭৭২
ইমেইল: dg@doe.gov.bd, ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা
ড. আবদুল হামিদ
মহাপরিচালক

সমন্বয়কারী
কাজী আবু তাহের
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

সম্পাদক
মোঃ রেজাউল করিম
পরিচালক (প্রশাসন)

সম্পাদনা পর্ষদ
এ কে এম রফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক
মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, উপপরিচালক
মোঃ হাসান হাছিবুর রহমান, উপপরিচালক
মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপপরিচালক
মোঃ মাহমুদ হোসেন, উপপরিচালক
মোঃ মহিউদ্দিন মানিক, উপপরিচালক
মোঃ মোজাহিদুর রহমান, উপপরিচালক
নাজিম হোসেন শেখ, উপপরিচালক
মোঃ তাহাজ্জুত আলী, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
কাজী সুমন, সিনিয়র কেমিস্ট
মোঃ রেজুওয়ান ইসলাম, সহকারী পরিচালক
আব্দুল আজিম, সহকারী পরিচালক
হাসান মাহমুদ, সহকারী পরিচালক

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২২

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ কামরুল হাসান

মুদ্রণ
হাসান কালার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২১৭ ফকিরাপুল (১নং গলি), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশক
মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১৮১৮০০, ফ্যাক্স: ৮১৮১৭৭২, ই-মেইল: dg@doe.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd, facebook.com/doebd

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি
মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পরিবেশ অধিদপ্তর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিপুল জনসংখ্যার এ দেশে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার অপরিহার্য চাহিদার পাশাপাশি কিছু মানুষের বিলাসী জীবনের সীমাহীন চাহিদা পূরণের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ গভীর সংকটে পড়েছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন এবং রাস্তাঘাটসহ সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিনিয়ত বেপরোয়াভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের অপূরণীয় অবক্ষয় ঘটছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত- সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকান্ডকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর সাংবিধানিক এ বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে স্বল্প জনবল ও সীমিত সম্পদ নিয়ে একটি দূষণমুক্ত, নিরাপদ ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। সরকার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বৈশ্বিক বিভিন্ন উদ্যোগে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনসাধারণকে এর কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবে বলে আমি মনে করি।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

হাবিবুন নাহার, এমপি
উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান সংবিধানের আলোকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই, দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ বিষয়ে আইন, বিধিমালা, নীতি কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং উনয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানে নিরন্তর কার্যকর অবদান রাখছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। মহান স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। ফলশ্রুতিতে, ১৯৭৩ সালে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৪ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ গঠন এবং ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অধিকতর গুরুত্বারোপে ২০১৭ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয় ।

পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ; ভূমি অবক্ষয় রোধ; প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা এবং ওজনস্তরের সুরক্ষা প্রদান ও পরিবেশগত দূষণের সমস্যা প্রশমনে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে। এছাড়া, সরকারের পক্ষে এ অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ বহু বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তি বাস্তবায়নে অবদান রাখছে।

প্লাস্টিকের মত মারাত্মক দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্লাস্টিক এ্যাকশন প্লান ২০৩০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, বিপজ্জনক বর্জ্য ও রাসায়নিক বর্জ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন প্রতিপালনকল্পে এ অধিদপ্তর, কাজ করে যাচ্ছে। বিপজ্জনক বর্জ্য ও রাসায়নিক বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এবং ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ জারি করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে গৃহীত উদ্যোগগুলো অচিরেই পরিবেশ সুরক্ষায় ও মানোন্নয়নে আরো ফলপ্রসু অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে দেশের জনগণের সম্মুখে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ও গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য অবারিত হচ্ছে। এতে নাগরিকের জন্য সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে এবং পরিবেশবিদ ও দেশে-বিদেশে শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-গবেষকগণ উপকৃত হবেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি। প্রতিবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাবিবুন নাহার

(হাবিবুন নাহার, এমপি)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বায়ু-পানি-শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা, ওজোনস্তর সুরক্ষাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন অভিযোজন ও প্রশমনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনের ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সফল বাস্তবায়ন করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ও পরিবেশগতভাবে উন্নত একটি দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সংযোগে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত কর্মযজ্ঞে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের জনশক্তি তাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা, সততা ও কর্ম উদ্দীপনা বিনিয়োগ করবে এ প্রত্যাশা করছি। পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মকান্ড সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণ, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলে উপকৃত হবেন এ প্রত্যাশা করছি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে স্বউদ্যোগে তথ্য প্রকাশের এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(ড. ফারহিনা আহমেদ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ড. আবদুল হামিদ
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

বাণী

সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য চাই উন্নত পরিবেশ। ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন কর্মকান্ড যেমন দেশের সার্বিক অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে ঠিক তেমনি দেশের প্রতিবেশ ও পরিবেশ ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সামনে রেখে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে সদর দপ্তরসহ ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা গবেষণাগার, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় এবং ২০২২ সালে ১২ টি নবসৃষ্ট জেলা কার্যালয় সহ মোট ৫০ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী ২০১০) এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ও এর শর্তাদি প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হচ্ছে। সুষ্ঠু ও দ্রুত পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে।

বায়ুদূষণ পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে মোট ১৬টি সার্বক্ষনিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরও ১৫টি কমপ্যাক্ট সার্বক্ষনিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (C-CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত বায়ুমান পর্যবেক্ষণ করাসহ রিয়েল টাইম মনিটরিং এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বায়ুদূষণ বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে।

পরিবেশসম্মতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ''কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২১" এবং ''ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২১" জারী করা হয়েছে। প্লাস্টিক ও প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১০ বছর মেয়াদী Plastic Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার করছে না।

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের নদ-নদীসমূহের দূষণ নিয়ন্ত্রন ও নদ-নদীকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় পরিবেশ নীতি-২০১৮ অনুযায়ী নদ-নদী, প্লাবনভূমি, জলাভূমি ও বিভিন্ন ধরণের জলাশয়ের প্রতিবেশ ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে যুগোপযোগী নীতি নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সময়ে দেশের ১৩টি এলাকাকে "প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা" হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এর প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ যা মানব সভ্যতার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কারিগরি সংস্থা IPCC-এর সর্বশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবেদন Sixth Assessment Report (AR6) বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে আগামী দুই দশকের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্প-বিপ্লব সময়ের পূর্বের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাবে, যা ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমনমুলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও সার্বিক সমন্বয় সাধন করছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ এ সন্নিবেশিত হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদনটি পাঠের মাধ্যমে সকল স্তরের মানুষ পরিবেশ অধিদপ্তর ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সামগ্রিক ধারণা পাবেন যা পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাদেরকে উৎসাহিত করবে।

(ড. আবদুল হামিদ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

কাজী আবু তাহের
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

বাণী

মানব জাতির জীবন ও জীবিকার জন্য একমাত্র উৎস হচ্ছে প্রকৃতি। আমরা প্রয়োজনীয় সকল উপাদান প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করে থাকি। তাই প্রকৃতি ও প্রকৃতির সকল উপাদান (প্রাণী-উদ্ভিদ, বায়ু, পানি এবং মাটি) আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি এবং পরিবেশ দূষিত হলে এ ধরিত্রী তথা আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। এ পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে আমাদেরকে প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কিন্তু অপরিকল্পিত উন্নয়ন, ভোগবাদী জীবনযাপন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বিশ্ব পরিবেশ ও প্রতিবেশ আজ হুমকির মুখে পড়েছে। এ পরিস্থিতির মোকাবেলাসহ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা পরিবেশ অধিদপ্তরের লক্ষ্য। পরিবেশ অধিদপ্তর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের বায়ুদূষণ. পানিদূষণ, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, ভূমির অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সকল কার্যক্রমে সরকারকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাতসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে পরিবেশ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং দেশী বিদেশী সংগঠন/সংস্থা) সমন্বয়ে কর্মসূচি নির্ধারণ, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবের এক নির্দোষ শিকার। মাথাপিছু গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের হার উন্নত দেশের তুলনায় অতি নগণ্য হলেও জলাবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় সরকার দ্রুততার সাথে অভিযোজন ও প্রশমনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম। পরিবেশ অধিদপ্তর নাগরিকদের জন্য সেবা সহজিকরণ এবং সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ জনগণের সম্মুখে এবং বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাস্তবায়িত ও গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদি বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে, যাতে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিফলিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ এর মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ ও গবেষকগণ পরিবেশ অধিদপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম, দূষণের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় চলমান কার্যক্রমসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম বিষয়ে তথ্য লাভ করবেন। প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

(কাজী আবু তাহের)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

মোঃ রেজাউল করিম
পরিচালক (প্রশাসন)
পরিবেশ অধিদপ্তর

বাণী

আমরা জানি যে, শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষের জীবনযাপন সহজতর হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মানুষ যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা সামগ্রী খুব অল্প পরিশ্রমে অর্জন করতে থাকে। এর ফলে পরিবেশ দূষণও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের চাপ প্রতিনিয়ত অব্যাহতভাবে বাড়ছে। ফলে পৃথিবীজুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ (Ecosystems)-এর অবক্ষয় ও দূষণ। বন ধ্বংসকরণ, শিল্প-কারখানা হতে নির্গত বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস এবং জীবাশ্ম জ্বালানির অতি ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর অভাবিত পরিবর্তন লক্ষণীয়। বাংলাদেশেও ক্রমাগত পরিবেশের অবক্ষয়, পরিবেশ দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমাদের নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা, উপজীবিকা, কৃষি, শিল্প, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সব ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

বর্তমান সরকার দেশের প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ মৌলিক নীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ননীতির ওপর ভিত্তি করে রূপকল্প ২০৪১ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে উঠে সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনের জন্য সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর সীমিত জনবল নিয়েও শিল্প কারখানাসমূহ নিয়মিত মনিটর করে দূষণকারী শিল্প কারখানাসমূহকে আইনের আওতায় আনছে। পরিবেশ দূষণ মোকাবেলায় দূষণকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (ইটিপি) স্থাপন ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধ্য করা হচ্ছে। ইটভাটা সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি জমির উর্বর মাটি রক্ষার লক্ষ্যে সরকার ''ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) জারি করেছে। সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্র দূষণরোধ, সমুদ্র সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লুইকোনমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার ইতোমধ্যে ১০ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করেছে এবং উপকূলীয় এলাকায় Single-use Plastics ব্যবহার বন্ধে ৩ বছর মেয়াদী বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রাঞ্জলভাবে "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২" এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি প্রকাশের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের সন্নিবেশ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের নিকট দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে। প্রতিবেদনটি হতে পাঠকগণ পরিবেশ অধিদপ্তরের ভিশন, মিশন ও কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন এ আশা করা যায়। প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য, উপাত্ত জনসাধারণের মাঝে পরিবেশ সংরক্ষণে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং পরিবেশবিদ, গবেষক, শিক্ষার্থীসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণে নিয়োজিত ও আগ্রহী অগ্রসেনাদের সহায়ক হিসাবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী, সম্মানিত সচিব, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় এ বার্ষিক প্রতিবেদনের তাৎপর্য তুলে ধরে মূল্যবান বাণী প্রদান করে প্রতিবেদনটিকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের নিকট আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি ধন্যবাদ জানাই পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল অধিশাখা ও মাঠ কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের যারা প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত, ছক, গ্রাফ ও ছবি প্রদান করে প্রতিবেদনটি প্রকাশে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন।

(মোঃ রেজাউল করিম)

সূচি

প্রথম অধ্যায় **পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচিতি, ভিশন, মিশন ও কার্যাবলী**		
১.১	ভূমিকা	১৪
১.২	ভিশন	১৫
১.৩	মিশন	১৫
১.৪	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৫
১.৫	অঙ্গীকার	১৫
১.৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের সাধারণ কার্যাবলী	১৫
১.৭	সাংগঠনিক কাঠামো	১৬
১.৮	জনবল	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় **প্রশাসনিক কার্যক্রম**		
২.১	ভূমিকা	১৯
২.২	প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ	১৯
২.৩	পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য	২০
২.৪	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	২১
২.৫	অন্যান্য	২১
২.৬	অর্থ ব্যবস্থাপনা	২১
২.৬.১	অনুন্নয়ন/পরিচালন ও উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়	২১
২.৬.২	উৎস ভিত্তিক আয়	২২
২.৭	মানব সম্পদ উন্নয়ন	২২
২.৮	প্রচার প্রচারণা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	২৭
২.৮.১	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ ভবনে আলোচনা সভা	২৭
২.৮.২	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২ তম জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন	২৮
২.৮.৩	পরিবেশ অধিদপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন	২৮
২.৮.৪	ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২২ উদযাপন	২৯
২.৮.৫	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন	২৯
২.৮.৬	বিশ্ব মরুময়তা ও খরা প্রতিরোধ দিবস ২০২২ উদযাপন	৩৬
তৃতীয় অধ্যায় **প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম**		
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA) ব্যবস্থাপনা		৩৯
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনায় কমিটি গঠন		৪০
প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন কার্যক্রম		৪০
ইউএসএআইডি প্রতিবেশ (USAID Protibesh) কার্যক্রম		৪০
জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন ও রামসার কনভেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম		৪০

সুনীল অর্থনীতি	৪০
জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা (NOSCOP) বাস্তবায়ন	৪১
বাংলাদেশের নদ-নদীর পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ	৪১
নদীর পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ২০১৯	৪১
নদীর পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ২০২০	৫৩
চতুর্থ অধ্যায় **বায়ুমান ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম**	
ভূমিকা	৬৫
বায়ুদূষণ মনিটরিং কার্যক্রম	৬৫
বায়ুর মানমাত্রা (Air Quality Standards)	৬৯
ইটভাটাসৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	৬৯
পঞ্চম অধ্যায় **মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট বিষয়ক কার্যক্রম**	
এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি	৭২
এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের উদ্দেশ্য	৭২
এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য	৭২
ক্ষতিপূরণ ধার্যের ভিত্তি	৭২
ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া	৭৩
জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০২২ পর্যন্ত পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্য চিত্র	৭৩
জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২২ সময়ে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্য চিত্র	৭৪
জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২২ সময়ে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের তথ্য চিত্র	৭৪
জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২২ সময়ে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের বিবরণের সংক্ষিপ্ত ছক	৭৯
ষষ্ঠ অধ্যায় **জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন বিষয়ক কার্যক্রম**	
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	৮১
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন	৮১
আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব	৮২
সপ্তম অধ্যায় **পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কার্যক্রম**	
পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন প্রদান	৮৫
ইটিপি (Effluent Treatment Plan) ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা	৮৬
ভূমি অধিগ্রহণের অনাপত্তি	৮৬
অষ্টম অধ্যায় **প্রকল্প বিষয়ক কার্যক্রম**	
২০২১-২০২২ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্তসার	৮৯
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প	৯৮

নবম অধ্যায় **তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম**	
অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের ট্রেজারি চালান ও গবেষণাগার রিপোর্ট ফি প্রদান সংক্রান্ত সেবা	১০১
পরিবেশ অধিদপ্তরের সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ	১০১
ক্লাউড সার্ভিস ব্যবহারে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১০২
পরিবেশ অধিদপ্তরের এককেন্দ্রিক সেবা প্রদান	১০২
পরিবেশ অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন	১০২
পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েব মেইল সংক্রান্ত সেবা	১০২
অনলাইনে জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি	১০২
কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যবস্থা	১০২
ফেসবুকে পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার	১০২
দশম অধ্যায় **আইন শাখা বিষয়ক কার্যক্রম**	
রিট মামলা সংক্রান্ত তথ্য	১০৪
পরিবেশ বিষয়ক দায়েরকৃত রিট পিটিশনের বছরভিত্তিক একটি তথ্যচিত্র	১০৪
পরিবেশ সংক্রান্ত দায়েরকৃত মামলার তথ্য	১০৪
রিট পিটিশনের বছরভিত্তিক তথ্যচিত্রঃ	১০৫
২০২১-২০২২ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের আইন শাখা কর্তৃক বিভিন্ন আইন/ বিধিমালা/নীতিমালার উপর প্রদত্ত মতামতের তালিকা	১০৬
একাদশ অধ্যায় **বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম**	
বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ আমদানির ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত	১০৮
বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত	১০৮
প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রমসমূহ	১০৮
বিভিন্ন কমিটি গঠন ও সভা আয়োজন সংক্রান্ত	১০৯
বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ (Waste and Chemicals) সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির কার্যক্রমসমূহ	১০৯
মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত	১১০
জনসচেতনতা বৃদ্ধি	১১০
প্রশিক্ষণ আয়োজন	১১০
বিবিধ কার্যক্রম	১১১
দ্বাদশ অধ্যায় **মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম**	
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়	১১৩
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা মহানগর কার্যালয়	১১৬
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা গবেষণাগার কার্যালয়	১১৮
পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়	১২০
পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়	১২৩
পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার	১৩৪
পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়	১৩৭

পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়	১৪১
পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়	১৪৬
পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়	১৫১
পরিবেশ অধিদপ্তর,ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়	১৫৪
পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়	১৫৭

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচিতি
ভিশন, মিশন ও কার্যাবলী

১.১ ভূমিকা:

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। অথচ কিছুকাল আগেও আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ এমন ছিলনা বরং এক ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের পাশাপাশি মানুষের বিভিন্ন অপরিনামদর্শী কর্মকান্ডের দরুন পৃথিবীর নির্মল পরিবেশের শিরা উপশিরায় বিষাক্ত পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটে পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করতে থাকে। মূলত আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নিত্যনতুন বৈপ্লবিক আবিষ্কারের ছোঁয়ায় শিল্পবিপ্লব শুরু হলে, পৃথিবীর পরিবেশ দূষণও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিজ্ঞানের কল্যাণে কালক্রমে মানব সৃষ্ট দূষণের বিষয়টি উপলব্ধি করে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হতে থাকে, ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নানা উদ্যোগ গ্রহণও শুরু হয়। তবে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রথম আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হয় ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত United Nations Conference on the Human Environment এর মাধ্যমে। এ সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমের যাত্রা শুরু এবং United Nations Environment Program (UNEP) এর সৃষ্টি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বাংলাদেশেও পরিবেশ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়। পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Water Pollution Control Ordinance, ১৯৭৩ জারির মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা করেন। পরবর্তীকালে সরকার ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ অধ্যাদেশ জারি করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করে এবং উক্ত সেলের আওতায় মাঠ পর্যায়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অপরদিকে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেলের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য একই সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অনুবৃত্তিক্রমে ১৯৮৫ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গঠন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বিভাগীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জনবল ছিল মাত্র ১৭৩ জন। পরবর্তী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ না হলেও ২০০৯ সাল হতে সরকার এ অধিদপ্তরকে অধিকতর কার্যকর ও সম্প্রসারণে জোর দেয়। এরই অংশ হিসেবে সরকার ২০০৯ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল ২৬৭ হতে ৭৩৫ এ উন্নীত করে এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়সহ ২১ জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা অফিস স্থাপন করে। ২০১৮ সালে নতুন ১৮৪ জনবলসহ বাকি ৪৩ জেলা কার্যালয় এবং ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করে। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের আরো জনবল বৃদ্ধিসহ বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা শাখার অনুমোদন ও কক্সবাজার জেলা কার্যালয়কে পরিচালক কার্যালয়ে উন্নিত করে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় ২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল ২৬৭ হতে ১১৩৩ এ উন্নিত হয়েছে। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের জন্য ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় গবেষণাগারটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে জিএমও ডিটেকশন কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরসহ ১৪টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক/ মহানগর/গবেষণাগার কার্যালয় ও ৫০টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশের উন্নয়নে কাজ করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্তমান সরকার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে যুগোপযোগি আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নেও জোর দিয়েছে। সরকার সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। শুধু তাই নয় সরকার তার চলতি মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে সরকার বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যকরী ভুমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮, পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭, বিপদজনক ও জাহাজ ভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১, জীব নিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ জারী করেছে। অধিকন্তু বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহকে অধিকতর যুগোপযোগি করে হালনাগাদ করা হয়েছে।

সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। কাজের ধরন অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। এ-গুলো হল: বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জীবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ বার্ষিক প্রতিবেদনে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

১.২ ভিশন:

২০৪১ সালের মধ্যে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

১.৩ মিশন:

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা, টেকসই পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যথাযথ প্রয়োগ, পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা।

১.৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন;
- সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান;
- পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক উদ্যোগের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১.৫ অঙ্গীকার:

- দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগ করা;
- নাগরিকগণের সহজ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সদা সচেষ্ট থাকা;
- নাগরিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া;
- নাগরিকগণের প্রতি সততা, শুদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করা;
- আরোপিত দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা;
- নিজেদের কার্যক্রমকে সর্বদা মূল্যায়ন ও মনিটরিং করা;
- সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিকগণের প্রতি সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা;
- সকল নাগরিককে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, জেন্ডার, প্রতিবন্ধী, বয়স, ইত্যাদি নির্বিশেষে সমমর্যাদা প্রদান করা;

১.৬ পরিবেশ অধিদপ্তরের সাধারণ কার্যাবলী:

পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলোঃ

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা;
- নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্প কারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন;
- সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্বিচারে পাহাড় কর্তন রোধ, যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ;
- দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রোটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ;
- পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদ্যাপন;
- সময় সময় পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;
- পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণাকর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/উদ্যোগ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি আয়োজন ;
- দেশের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন;
- পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট আদালতের সাথে আইনানুগ কাঠামোর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ;

১.৭ সাংগঠনিক কাঠামো:

বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর ২টি অঞ্চল কার্যালয়, ২টি মহানগর কার্যালয়, ২টি গবেষণাগার, ৬টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৫০টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিদপ্তরের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো চিত্র-১ এ দেওয়া হলো।

১.৮ জনবল:

বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় জুন, ২০২২ সময় পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ১১৩৩ জনে (কাজ নেই মজুরী নেই পদ ১৫ টি-সহ) উন্নিত হয়েছে। যার মধ্যে কর্মরত জনবল ৫৮০ জন এবং শূন্য পদ ৫৫৩ জন।

সারণি ১: মোট জনবলের বিবরণ

পদের বিবরণ	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	মোট
অনুমোদিত	২৭৪ টি	২০১ টি	৪২৮ টি	২৩০ টি	১১৩৩ টি
কর্মরত	২২৩	৬৪	২০৪	৮৯	৫৮০ টি
শূণ্য পদ	৫১	১৩৭	২২৪	১৪১	৫৫৩ টি

পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

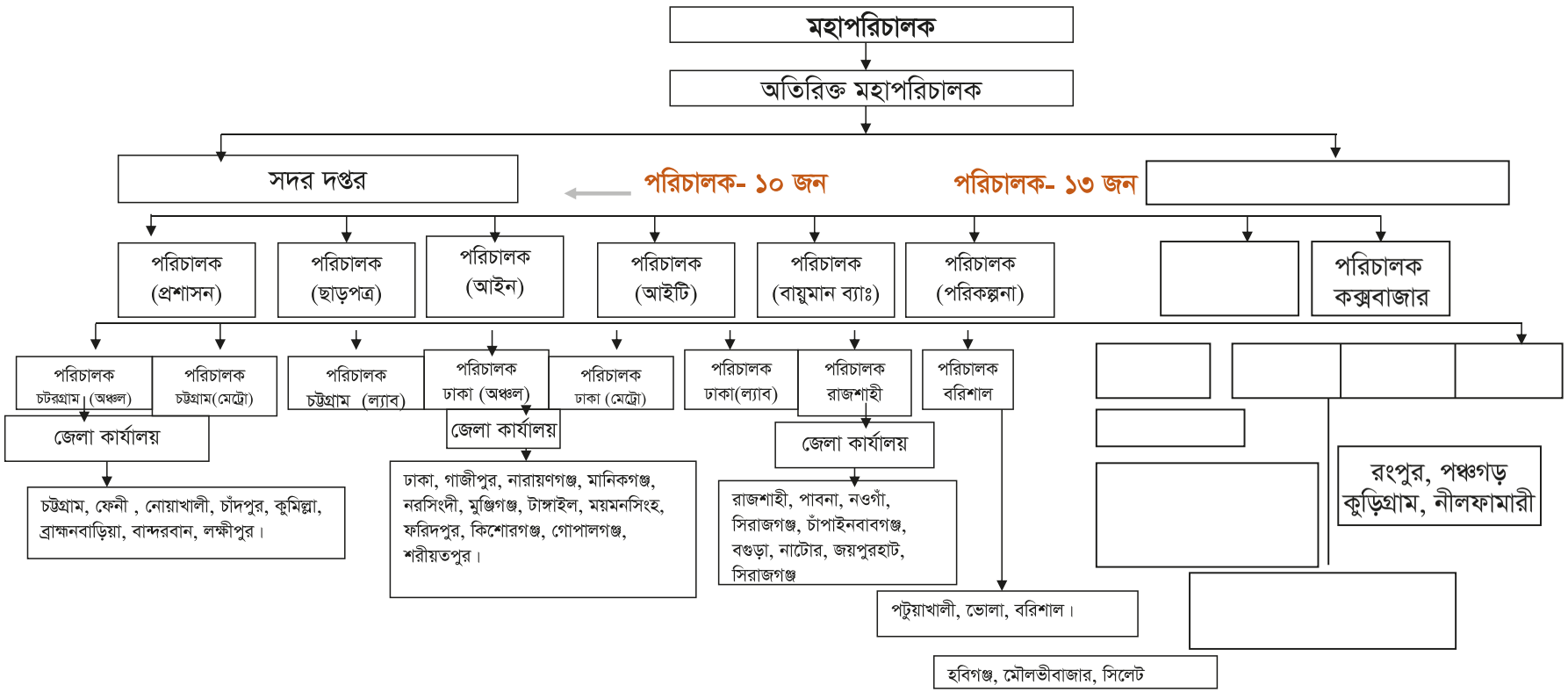

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশাসনিক কার্যক্রম

২.১ ভুমিকা:

কোন দপ্তর/সংস্থার প্রশাসন শাখা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি, পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিধিগত সকল দাবী যেমন পিআরএল আদেশ জারী, ছুটি নগদায়নসহ অন্যান্য বিষয় দ্রুত নিষ্পন্ন করে থাকে। এছাড়া অফিসের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ : পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে সদর দপ্তরসহ ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা গবেষণাগার, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় এবং ২০২১-২০২২ সালে ১৬ টি নবসৃষ্ট জেলা কার্যালয় (সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, খুলনা, সিলেট, নাটোর, জয়পুরহাট, নড়াইল, লক্ষীপুর, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝিনাইদহ, বগুড়া, বরিশাল, শরীয়তপুর) সহ মোট ৫০ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং অবশিষ্ট ১৪ টি জেলায় কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র-২: নবসৃষ্ট জেলা কার্যালয়ের কয়েকটি

চিত্র-ক: পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা জেলা কার্যালয়

চিত্র-খ: পরিবেশ অধিদপ্তর, নাটোর জেলা কার্যালয়

চিত্র-গ: পরিবেশ অধিদপ্তর, নড়াইল জেলা কার্যালয়

চিত্র-ঘ: পরিবেশ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়

চিত্র-ঙ: পরিবেশ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়

চিত্র-চ: পরিবেশ অধিদপ্তর, নিলফামারী জেলা কার্যালয়

চিত্র-ছ: পরিবেশ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয়

চিত্র-জ: পরিবেশ অধিদপ্তর, বগুড়া জেলা কার্যালয়

চিত্র-ঝ: পরিবেশ অধিদপ্তর, পঞ্চগড় জেলা কার্যালয়

চিত্র-ঞ: পরিবেশ অধিদপ্তর, জামালপুর জেলা কার্যালয়

চিত্র-ট: পরিবেশ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়

চিত্র-ঠ: পরিবেশ অধিদপ্তর, শরীয়তপুর জেলা কার্যালয়

২.৩। পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য:

ক) নিয়োগ :

পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ১০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি
৪০ জন	-	২৮ জন	৩৫

খ) পদোন্নতি :

পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১১জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রথম শ্রেনি			মোট
পরিচালক	উপপরিচালক	সহকারী পরিচালক	১১ জন
০৩ জন	০৩ জন	০৫	

৬। নতুন পদ সৃজন সংক্রান্ত:

ক্রমিক নং	শ্রেনি	পদ সংখ্যা	মন্তব্য
১	৪র্থ শ্রেনি	৮৮	-

২.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন:

অর্থবছর	অর্জন
২০২১-২২	৯৬.৬৪

২.৫ অন্যান্য: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (কেস) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অধিদপ্তরের ১২ (বার) তলা বিশিষ্ট নতুন ভবনে সদর দপ্তরের সকল শাখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরে মুজিব কর্ণার স্থাপন এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে।

২.৬ অর্থ ব্যবস্থাপনা

২.৬.১ অনুন্নয়ন/পরিচালন ও উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়:

সারণি-২: অনুন্নয়ন/পরিচালন ও উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয় (হাজার টাকায়)

বরাদ্দ				ব্যয়			রাজস্ব প্রাপ্তি
অর্থ বছর	অনুন্নয়ন/ পরিচালন	উন্নয়ন (টাকা)	মোট (টাকা)	অনুন্নয়ন/ পরিচালন ব্যয়	উন্নয়ন ব্যয় (টাকা)	মোট ব্যয়	রাজস্ব আদায়
১	২	৩	৪(২+৩)	৫	৬	৭(৫+৬)	৮
২০১২-১৩	২২০,২২৭.০০	২৫২,৩০০.০০	৪৭২,৫২৭.০০	২০৬,৩১৮.০০	২৪৯,৩৯০.০০	৪৫৫,৭০৮.০০	৭০৮,৪৪৩.০০
২০১৩-১৪	২৪২,৭০৫.০০	১৯৪,৬০০.০০	৪৩৭,৩০৫.০০	২০৮,৪৬৬.০০	১৭৩,৬৬২.০০	৩৮২,১২৮.০০	৫৯২,৯৮৩.০০
২০১৪-১৫	২৩৩,১৪১.০০	২৬৮,০০০.০০	৫০১,১৪১.০০	২২১,৩২৪.০০	২৬০,৬৭৭.০০	৪৮২,০০১.০০	৫৭১,৭০২.০০
২০১৫-১৬	৩৫৪,৮১২.০০	৫১২,১০০.০০	৮৬৬,৯১২.০০	২৯৯,৮০৩.০০	৫১২,৮০১.০০	৮১২,৬০৪.০০	৫৬২,৬৮৪.০০
২০১৬-১৭	৩৮১,৭৩১.০০	৪১৪,২০০.০০	৭৯৫,৯৩১.০০	৩২৮,৮৭১.০০	৪১১,৩৮৭.০০	৭৪০,২৫৮.০০	৫৩২,৬৯৪.০০
২০১৭-১৮	৩৬৬,২০০.০০	৮৭৯,৪০০.০০	১,২৪৫,৬০০.০০	৩৩২,৭৮৬.০০	৮০৭,৯২৩.০০	১,১৪০,৭০৯.০০	৫৭৫,৫৯০.০০
২০১৮-১৯	৪২০,০০০.০০	১,০৪৯,২০০.০০	১,৪৬৯,২০০.০০	৩৫২,২১৩.০০	৯৮৮,২৬০.০০	১,৩৪০,৪৭৩.০০	৭০০,৫৯২.০০
২০১৯-২০	৫০০,০০০.০০	১২৩,৩০০.০০	৬২৩,৩০০.০০	৩৬০,৬৮০.০০	৬৭,২৩১.০০	৪২৭,৯১১.০০	৬৭৬,৭৩২.০০
২০২০-২১	৫২৩,৩৩০.০০	২৬১,৪০০.০০	৭৮৪,৭৩০.০০	৪১২,৫৬৯.০০	১৯১,১৯০.০০	৬০৩,৭৫৯.০০	৭৬৯,৪০১.০০
২০২১-২২	৬১৪,১৯০.০০	৯৫৫,৯০০.০০	১,৫৭০,০৯০.০০	৪৮১,৮৬৯.০০	৬৬৯,৩১২.০০	১,১৫১,১৮১.০০	৯৭২,০৭৮.০০
সর্বমোট=	৩,৮৫৬,৩৩৬.০০	৪,৯১০,৪০০.০০	৮,৭৬৬,৭৩৬.০০	৩,২০৪,৮৯৯.০০	৪,৩৩১,৮৩৩.০০	৭,৫৩৬,৭৩২.০০	৬,৬৬২,৯০০.০০

২.৬.২ উৎস ভিত্তিক আয়: জরিমানা/দন্ড, ছাড়পত্র/নবায়ন ফি, টেষ্টিং ফি, সরকারি যানবাহন ব্যবহার বাবদ আয়, দরপত্র দলিল বিক্রয় হতে আয়, ব্যবহৃত কাগজ, ষ্টেশনারী ও স্ক্র্যাপ বিক্রয়লব্ধ আয়, অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়, ভ্যাট/ট্যাক্স কর্তন ও অন্যান্য আয়।

সারণি-৩: পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই/২০২১-জুন/২০২২) রাজস্ব আয়ের হিসাব বিবরনী

নতুন কোড নম্বর (পুরাতন)	উপখাত	লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব প্রাপ্তি	লক্ষ মাত্রার সাথে আয়ের হার
১৪২২৩১৯ (২৬৮১)	পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি	৫৭২,৭৬০.০০	৫৩৬,২০৭.০০	৯৪%
১৪২২৩২৬ (২০৩১)	পরীক্ষা ফি	১৫০.০০	০.০০	০%
১৪২২৩২৮ (২৩৬৬)	দরপত্র দলিল ফি	২৭৫.০০	৬২.০০	২৩%
১৪২২৩২৯ (২০১৭)	টেস্টিং ফি	১৩৫,০১০.০০	৮১,৩৭৬.০০	৬০%
১৪২৩২০৪ (২০৩৭)	সরকারি যানবাহনের ব্যবহার ফি	৩৭০.০০	১২.০০	৩%
১৪২৩২২৬ (২৩৭১)	ব্যবহৃত কাগজ ও স্টেশনারী বিক্রয়	১,৫১০.০০	১৬,১৬৯.০০	১০৭১%
১৪৩১১০১ (১৯০১)	জরিমানা	৩৮৬,৩৫০.০০	৩০৫,৪৩২.০০	৭৯%
১৪৪১২৯৯	অন্যান্য আদায়	২,৩৫৫.০০	৩২,৮২০.০০	১৩৭৬%
	সর্বমোট	১,০৯৮,৭৮০.০০	৯৭২,০৭৮.০০	৮৮%

২.৭ মানব সম্পদ উন্নয়ন

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ২০৪১ সালের মধ্যে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবহিকতায় পরিবেশগত সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাপূর্বক সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পরিবেশ অধিদপ্তর দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে পর্যায়ক্রমে অধিদপ্তরের জনবল ও কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বিগত ৪ আগস্ট ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটির ৪র্থ সভায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর তার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজস্ব প্রশিক্ষণ সেলের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যাবলি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ২ মাস মেয়াদী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে যথাক্রমে অফিস ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিবেশ সংরক্ষণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

চিত্র-৩: বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্থির চিত্র

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কর্মচারীদেরও দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শৃংখলা ও আচরণ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের লক্ষ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য "শৃংখলা ও আচরণ বিধিমালা" বিষয়ে ২টি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র-৪: ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য "শৃংখলা ও আচরণ বিধিমালা" বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

এছাড়াও কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য মামলা পরিচালনা, পরিদর্শন পদ্ধতি ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, গবেষণাগার সেবা অটোমেশন, পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন, গবেষণাগার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার এবং নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিসহ আরো বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র-৫: পরিবেশ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

চিত্র-৬: HFC Phase Down প্রকল্পের প্রশিক্ষণ

চিত্র-৭: Project management & Procurement System বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

চিত্র-৮: প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য Chemical Management বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

চিত্র-৯: সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম টেকসই ব্যবস্থাপনা ও এসিডিফিকেশন মনিটরিং শীর্ষক প্রশিক্ষণের স্থির চিত্র

প্রশিক্ষণ আয়োজনের পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য Perspective Plan 2021-2041 & 8th 5 Year Plan in Bangladesh- শীর্ষক কর্মশালা, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত-২০১৯)-এর সংশোধনী বিষয়ক কর্মশালা, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ বাস্তবায়ন বিষয়ক পরামর্শক কর্মশালা, খসড়া বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২১ এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও দ্বৈততা পরিহার বিষয়ক কর্মশালা এবং "৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়" বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র-১০: ECC Automation বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

চিত্র-১১: বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কর্মশালার স্থির চিত্র

চিত্র-১২: ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ বাস্তবায়ন বিষয়ক পরামর্শক কর্মশালা

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ আয়োজনের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা বা প্রকল্প কর্তৃক দাপ্তরিক কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হতে বিভিন্ন সময়ে আগত ৭৭ জন শিক্ষার্থীকে বাস্তব প্রশিক্ষণ (ইন্টার্ণশীপ) প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বেসরকারী দপ্তর থেকে শিক্ষা সফরে আগত প্রতিনিধিদের পরিবেশ অধিদপ্তর ও সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের উপর ব্রিফ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৪: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ আয়োজনের সময়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
২৮ জন	Preparation of Para wise reply of Writ Petitions, Leave to Appeal, Contempt & Others- বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১ সেপ্টেম্বর ২০২১	২৮ জন
৭৩ জন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২০ সেপ্টেম্বর ২০২১	৭৩ জন
৩১ জন	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শৃংখলা ও আচরণ বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১	৩১ জন
২০ জন	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৩-২৫, ২৮-২৯ নভেম্বর-২০২১	২০ জন
১৮ জন	E-Lab Automation	২২ ডিসেম্বর ২০২১	১৮ জন
৪৩ জন	Ecc Automation	২৩ ডিসেম্বর ২০২১	৪৩ জন
৫৬ জন	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এবং মাঠ কার্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২৬ ডিসেম্বর ২০২১	৫৬ জন
৩০ জন	৭ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১৮ জানুয়ারি হতে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২	৩০ জন
২০ জন	Chemical Management- বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮-১০ জানুয়ারি ২০২২	২০ জন
১৯ জন	Hazardous Waste Management- বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫-১৬ জানুয়ারি ২০২২	১৯ জন
২১ জন	৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের শৃংখলা ও আচরণ বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২	২১ জন
২০ জন	নব যোগদানকৃত শিক্ষানবীশ কর্মকর্তাদের (১ম শ্রেণি) ৫ দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	০২-০৩ মার্চ ও ০৬-০৮ মার্চ ২০২২	২০ জন
৫২ জন	"পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৬ ও ১৭ মে ২০২২	৫২ জন
১৪ জন	"গবেষণাগার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার এবং নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৮-২১ জুন ২০২২	১৪ জন
১৯ জন	"Project Management and Procurement System" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৯ জুন ২০২২	১৯ জন
৩০ জন	"সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও এসিডিফিকেশন মনিটরিং" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২০ জুন ২০২২	৩০ জন

সারণি-৫: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা / সেমিনার সমুহ

ক্রমিক	কর্মশালা/সেমিনারের বিষয়	কর্মশালা আয়োজনের সময়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
১.	Perspective Plan 2021-2041 & 8th 5 Year Plan in Bangladesh- শীর্ষক কর্মশালা	০৯ অক্টোবর ২০২১	৭৮ জন
২.	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত-২০১৯)-এর সংশোধনী বিষয়ক কর্মশালা	১৬ নভেম্বর ২০২১	৪০ জন
৩.	ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ বাস্তবায়ন বিষয়ক পরামর্শক কর্মশালা	০৯ জানুয়ারি ২০২২	১১৮ জন
৪.	খসড়া বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২১ এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও দ্বৈততা পরিহার বিষয়ক কর্মশালা	১৫ জানুয়ারি ২০২২	৪০ জন
৫.	"৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়" বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা	১৯ মে ২০২২	৫৫ জন

সারণি-৬: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকল্প/অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমুহ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	আয়োজক সংস্থা	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
১	e-GP সিস্টেমের Procuring Entity (PE) User Module বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সিপিটিইউ	৫ জন
২	e-GP সিস্টেমের Policy Level Module কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ	সিপিটিইউ	৫ জন
৩	"টেকসই পরিবেশ (Environmental Sustainability)" শীর্ষক সেমিনার	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪ জন
৪	Training on Introduction and Cross-Cutting Issues of IPCC Guidelines for DOE Officials	অনলাইন	৩৫ জন
৫	e-GP সিস্টেমের Procuring Entity (PE) User Module বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সিপিটিইউ	৫ জন
৬	Training of Trainers (ToT): Hands-on training on GHG Inventory and MRV system for Forestry & other Land Use	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	৩ জন
৭	Training of Trainers (ToT): Hands-on training on GHG Inventory and MRV system for Agriculture Sector	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	৩ জন
৮	'Climate Change and related topics' বিষয়ক প্রশিক্ষণ	NAP/NDC Support Programme' শীর্ষক প্রকল্প	৬ জন
৯	ETP Design Evaluation Ges ETP Inspection Process বিষয়ক প্রশিক্ষণ	GIZ	১০ জন
১০	Bangladesh Environment Statistical 2020 শীর্ষক রিপোর্টের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	৪ জন

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	আয়োজক সংস্থা	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
১১	Online map এবং ভূমির অবক্ষয় মনিটরিং সংক্রান্ত তৈরীকৃত মোবাইল এ্যাপ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	SLM Project	৬ জন
১২	Workshop on Problem Selection and Team Formation for Data Leadership	পরিবেশ অধিদপ্তর ও এটুআই প্রোগ্রাম	১৭ জন
১৩	Seminar on Natural Disaster : Bridging of Early Warning and Early Action Decession Making	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	৫ জন
১৪	Laboratory Capacity Improvement for DoE শীর্ষক প্রশিক্ষণ	GIZ	২০ জন
১৫	"Workshop on Problem Solution Design for Data Leadership	পরিবেশ অধিদপ্তর ও এটুআই	১০ জন
১৬	e-PMIS সিস্টেমে Role Based Training (Functional User Training)	Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement (DIMAPP) প্রকল্প	৫ জন

সারণি-৭: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

শ্রেণী	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা(জন ঘন্টা)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন
১ম	২২৪	১৩,৪৪০	২১,৫২৪
২য়	৫২	৩,১২০	১,৬৮৮
৩য়	২০৬	১২,৩৬০	১৬৮
৪র্থ	৮৯	৫,৩৪০	৪৯৬
মোট	৫৭১	৩৪,২৬০	২৩,৮৭৬

২.৮ প্রচার প্রচারণা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় গণসচেতনতামূলক ৪১টি বিজ্ঞপ্তি/গণবিজ্ঞপ্তি ও স্ক্রল প্রচার এবং প্রকাশিত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে মোট ২০টি আবেদন ও দায়েরকৃত ০৩টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ বিষয়ক অন্যান্য দিবস উদযাপন এবং সরকার আয়োজিত উন্নয়ন মেলাসহ বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

২.৮.১. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ ভবনে আলোচনা সভা

২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিল একটি ভূখন্ড, যার নাম বাংলাদেশ। সবুজ জমিনে রক্তিম সূর্যখচিত মানচিত্রের এই দেশটির স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের পথে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। এ প্রাপ্তি নিয়েই এবার জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে। ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে পরিবেশ ভবনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে বেগম হাবিবুন নাহার,এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সম্মানিত অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী।

চিত্র-১৩: মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পরিবেশ ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব শাহাব উদ্দিন এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

২.৮.২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই ছিল জাতির পিতার একমাত্র লক্ষ্য। নিপীড়িত মানুষের নেতা, গণমানুষের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সমাদৃত। প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবেও পালিত হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ মহোদয়ের নেতত্বে পরিবেশ ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়, সদর দপ্তর, ঢাকা মহানগর, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা গবেষণাগার এর পরিচালক ও উপপরিচালকগণসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং ঢাকা জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-১৪: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিলের আয়োজন।

২.৮.৩. পরিবেশ অধিদপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিনটি নানান আনুষ্ঠানিকতায় উদযাপিত হয়েছে। নারীর অধিকার রক্ষায় বিশ্বব্যাপী সমতাভিত্তিক সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর এই দিনে দিবসটি উদযাপন করা হয়। ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এই ধারাবাহিকতায় ৮ মার্চ ২০২২ "টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ মহোদয় ফুল দিয়ে দপ্তরের সকল নারী সহকর্মীদের শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করেন। তিনি পরিবেশগত মানোন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে নারী ও পুরুষ সমভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম আরো জোরদার করার পরামর্শ দেন। এ সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়, সদর দপ্তর, ঢাকা মহানগর, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা গবেষণাগার এর পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দ এবং সকল নারী সহকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-১৪: বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ।

২.৮.৪. ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২২ উদযাপন

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অনন্য দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দান) বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। এ দিন লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে এই মহান নেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ ভাষণকে কেন্দ্র করে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে লাখো- কোটি বাঙ্গালি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টারি হেরিটেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ভাষণের অন্য নাম 'বজ্রকণ্ঠ'। 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ' ২০২২ জাতীয় দিবস হিসাবে উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এর নেতৃত্বে পরিবেশ ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক, সদর দপ্তর, ঢাকা মহানগর, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা গবেষণাগার এর পরিচালক ও উপপরিচালকগণসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং ঢাকা জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-১৬: ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও বর্ণিল আলোকসজ্জা

২.৮.৫ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন

পরিবেশ সংরক্ষণে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ৫ জুন ২০২২ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল "Only One Earth: Living Sustainably in Harmony with Nature" যার বাংলা ভাবার্থ করা হয় "একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন"। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, পরিবেশ মেলা, পরিবেশ পদক প্রদান, শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক স্লোগান প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশ অন্যতম।

ক. পরিবেশ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ৫ জুন ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২' এবং 'জাতীয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা ২০২২'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন, এমপি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে পরিবেশ রক্ষায় টেকসই উন্নয়ন অর্জনে প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় না করলে উন্নয়ন কখনোই টেকসই হবে না। সুতরাং, আমাদের এটি মাথায় রেখে প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানের দিকে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, দেশকে উন্নয়নের পথে যেতে হবে, তবে প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান নীতি অনুসরণ করতে হবে। এটি জরুরিভাবে প্রয়োজন। তিনি বলেন, সরকার যখনই কোনো উন্নয়ন কর্মসূচি নেয় প্রতিটি প্রকল্পে একটি শর্ত থাকে, তা হলো এই উন্নয়ন প্রকল্পে কোনো গাছ কাটা হলে পাঁচগুণ বেশি সংখ্যক গাছ সেখানে লাগাতে হবে। দেশের বনভূমি ১১

ভাগ থেকে তাঁর সরকার বর্তমানে ২২ দশমিক ৫ ভাগে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আবাদি জমি সংরক্ষণের জন্য সরকার নির্বিচারে কল-কারখানা স্থাপন রোধে সারাদেশে ১শ'টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী প্রজন্মের জন্য উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় দেশের বনভূমি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাবার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আমাদের বনভূমি বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নের কাজও করে যেতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা, আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য দেশটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সামাজিক বনায়নের কাজটাও ব্যাপকভাবে করে যেতে হবে। এতে যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠী লাভবান হয়; এখানে তাঁরা কেবল গাছ লাগায় না- এর সুরক্ষাও নিশ্চিত করে। তাই এখন ৭০ ভাগ লভ্যাংশ প্রদান করা হচ্ছে। কাজেই এই কাজগুলো আরো ব্যাপকভাবে করতে হবে।

চিত্র-১৭: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার (৫ জুন, ২০২২) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রান্তে যুক্ত হয়ে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২' এবং জাতীয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা ২০২২' এর উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

প্রধানমন্ত্রী বলেন জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনকালে তাঁর সরকার ও দলের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। সরকার প্রধান বলেন, আমাদের যত স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত যা রয়েছে এর সীমানা চত্বরে আমরা যদি ব্যাপকভাবে বৃক্ষ লাগাতে পারি, তাহলে পরিবেশটা যেমন রক্ষা হবে, তেমনি ফল-ফলাদিও গ্রহণ করা সম্ভব হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা বিধানে তাঁর সরকার শতবর্ষ মেয়াদি ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে পরিবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন, উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এবং সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন, এমপি বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের মাঝে 'পরিবেশ পদক ২০২০ ও ২০২১,' 'বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, ২০২০ ও ২০২১', 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ২০১৯ ও ২০২০ প্রদান করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে অংশগ্রহনের সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশের চেক বিতরণ করেন।

চিত্র-১৮: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃক্ষরোপন করছেন

খ. জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান

সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করে। পরিবেশ পদক নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ০৬ (৩+৩) ক্যাটাগরিতে মোট ৬টি জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২১ (একুশ) ক্যারেট মানের ২ (দুই) তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্য ও আরো ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক, ক্রেস্ট এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২০২০ ও ২০২১ সালে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়।

চিত্র-১৯: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়) ক্যাটাগরিতে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২১ প্রাপ্ত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর সম্মানীত মেয়র।

চিত্র-২০: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি (প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়) ক্যাটাগরিতে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২০ প্রাপ্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর সম্মানীত উপাচার্য।

সারণি-৮: ২০২০ সনে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

ক্যাটাগরি	পর্যায়	মনোনয়ন
পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	ব্যক্তি	ভ্যালেরি অ্যান টেইলর, প্রতিষ্ঠাতা, পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি), সাভার, ঢাকা।
	প্রতিষ্ঠান	কনকর্ড রেডিমিক্স এন্ড কনক্রিট প্রোডাক্টস লিমিটেড এবং কনকর্ড প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট এন্ড ব্লক প্লান্ট লিঃ, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার	ব্যক্তি	ড. সালীমুল হক, বাড়ি-২৭ (৫ম তলা), সড়ক-০১, ব্লক-এ, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯
	প্রতিষ্ঠান	এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডো), বাড়ি-৮/১, লেভেল-৫, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি	ব্যক্তি	ড. জহুরুল করিম, সাবেক সচিব,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এপার্টমেন্ট-৪/ডি, বাড়ি নং-৭৪, সড়ক-১১/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯।
	প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সারণি-৯: ২০২১ সনে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

ক্যাটাগরি	পর্যায়	পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম
পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	ব্যক্তি	জনাব এম, এ মতিন (মতিন সৈকত) সাং-আদমপুর, ডাকঘর-রায়পুর, উপজেলা-দাউদকান্দি, জেলা-কুমিল্লা।
	প্রতিষ্ঠান	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নগর ভবন, কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, শহীদ এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান চত্বর, রাজশাহী।
পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার	ব্যক্তি	জনাব ইনাম আল হক বাড়ি # ১১ (প্রাইম রোজ), রাস্তা # ৪, বনানী ডি.ও.এইচ.এস, ঢাকা-১২০৬।
	প্রতিষ্ঠান	বারসিক (বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস নলেজ) ফ্ল্যাট-৬/এ, বাসা নং-৩/১, ব্লাক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

গ. পরিবেশ মেলা ২০২২ আয়োজন

জনসাধারণ ও বিভিন্ন অংশীজনকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি পরিবেশ সম্মত বিভিন্ন টেকনোলজির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে ৫ থেকে ১১ জুন, ৭ দিন ব্যাপী পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন টেকনোলজি ও সেবা নিয়ে ৫৪টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন, এমপি ৫ জুন ২০২২ তারিখ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন এবং মেলা পরিদর্শন করেন। এ সময় একই মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি ও সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৭ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মেলায় প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পরিদর্শন করেন। মেলা শেষে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য হতে ০৩ (তিন) টি শ্রেষ্ঠ স্টলকে পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। নির্বাচিত স্টলগুলো হলো: ১) Ran Corporation, ২) Berger Trusted Worldwide, ও ৩) Total Water Solution। এছাড়াও মেলায় অংশগ্রহনকারি ৫৪ টি প্রতিষ্ঠানকেও পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

চিত্র-২১: পরিবেশ মেলার শুভ উদ্বোধন করছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন, এমপি।

চিত্র-২২: পরিবেশ অধিদপ্তরের স্টলের সামনে মাননীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সাথে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

চিত্র-২৩: মাননীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সাথে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ পরিবেশ মেলায় স্টল পরিদর্শন করছেন।

চিত্র-২৪: মাননীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সাথে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ পরিবেশ মেলায় স্টল পরিদর্শন করছেন।

চিত্র-২৩: মাননীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সাথে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ পরিবেশ মেলায় স্টল পরিদর্শন করছেন।

চিত্র-২৪: পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ পরিবেশ মেলায় বিজয়ী শ্রেষ্ঠ স্টলকে পুরস্কার প্রদান করছেন।

ঘ. ৯ম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২২:

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ৯ম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের স্বনামধন্য ১৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। ১৮ মে ২০২২ পরিবেশ অধিদপ্তরের ৩য় তলাস্থ সম্মেলন কক্ষে বিতর্ক প্রতিযোগিতার ১ম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯ মে ২০২২ খ্রি: কোয়ার্টার ও সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ মে ২০২২ খ্রি: তারিখে ফাইনাল পর্বটি বিটিভি-তে ধারণ করা হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রানার্স-আপ হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাইজমানী ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার টাকা) এবং রানার্স-আপ দলের প্রাইজমানী ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা) প্রদান করা হয়। তাছাড়া চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দলের জন্য ২টি করে ক্রেস্ট সহ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দলের সদস্যদের প্রত্যেকের জন্যে ১টি করে মোট ৬টি ক্রেস্ট এবং ৬টি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উক্ত বির্তক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি ০৬ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়।

চিত্র-২৫: বিটিভিতে আয়োজিত আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা।

ঙ. শিশু কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২০২২:

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে "প্রকৃতি ও পরিবেশ" বিষয়ে বিগত ২০ মে ২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুন বাগিচা, ঢাকা'য় শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. আবদুল হামিদ, বরেণ্য চিত্রশিল্পী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাবেক ডীন অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আলভী এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক জনাব খন্দকার রেজাউল হাশেম।

চিত্র-২৬: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে শিশু কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পরিদর্শন করেন।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় চারটি গ্রুপে প্রায় ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেন। ০৪ (চার) টি গ্রুপে যথাক্রমে: (ক) গ্রুপ: অনুর্ধ্ব ০৭ বছর; (খ) গ্রুপ: ৭+ হতে অনুর্ধ্ব ১১ বছর; (গ) গ্রুপ: ১১+ হতে অনুর্ধ্ব ১৬ বছর ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু গ্রুপ: অনুর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সের শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক গ্রুপে ১ জন করে মোট ৪ জন শ্রেষ্ঠ স্থান এবং প্রত্যেক গ্রুপ থেকে ২জন করে ৮ জন উত্তম স্থান অর্জন করেন।

চ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন:

শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রত্যেক জেলার ২টি করে মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ঢাকা মহানগরের উল্লেখযোগ্য ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকগণের সাথে বিগত ১৩ জুন ২০২২ তারিখে একটি প্রস্তুতিমূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর এবং সভাপতি হিসেবে পরিচালক (আইন), খোন্দকার মোঃ ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-২৭: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ।

দিবসটি উদযাপনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীর নির্বাচিত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং জেলা পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদান করে। পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ, দেওয়াল পত্রিকা ও পরিবেশ বিষয়ক ডকুমেন্টারী প্রদর্শন ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বা পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

চিত্র-২৮: জনাব ইকবাল আবদুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ এ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন।

চিত্র-২৯: রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্টে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।

ছ. পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা সেমিনারের আয়োজন

১। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে করনীয়" শীর্ষক আলোচনা সভা:

পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পেশাজীবী ও তরুণদের নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিগত ৬-৯ জুন ২০২২ সময়ে ৭টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজিত সেমিনারসমূহে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, এনজিও ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সারণি-৯: পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারসমূহ এবং আয়োজক সংস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রম.	সেমিনারের বিষয়	তারিখ	আয়োজক সংস্থা
১.	পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থপনায় যুব সমাজের অংশগ্রহণ Youth Engagement in Environment Conservation and Management	০৬/০৬/২০২২	ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
২.	পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয়	০৬/০৬/২০২২	বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)
৩.	পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ	০৭/০৬/২০২২	পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), বারসিক ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠন
৪.	জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বাংলাদেশ বন্ধু ফাইন্ডেশন	০৭/০৬/২০২২	বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন (বন্ধু)
৫.	Priorities of Forest Landscape Restoration and Biodiversity Conservation in the Chittagong Hill Tracts	০৮/০৬/২০২২	আরণ্যক ফাউন্ডেশন
৬.	Engaging Stakeholders for mitigating Lead pollution in Bangladesh লেড দূষণ প্রশমনে অংশীজনের অংশগ্রহণ	০৮/০৬/২০২২	পিউর আর্থ বাংলাদেশ
৭.	"Only One Earth : Living Sustainably in Harmony with Nature"	০৯/০৬/২০২২	পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সহযোগী সংস্থা UNDP

চিত্র-৩০:

চিত্র-৩১:

জ. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান:

বিগত ১৬ জুন, পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত, এমপি, প্রাক্তন উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব আবুল কালাম আজাদ, Distinguished Fellow, Global Center on Adaptation এবং ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. আবদুল হামিদ।

চিত্র-৩২: পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারের অংশবিশেষ

প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি বলেন, টেকসই জীবন রক্ষা করতে না পারায় আমরা নিজেরাই ভোক্তভোগী হচ্ছি। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে করোনার মতো ভয়াবহ ব্যধিত্যে আক্রান্ত হচ্ছি। ২০২৫ সালের পর পোড়া মাটির ইট আর কোন সরকারি কাজে ব্যবহার করা হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন ১০০% ব্লক ইট ব্যবহার করলে সনাতন পদ্ধতির ইট-ভাটা বন্ধ হয়ে গেলে বায়ু দূষণে জনগন অনেকাংশেই মুক্তিপাবে। এরপর প্রধান অতিথি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহাব উদ্দিন, এমপি ৪টি ক্যাটাগরি-শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতা এবং পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জনকারীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন। শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ১২ জন বিজয়ীদের মধ্যে সনদ, ক্রেস্ট, প্রাইজমানি/প্রাইজবন্ড ও উপহার হিসেবে জলরং প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জনকারী ৩ জনের প্রত্যেককে ৩০০০/- এবং উত্তম স্থান অজর্নকারী ৯ জনের প্রত্যেককে ২০০০/- প্রাইজমানি প্রদান করা হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ১৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহন করে তার মধ্যে বিজয়ী দল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং রানার্স আপ হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। বিজয়ী দল ৪০,০০০ টাকা এবং রানার্স আপ দলকে ৩০,০০০ টাকার প্রাইজমানি, ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়। পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতায় পাচঁশত এর অধিক বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে শ্লোগান পাওয়া যায়। যাচাই বাছাই শেষে ৩ জনকে বিজয়ী নির্ধারণ করা হয় এবং ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অর্জনকারীদের মাঝে যথাক্রমে-১০,০০০, ৮,০০০, ৭,০০০ টাকার প্রাইজমানি, ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়।

চিত্র-৩৩: বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি

২.৮.৬. বিশ্ব মরুময়তা ও খরা প্রতিরোধ দিবস ২০২২ উদযাপন

বিশ্ব মরুময়তা ও খরা প্রতিরোধ দিবস ২০২২ উপলক্ষে United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) এর নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "Rising Up Drought together" বিষয়ে ২০ জুন ২০২২ বেলা ৩টায় পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ভবনের ৩য় তলার মিলনায়তনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এর সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি, প্রধান অতিথি এবং মাননীয় উপমন্ত্রী

বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বক্তারা বাংলাদেশ ও বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মরুময়তা ও খরার কারণ, প্রাদুর্ভাব, করণীয় সম্পর্কে তথ্য বহুল আলোচনা করেন। মহাপরিচালক বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত SLM মরুময়তা ও খরা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তিনি আরো বলেন, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন- ২০১৩, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ এর আলোকে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাক্রমে মরুময়তা ও খরা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

চিত্র-৩৪: বিশ্ব মরুময়তা ও খরা প্রতিরোধ নিয়ে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA) ব্যবস্থাপনা

দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ''বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫''-এর ক্ষমতাবলে প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ, সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা, ঝিনুক, কোরাল, কাছিম ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধবংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ ইত্যাদি কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে সরকার এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA) ঘোষণা করেছে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার তালিকা:

ক্রমিক	ইসিএ-এর নাম	প্রতিবেশের ধরন	অবস্থান		প্রজ্ঞাপন অনুসারে আয়তন
			জেলা	উপজেলা	
১.	সুন্দরবন	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের বাইরের দিকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা	সাতক্ষীরা	আশশুনি, শ্যামনগর	৭,৬২,০৩৪ হেক্টর
			খুলনা	দাকোপ, কয়রা, পাইকগাছা	
			বাগেরহাট	মংলা, মোড়লগঞ্জ, রামপাল, শরণখোলা	
			পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	
			বরগুনা	পাথরঘাটা	
২.	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	গ্রাম, শহর, কৃষিজমি, পাহাড়, জঙ্গল, বন, সমুদ্র সৈকত, খাড়ি, বালিয়াড়ি, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় জলাভূমিসহ উপকূলীয় এলাকা	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া, টেকনাফ	১০,৫৬৫ হেক্টর
৩.	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	বালিয়াড়ি, পাথরময় জোয়ার-ভাটা অঞ্চল, উপকূলীয় জলাভূমি ও কোরালসহ সামুদ্রিক দ্বীপ	কক্সবাজার	টেকনাফ	৫৯০ হেক্টর
৪.	সোনাদিয়া দ্বীপ	ম্যানগ্রোভ, খাড়ি ও বালিয়াড়িসহ উপকূলীয় দ্বীপ	কক্সবাজার	মহেশখালী	৪,৯১৬ হেক্টর
৫.	হাকালুকি হাওর	মিঠাপানির জলাভূমি এলাকা এবং বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ	১৮,৩৮৩ হেক্টর
			মৌলভীবাজার	বড়লেখা, জুড়ী, কুলাউড়া	
৬.	টাঙ্গুয়ার হাওর	মিঠাপানির জলাভূমি এলাকা	সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর, ধর্মপাশা	৯,৭২৭ হেক্টর
৭.	মারজাত বাওড়	মিঠাপানির অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ	২০০ হেক্টর
৮.	গুলশান-বারিধারা লেক	নগর-জলাভূমি	ঢাকা মহানগর	---	প্রজ্ঞাপনে আয়তন নির্ধারণ করা নেই
৯.	বুড়িগঙ্গা নদী	ফোরশোর এলাকাসহ নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	---	প্রজ্ঞাপনে আয়তন নির্ধারণ করা নেই
১০.	তুরাগ নদী	ফোরশোর এলাকাসহ নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	---	প্রজ্ঞাপনে আয়তন নির্ধারণ করা নেই
১১.	বালু নদী	ফোরশোর এলাকাসহ নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	---	প্রজ্ঞাপনে আয়তন নির্ধারণ করা নেই
১২.	শীতলক্ষ্যা নদী	ফোরশোর এলাকাসহ নদী	ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ মহানগরের পাশে	---	প্রজ্ঞাপনে আয়তন নির্ধারণ করা নেই
১৩.	জাফলং-ডাউকি নদী	জাফলং-ডাউকি নদী, নদীর উভয় তীরের ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকা এবং জাফলং-ডাউকি ও পিয়াইন নদীর মধ্যবর্তী খাসিয়াপুঞ্জি	সিলেট	গোয়াইনঘাট	১৪.৯৩ বর্গকিলোমিটার

জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-এর গ্রামগুলোতে জনগণকে সংগঠিত করে গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Groups-VCG/ভিসিজি) গঠন এবং সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধন করা হয়েছে। ইসিএ-এর প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় গ্রাম সংরক্ষণ দলগুলোর সদস্যদের মাধ্যমে।

জনগণের অংশগ্রহণে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় বিস্তৃত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হাকালুকি হাওরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ইকোসিস্টেম বেইসড অ্যাপ্রোচেস টু অ্যাডাপটেশন ইন দ্য ড্রাউট-প্রোন বারিন্দ ট্রাক্ট অ্যান্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড এরিয়া প্রকল্প (ইবিএ প্রকল্প)। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রংপুর জেলায়ও ইবিএ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনায় কমিটি গঠন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় ''প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬" প্রণয়ন করা হয়েছে। "প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬" অনুসারে ইসিএ ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইসিএ ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠনের গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে গঠন করা হয়েছে গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group-VCG/ ভিসিজি)। এ পর্যন্ত জাতীয় কমিটির দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে জাতীয় কমিটির ২য় সভা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে

প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন কার্যক্রম

খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকা এবং বন্যাপ্রবণ হাকালুকি হাওর এলাকার জনগণের অংশগ্রহণে ইকোসিস্টেম বেইসড অ্যাপ্রোচেস টু অ্যাডাপটেশন ইন দ্য ড্রাউট-প্রোন বারিন্দ ট্র্যাক অ্যান্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড এরিয়া প্রকল্প (ইবিএ প্রকল্প)-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় প্রতিবেশভিত্তিক (Ecosystem Based) অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকায় রাজশাহী জেলার তানোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল ও গোমস্তাপুর এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য এবং ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তর (aquifer)-এ পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য উনিশটি পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে। এছাড়া বৃষ্টির পানি ধারণ করে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য এবং ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরে পানি পুনর্ভরণ (Recharge) করার জন্য নয়টি পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে। বৃষ্টির পানি ধারণ করে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য এবং ভূগর্ভস্থ ধারক স্তরে পানি পুনর্ভরণ করার জন্য রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রংপুর জেলার প্রকল্প এলাকায় আরো ছত্রিশটি পুকুর পুনঃখনন করা হবে। পুকুরের পাড় ও রাস্তার ধারসহ অন্যান্য স্থানে দুই লক্ষাধিক গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের এবং রাজশাহী জেলার তানোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল ও গোমস্তাপুর এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন (Ecosystem Based Adaptation) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সিলেট বিভাগীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের এবং বন্যাপ্রবণ সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওর এলাকার পাঁচটি উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হাকালুকি হাওরের চারপাশের জনবসতিতে ১৮টি পুকুর পুনঃখনন এবং হাকালুকি হাওরে বিল ও খালখনন এবং জলাভূমির বন সৃজন ও সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ইউএসএআইডি প্রতিবেশ (USAID Protibesh) কার্যক্রম

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের অর্থে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পরিচালিত ইউএসএআইডি কর্তৃক সুন্দরবন ও সিলেট এলাকার ইসিএসমূহের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বাস্তবায়নাধীন প্রতিবেশ কার্যক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তর অংশীদার হিসেবে কাজ করছে।

জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন ও রামসার কনভেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর সরকার/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে নিয়মিতভাবে জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (UN Convention on Biological Diversity-UNCBD) এবং জলাভূমি সুরক্ষা সংক্রান্ত রামসার কনভেনশন (Ramsar Convention, the Convention on Wetlands of International Importance) সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ কনভেনশন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর South Asia Co-operative Environment Programme (SACEP)-এর অংশীদার হিসাবেও কাজ করে থাকে।

সুনীল অর্থনীতি

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্র দূষণরোধ, সমুদ্র সম্পদ আহরণে সমুদ্র সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা

নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় যেসব কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystems to Implement the Blue Economy Action Plan (সুনীল অর্থনীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীবসম্পদের পরিমাণ নিরূপণ) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব সম্পদের সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে।

জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা (NOSCOP) বাস্তবায়ন

কোনো নৌপথে নৌযান দুর্ঘটনার ফলে সমুদ্র বা উপকূলীয় এলাকায় অথবা অভ্যন্তরীণ নদী, লেক, জলাভূমি ও প্লাবনভূমিতে তেল বা রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে পড়লে তা প্রশমনের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক "জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা (National Oil and Chemical Spill Contingency Plan-NOSCOP) ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় NOSCOP বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৪টি সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে "জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি" রয়েছে। কমিটিতে পরিবেশ অধিদপ্তর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে। ২০২১-২২ সময়ে "জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির" ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের নদ-নদীর পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ

বাংলাদেশের নদী ও প্লাবনভূমি বিভিন্নরকম জলজ প্রাণীর আবাসস্থল। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের অন্যতম প্রধান নিয়ামক শত শত নদী দেশের ভূখণ্ডে শিরা-উপশিরার মতো বয়ে চলেছে। নদী হতে আমরা সেচের পানি, মৎস্য সম্পদ, পানীয়জল, নৌপরিবহন, শিল্পায়ন এবং অন্যান্য সুবিধা পেয়ে থাকি। বর্ষাকালে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং শীতকালে নদীতে পানির প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। নদীতে পানির প্রবাহ নির্ভর করে ঋতু পরিবর্তন, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও উজানের প্রবাহের উপর। কোনো কোনো নদী কখনও একেবারে শুকিয়েও যায়।

পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির মান পরিবীক্ষণ করছে। এছাড়া হোটেল-রেস্তোরাঁর খাবার পানির মান নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১৯ এবং ২০২০ সালে ২৯টি নদীর ৭৮টি স্থানে ও ৩টি লেকের ১৬টি স্থানে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির ও ৫টি জেলার ৬৫টি স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির গুণগত মান নিয়মিতভাবে মনিটরিং করেছে। মনিটরিং প্যারামিটারগুলো হল pH, Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solid (SS), Total Dissolved Solid (TDS), Electrical Conductivity (EC), Chloride, Turbidity এবং Total alkalinity। পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণের তথ্যের উপর ভিত্তি করে ২০১০, ২০১১, ২০১২,২০১৩, ২০১৪, ২০১৫,২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে Water Quality Report প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৯ ও ২০২০ সালের Surface and Ground Water Quality Report প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উল্লিখিত প্যারামিটার অনুসারে প্রাপ্ত মনিটরিং ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বড় বড় নদী যেমন: পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, হালদা, কীর্তনখোলা, তেতুলিয়া, সুরমা, কুশিয়ারা ইত্যাদি নদীর পানির গুণগত মান গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে থাকলেও ঢাকা মহানগরের চারপাশের নদীগুলোর পানির গুণগত মান গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে নেই।

নদীর পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ২০১৯

বুড়িগঙ্গা নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীর পানির pH ছিল ৬.৭১-৮.৩১। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard-EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ DO ছিল ৫ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-1b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৩৪ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ০.৬ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-1c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০১৯ সালে বুড়িগঙ্গা নদীর পানির COD-এর পরিমাণ ২.৪ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ১৬০ মিলিগ্রাম/লিটারছিল (Figure-1d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার)। TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৬৭.৩ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ৭০৭ মিলিগ্রাম/লিটার। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল (Figure-1e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০১৯ সালে বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ১০ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৯৪ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-1h)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের

গ্রহণযোগ্য Chloride মাত্রা ১৫০-৬০০ মিলিগ্রাম/লিটার। Turbidity-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৪.৩৪ এনটিইউ ও সর্বোচ্চ ৮১ এনটিইউ। বুড়িগঙ্গা নদীর পানির Total alkalinity-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১৯ মিলিগ্রাম/লিটার ও সর্বোচ্চ ৩৪০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-1g)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Total alkalinit মাত্রা ১৫০ মিলিগ্রাম/লিটার।

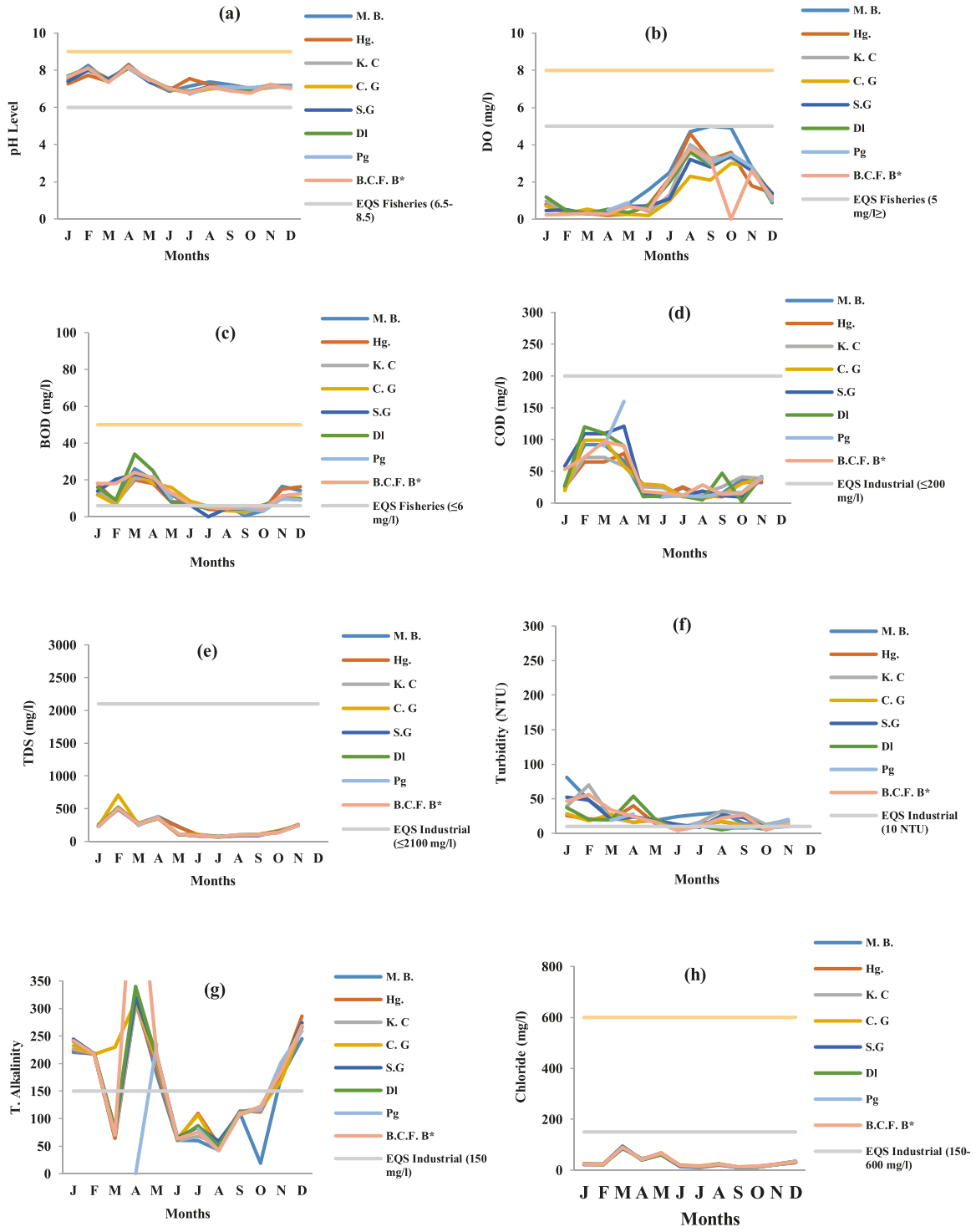

Fig.1. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS, Turbidity, Total alkalinity and Chloride of the Buriganga River in 2019

Note: Mirpur Bridge (MB), Hazaribag (Hg), Kamrangir Char (KC), Chandni Ghat (CG), Sadar Ghat (SG), Dholaikhal (DL), Bangladesh China Friendship Bridge (BCFB) and Pagla (Pa).

শীতলক্ষ্যা নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শীতলক্ষ্যা নদীর পানির pH ৩.৩২-৭.৯২। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ DO ছিল ৪.৭ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-2b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৩০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ০.৪ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-2c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০১৯ সালে শীতলক্ষ্যার পানির COD-এর পরিমাণ ৮ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ১১২ মিলিগ্রাম/লিটার ছিল (Figure-2d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। TDS-এর পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫৬.৭ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ১৯২.৮ মিলিগ্রাম/লিটার ছিল (Figure-2e)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০১৯ সালে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ৫ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ১২১ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-2f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Chloride-এর মাত্রা ১৫০-৬০০ মিলিগ্রাম/লিটার।

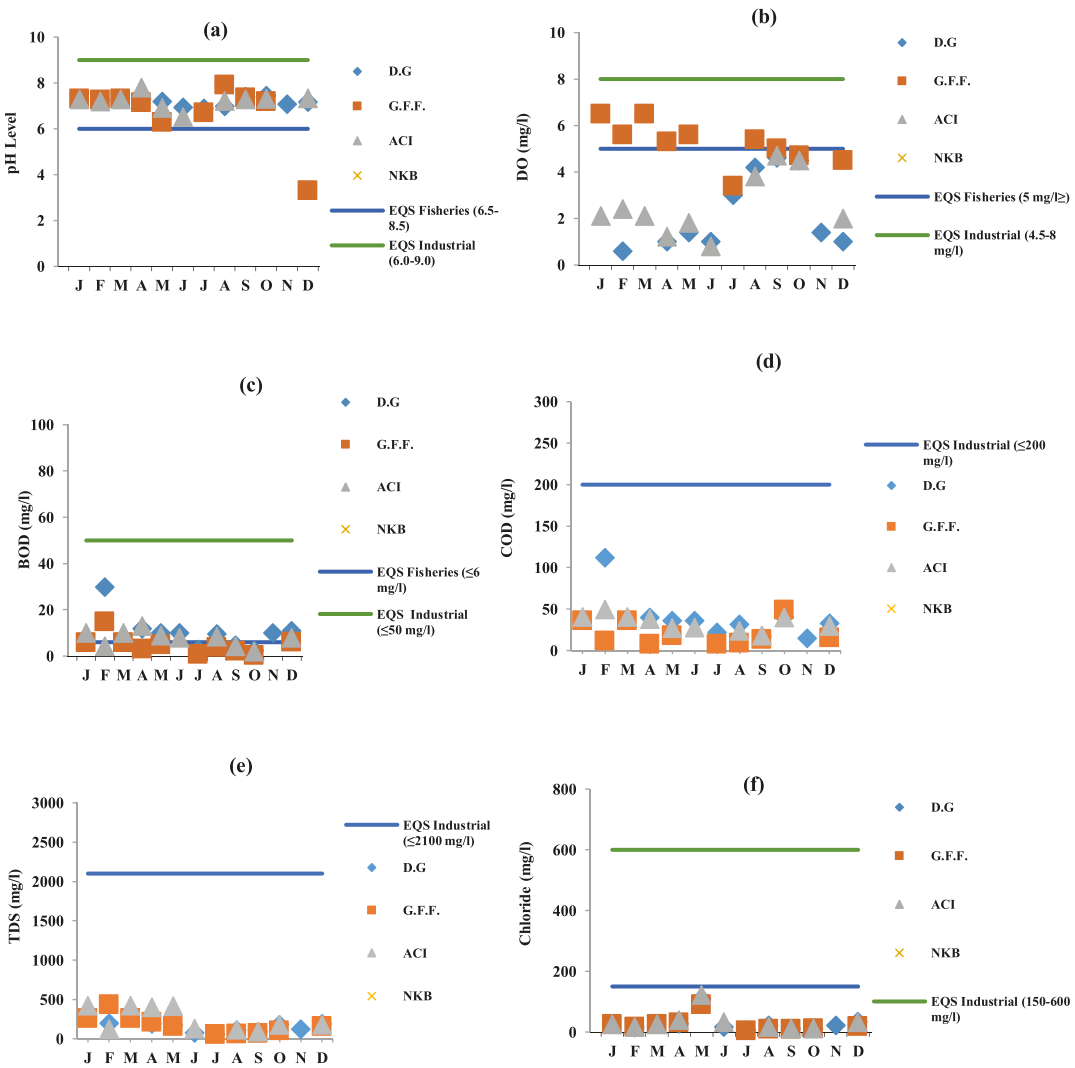

Fig.2. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS and Chloride of Shitalakhya River in 2019

Note: Demra Ghat (DG), Ghorasal Fertilizer Factory (GFF), Near Kanchpur Bridge (NKB) and near ACI Factory

তুরাগ নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তুরাগ নদীর পানির pH ছিল ৬.৭৫-৮.৩৯ (Figure-3a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তুরাগ নদীর পানিতে সর্বোচ্চ DO ৬.২ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-3b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বো"চ ৬২.৪ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ০.৬ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-3c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০১৯ সালে তুরাগ নদীর পানির COD-এর পরিমাণ ৮ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ২৩৮ মিলিগ্রাম/লিটার ছিল (Figure-3d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। TDS-এর পরিমাণ সর্বনিম্ন ছিল ৬১ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ৪৫৭ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-3e)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০১৯ সালে তুরাগ নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ৬ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৯৯ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-3f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Chloride মাত্রা ১৫০-৬০০ মিলিগ্রাম/লিটার। অর্থাৎ সারা বছর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে ছিল।

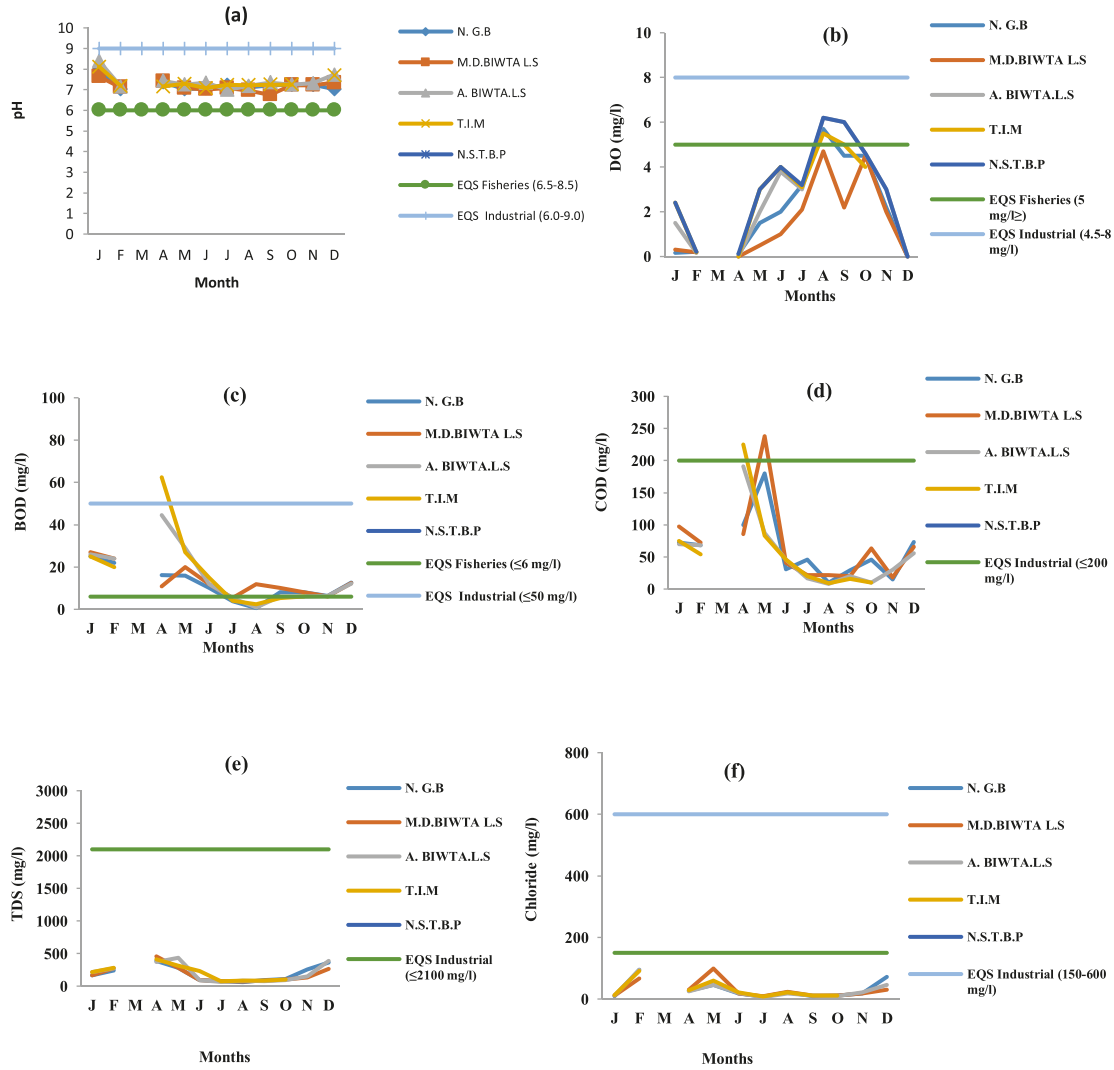

Fig.3. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS and Chloride of Turag River in 2019

New Gabtoli Bridge (NGB), Mirpur Diabari BIWTA Landing Station (MDLS), Ashulia BIWTA Landing Station (ALS), Tongi Istima Mathh (TIM), and North Side of Tongi Bridge (NSTB)

বালু নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বালু নদীর পানির pH ছিল ৬.৭৩-৮.৫ (Figure-4a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বালু নদীর পানিতে সর্বোচ্চ DO ছিল ৫.৩ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-4b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৬০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ৪.২ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-4c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০১৯ বালু নদীর পানির COD-এর পরিমাণ ১৭ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ২২৪ মিলিগ্রাম/লিটার ছিল (Figure-4d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৭৫.১ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ১০৮৯ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-4e)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০১৯ সালে বালু নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ৭ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৩০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-4f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Chloride মাত্রা ১৫০-৬০০ মিলিগ্রাম/লিটার। অর্থাৎ সারা বছর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ মানমাত্রার মধ্যে ছিল।

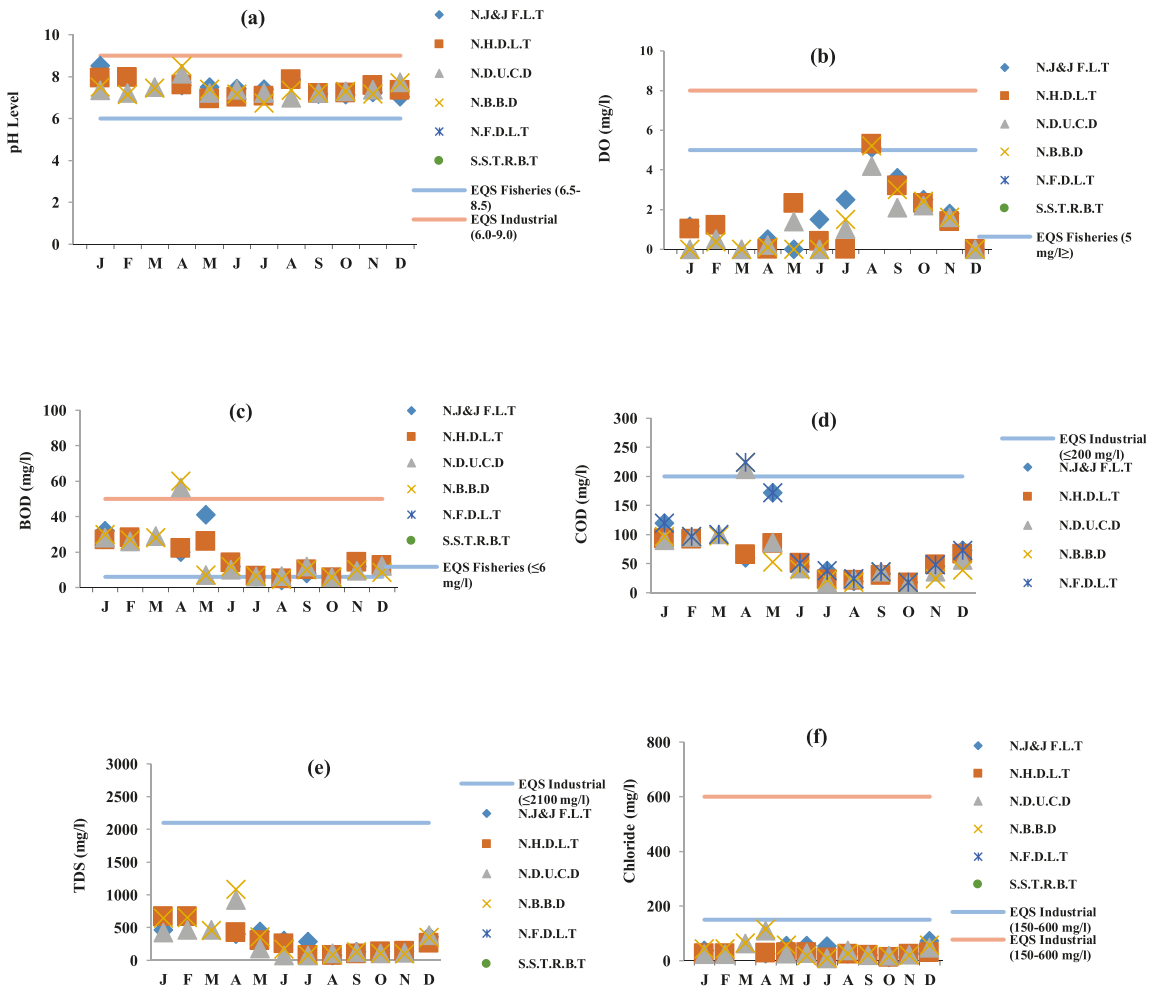

Fig.4. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS and Chloride of Balu River in 2019

Near Jaber & Jubair Fabrics Ltd. Tongi (NJ&JFLT), Near Hossain Dyeing Ltd. Pagar, Tongi (NHDLT), Near Damra University College, Demra, Dhaka (NDUCD), Near Balu Bridge, 300 feet Road, Dhaka (NBBD), Near Fulpukuria Dyeing Ltd. Pagar, Tongi (NFDLT), South Side of Tongi Rail Bridge, Pagar, Tongi (SSTRBT).

কর্ণফুলী নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কর্ণফুলী নদীর পানির pH ছিল ৬.৮-৮.৮ (Figure-5a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কর্ণফুলী নদীর পানিতে সর্বোচ্চ DO ছিল ৮.৭৪ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন DO ছিল ৩.২৭ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-5b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৪০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ৪.৮ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-5c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০১৯ সালে কর্ণফুলী নদীর পানির COD-এর পরিমাণ ছিল ১২ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ১৪৯০ মিলিগ্রাম/লিটার ছিল (Figure-5d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। কর্ণফুলী নদীর পানিতে Salinity-এর পরিমাণ ছিল ০.০৫ পিপিটি থেকে ২০.৩০ পিপিটি (Figure-5f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Salinity মান ৪০০ পিপিটি। TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৪৮.৩০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ১৯৬২০

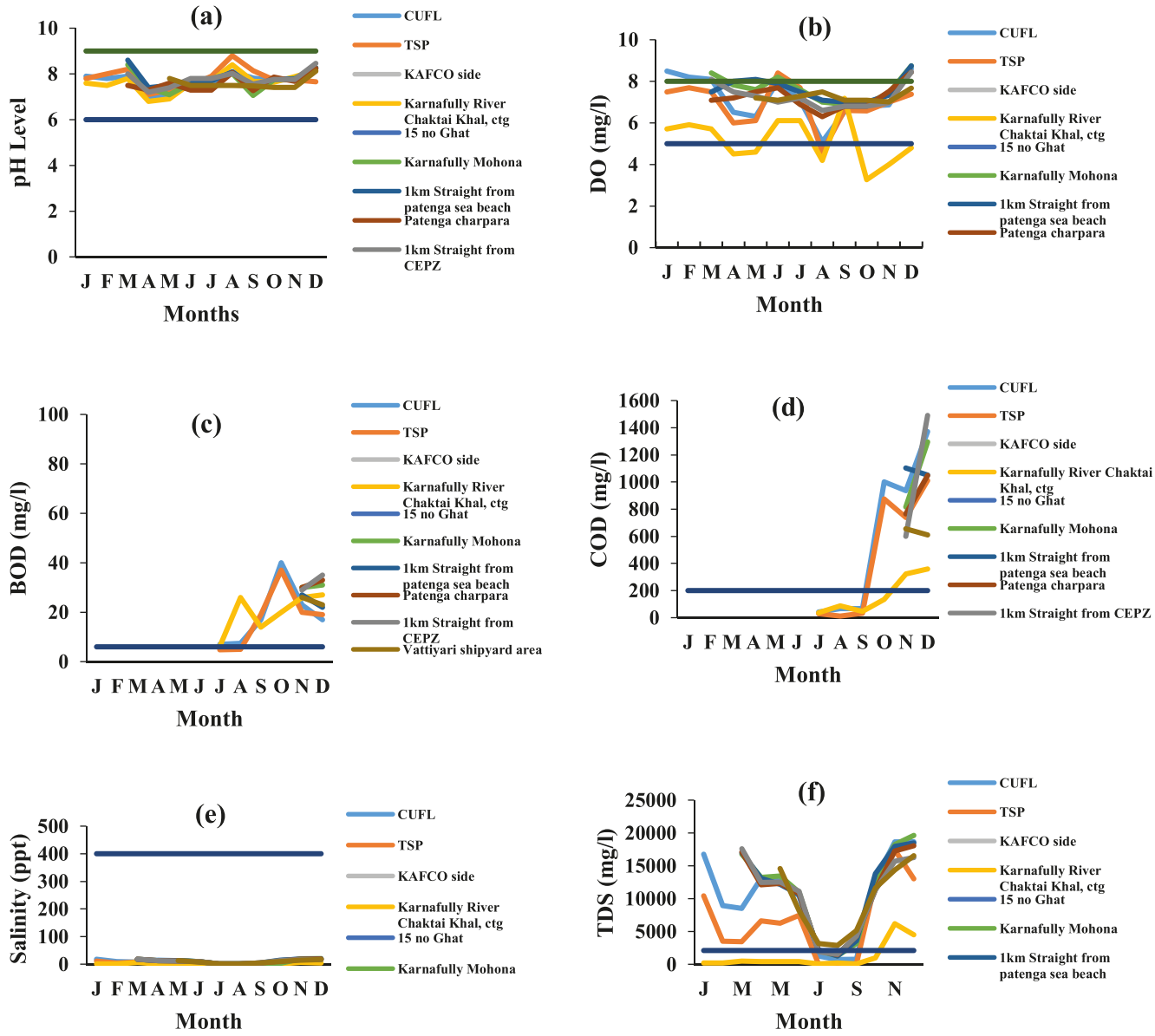

মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-5e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার।

Fig.5. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, Salinity and TDS of Karnaphuli River in 2019

কীর্তনখোলা নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কীর্তনখোলা নদীর পানির pH ছিল ৬.৪-৭.৭৯। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ DO ছিল ৭.৬ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন DO ছিল ৫.২ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-6b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ২.৪ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ১.৫ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-6c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০১৯ সালে কীর্তনখোলা নদীর পানির TDS-এর পরিমাণ ছিল ৮৪ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ২১৮ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-6d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। EC-এর পরিমাণ ছিল ১৬৮ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ৪৩৬ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-6e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মানমাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার। কীর্তনখোলা নদীর পানির TS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১০২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ২৪৩ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-6f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TS মান ২২৫০ মিলিগ্রাম/লিটার।

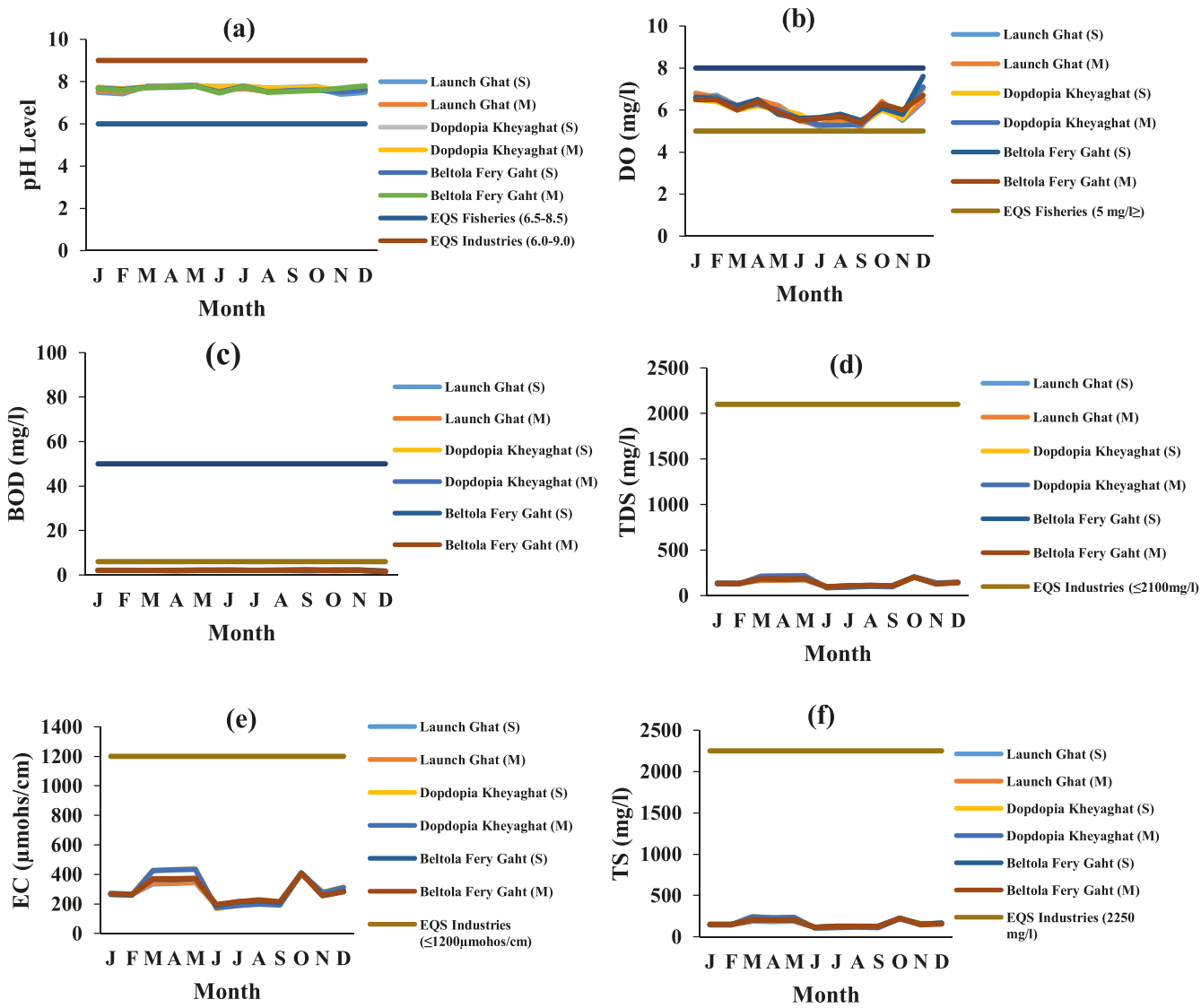

Fig.6. Graphical presentation of pH, DO, BOD, TDS, EC and TS of Kirtonkhola River in 2019

করতোয়া নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত করতোয়া নদীর পানির pH ছিল ৬.৮৭-৭.৬২ (Figure-7a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard-EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। DO-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৭.২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ২.৭ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-7b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৭.০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন BOD ২.১ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-7c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০১৯ সালে করতোয়া নদীর পানির TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১৩০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ৩৭০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-7d)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০১৯ সালে করতোয়া নদীর পানিতে EC-এর পরিমাণ ছিল ২২০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ৭৪০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-7e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মান ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার। করতোয়া নদীর পানিতে Turbidity-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১২.১০ এনটিইউ এবং সর্বোচ্চ ২৩.২০ এনটিইউ (Figure-7f)।

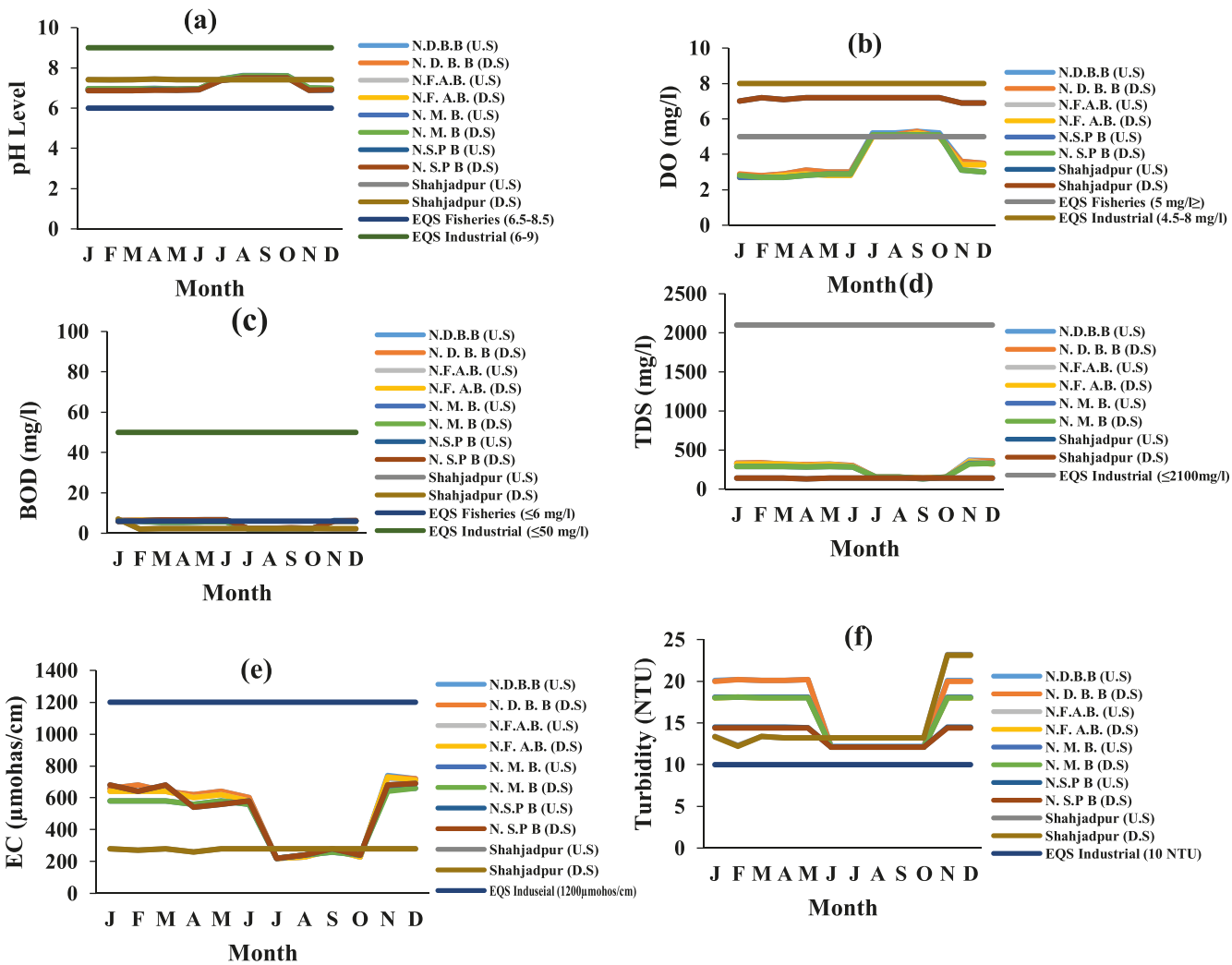

Fig.7. Graphical presentation of pH, DO, BOD, TDS, EC and Turbidity of Korotoa River in 2019

পদ্মা নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পদ্মা নদীর পানির pH ছিল ৭.৫২-৭.৬৬ (Figure-8a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ pH মান ৬.৫-৮.৫। পদ্মা নদীর পানিতে DO-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৭.৫ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৭.০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-8b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ২.১ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-8c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। পদ্মা নদীর পানির TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১৫৬ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ১২০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-4e)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০১৯ সালে পদ্মা নদীর পানিতে EC-এর পরিমাণ ছিল ২৪০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ৩২০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-8f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার। পদ্মা নদীর পানির Turbidity-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১২ এনটিইউ ও সর্বোচ্চ ১৪.২ এনটিইউ (Figure-8e)।

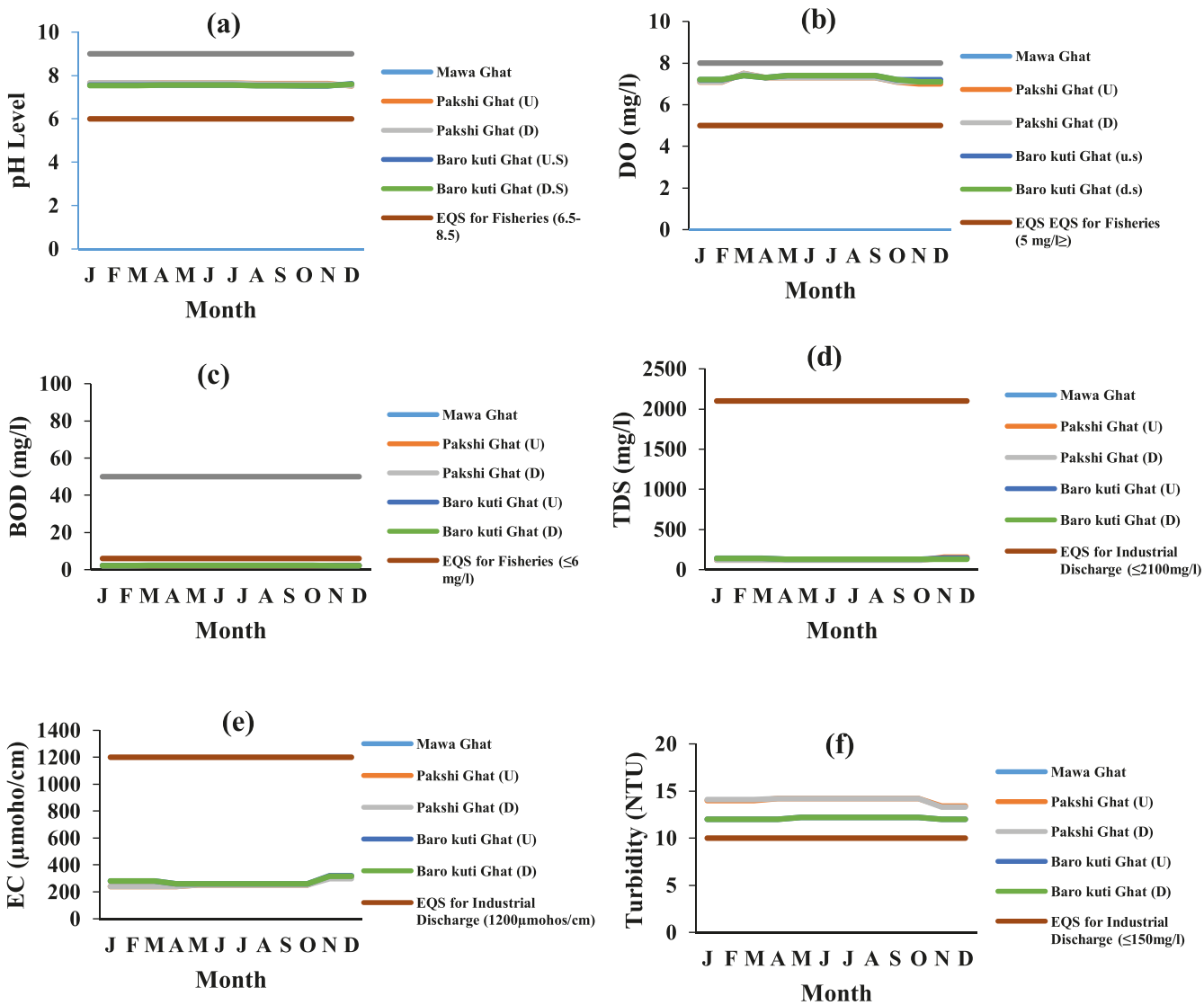

Fig.8. Graphical presentation of pH, DO, BOD, TDS, EC and Turbidity of Padma River in 2019

সুরমা নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সুরমা নদীর পানির pH ছিল ৬.৮-৮.৯ (Figure-9a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। সুরমা নদীর পানিতে DO-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৮.৫ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৪.৫ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-9b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৬.২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ১.৯ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-9c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। সুরমা নদীর পানির COD-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ২১.০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৯.০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-9e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০১৯ সালে সুরমা নদীর পানির TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৩৯ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ১৫৩ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-9d)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। সুরমা নদীর পানিতে EC-এর পরিমাণ ছিল ৮৩ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ৩২১ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-9f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার।

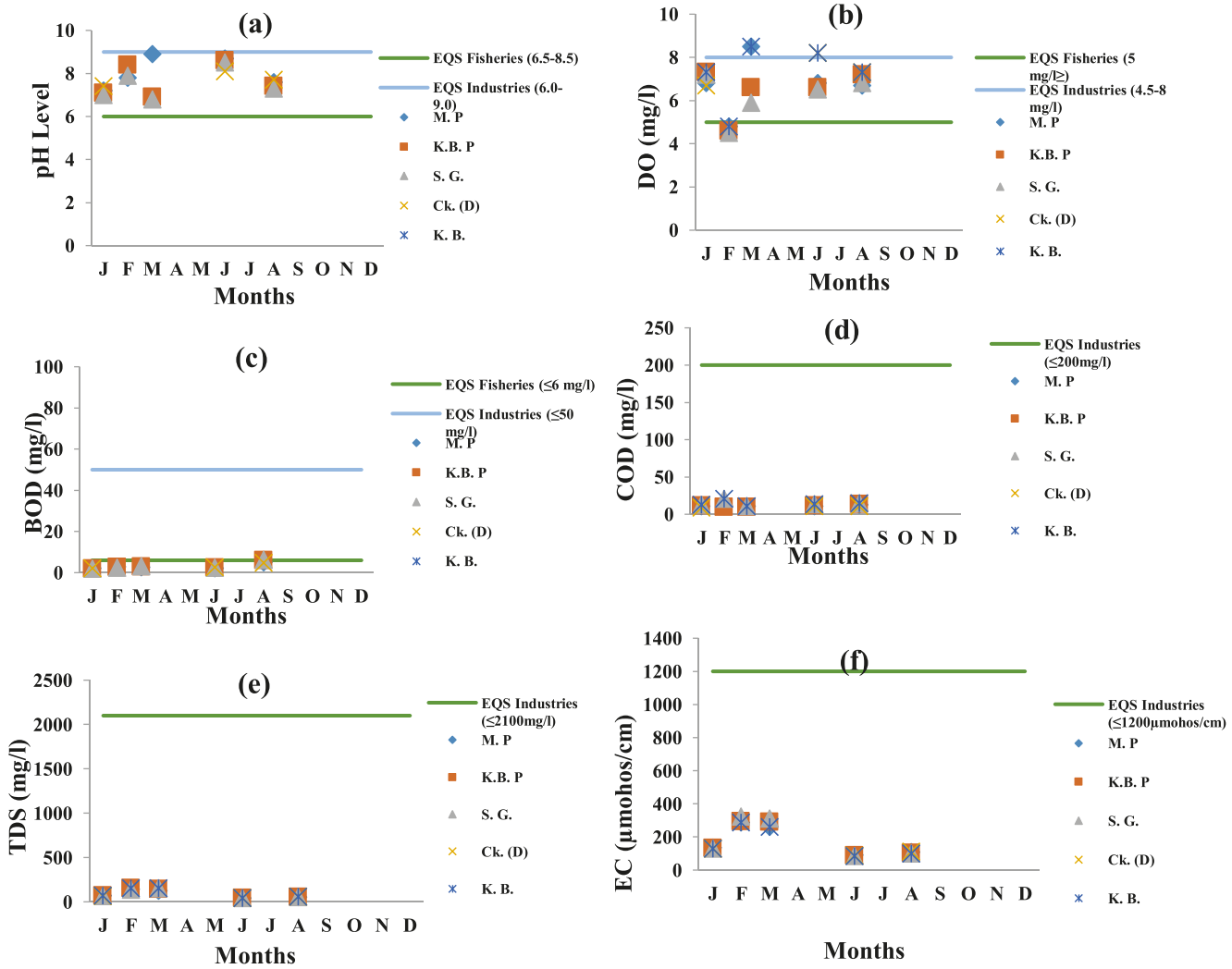

Fig.9. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS and EC of Surma River in 2019

Note: Near Mendibag Point, Kin Bridge Point, Sheaik Ghat, Chhatak, Kazir Bazar.

মাথাভাঙ্গা নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মাথাভাঙ্গা নদীর পানির pH ছিল ৫.৫৭-৮.২৮ (Figure-10a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। মাথাভাঙ্গা নদীর পানিতে DO-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৭.২১ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ২.০১ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-10b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ০.৯ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ০.৫ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-10c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। মাথাভাঙ্গা নদীর পানির TDS-এর পরিমাণ সর্বনিম্ন ৮৬ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ৩৮০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-10d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০১৯ সালে মাথাভাঙ্গা নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ২৬ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৩৪ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-10e)। নদীর পানিতে EC-এর পরিমাণ ছিল ৩১.৫ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ৪৭.২ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-10f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার।

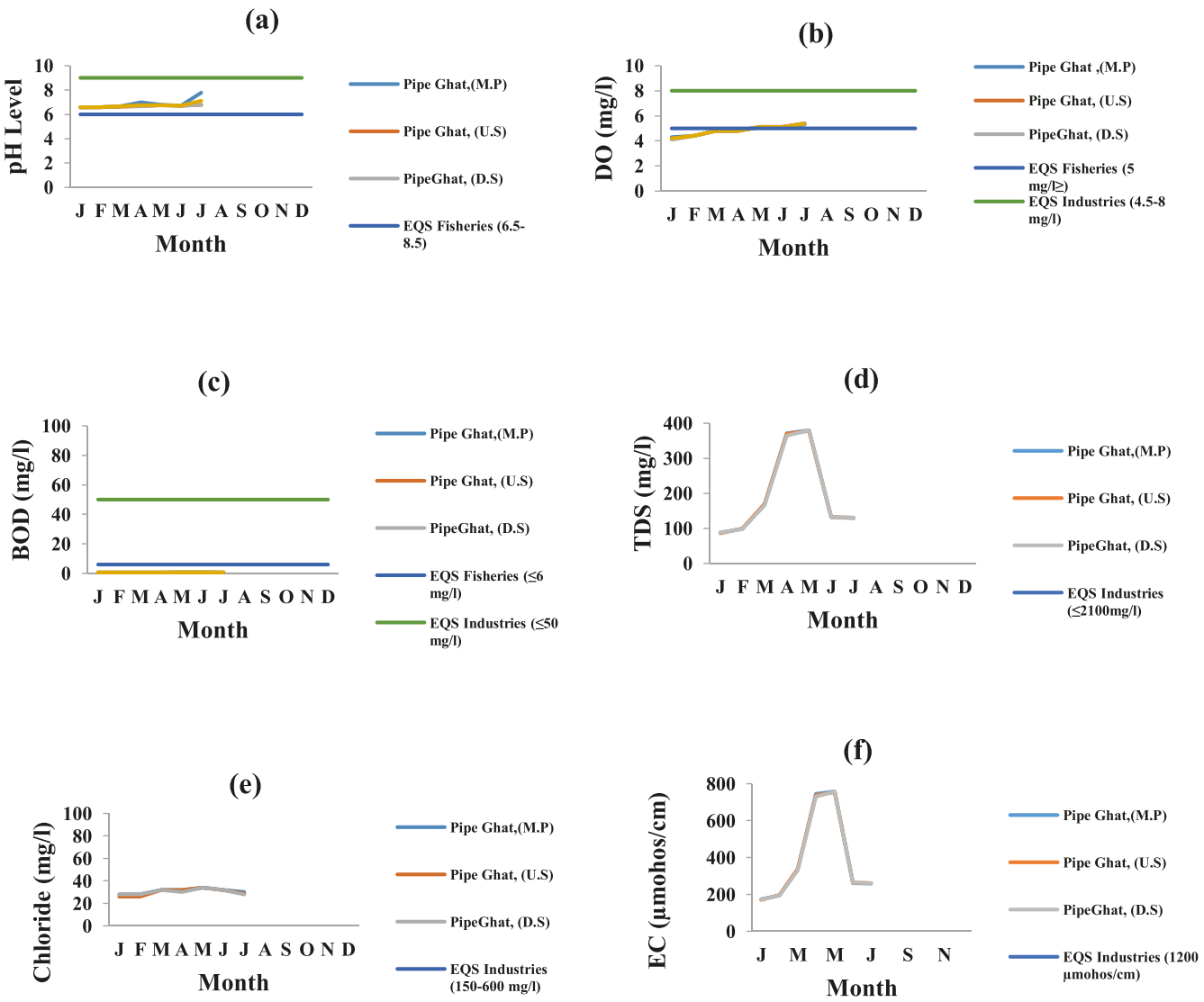

Fig.10. Graphical presentation of pH, DO, BOD, TDS, Chloried and EC of Mathavanga River in 2019

Note: Near Pipe Ghat (MP), Pipe Ghat (US), Pipe Ghat (DS)

ময়ূরী নদী

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ময়ূরী নদীর পানির pH ছিল ৭.৫৬-৭.৭৪ (Figure-11a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। ময়ূরী নদীর পানিতে DO-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৪.৪৭ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ০.৩ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-11b)। ২০১৯ সালে ময়ূরী নদীর পানির TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৩৭২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ১৪১২ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-11c)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ১১৪ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৮০২ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-11d)। ময়ূরী নদীর পানিতে Turbidity-এর পরিমাণ ছিল ৩৩.২ এন.টি.ইউ থেকে ৪৮.৪ এন.টি.ইউ (Figure-11e)। ময়ূরী নদীর পানিতে EC-এর পরিমাণ ছিল ৭৪৪ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ২৮২৪ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-11f)|

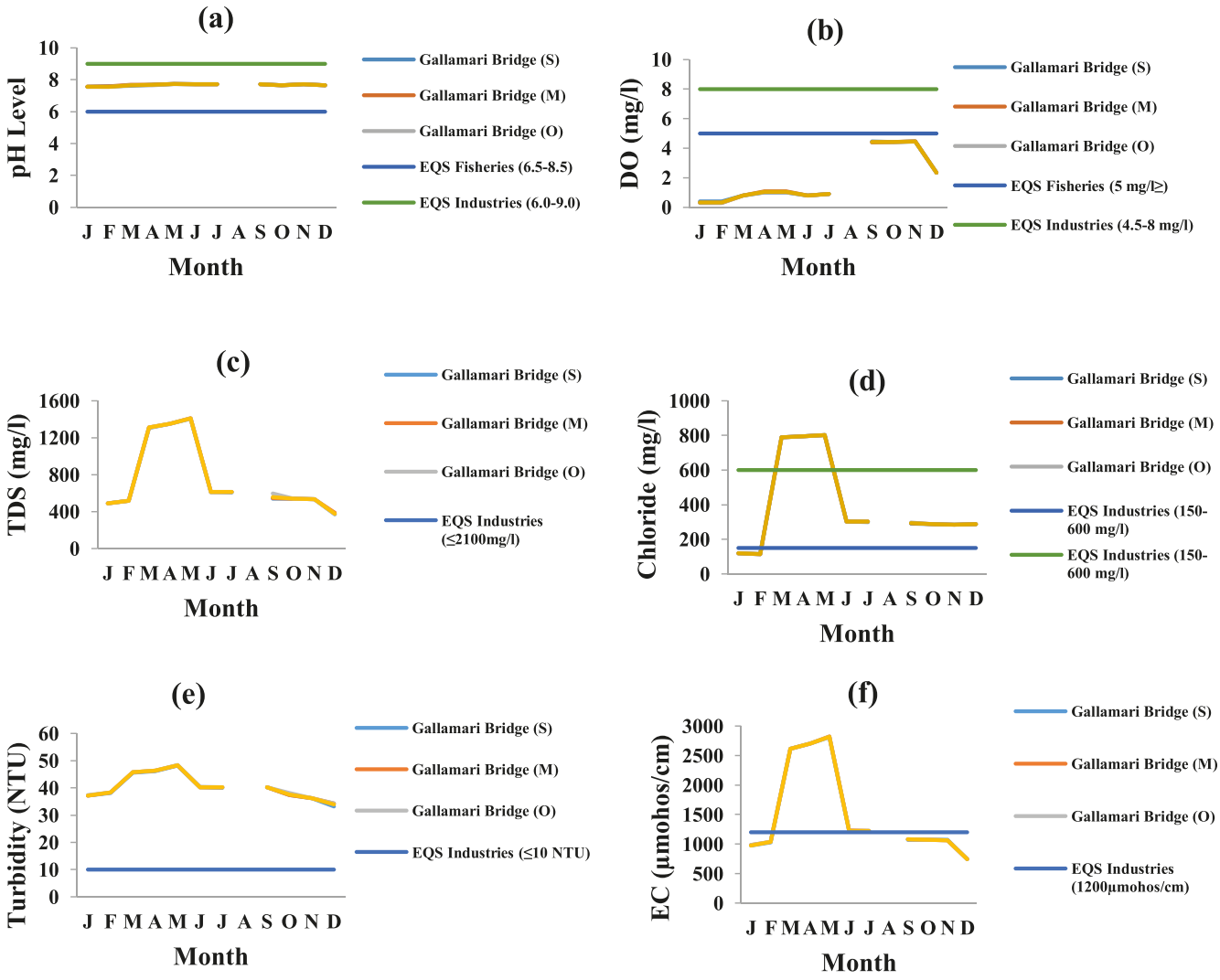

Fig.11. Graphical presentation of pH, DO, TDS, Chloride, Turbidity and EC of Moyuri Riverin 2019

Note: Near Gallamari Bridge (S), Gallamari Bridge (M), and Gallamari Bridge (O).

নদীর পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ২০২০

বুড়িগঙ্গা নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীর পানির pH ছিল ৬.৫-৭.৭৯ (Figure-1a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard-EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ DO ছিল ৫.৭৯ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-1b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৫৬ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ৩ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-1c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০২০ সালে বুড়িগঙ্গা নদীর পানির COD-এর পরিমাণ ৬ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ২০৭ মিলিগ্রাম/লিটার ছিল (Figure-1d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৫৯৭ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৬১.৬ মিলিগ্রাম/লিটার। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল (Figure-1e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। Turbidity-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৬.৮৩ এনটিইউ ও সর্বোচ্চ ২৮৫ এনটিইউ (Figure-1f)। ২০২০ সালে বুড়িগঙ্গা নদীতে Total alkalinity-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৩৭ মিলিগ্রাম/লিটার ও সর্বোচ্চ ৩২৪ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-1g)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Total alkalinity মান ১৫০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০২০ সালে বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ৫.৫ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৪০.৫ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-1h)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Chloride মাত্রা ১৫০-৬০০ মিলিগ্রাম/লিটার।

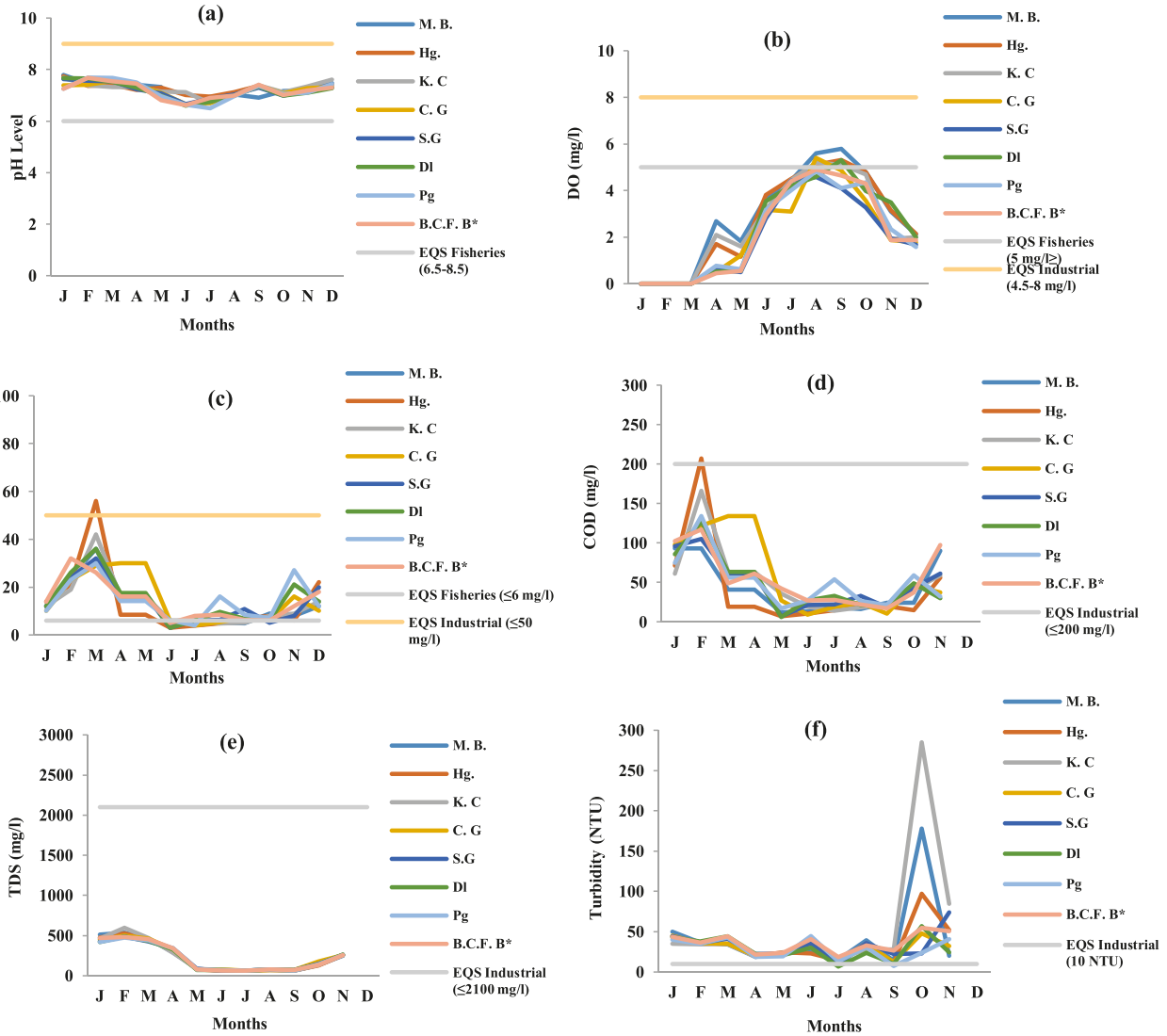

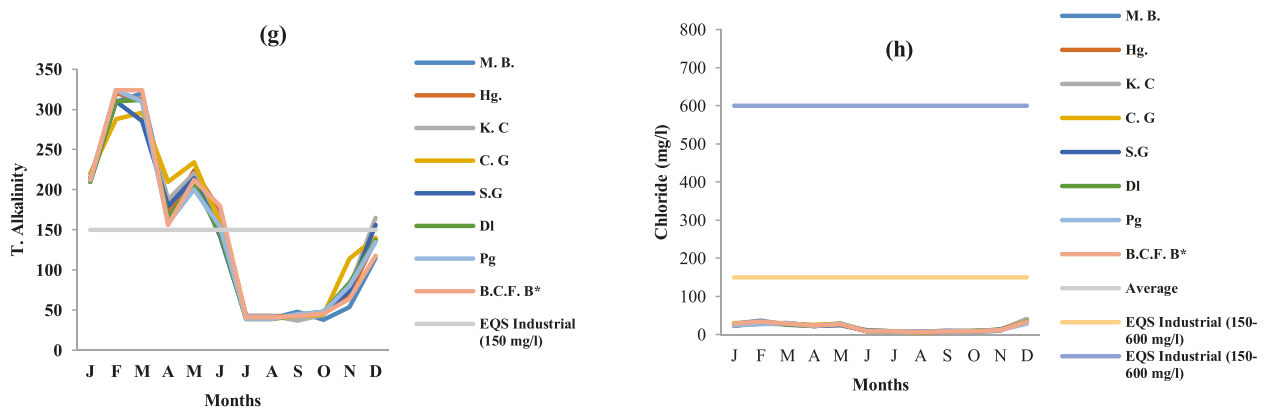

Fig.1. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS, Turbidity, T. alkalinity and Chloride of Buriganga River in 2020

Note: Mirpur Bridge (MB), Hazaribag (Hg), Kamrangir Char (KC), Chandni Ghat (CG), Sadar Ghat (SG), Dholaikhal (DL), Bangladesh China Friendship Bridge (BCFB) and Pagla (Pa)

শীতলক্ষ্যা নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শীতলক্ষ্যা নদীর পানির pH ছিল ৬.৮৮-৭.৮২ (Figure-2a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard-EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ DO ছিল ৪.৮ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-2b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৪৯ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ৬ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-2c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০২০ সালে শীতলক্ষ্যা নদীর পানির COD-এর পরিমাণ ১০ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ১৪৬ মিলিগ্রাম/লিটার ছিল (Figure-2d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৪৫২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৮৮ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-2e)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০২০ সালে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ১২.৫ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৭৭.৭ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-2f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Chloride মাত্রা ১৫০-৬০০ মিলিগ্রাম/লিটার।

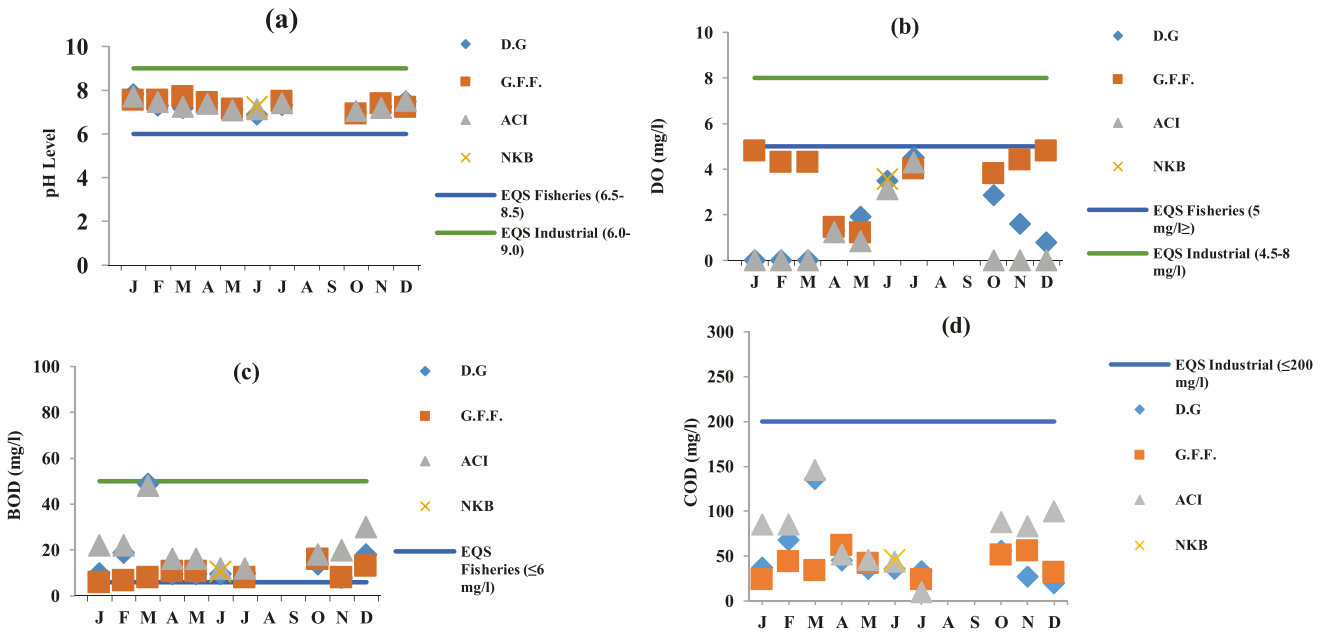

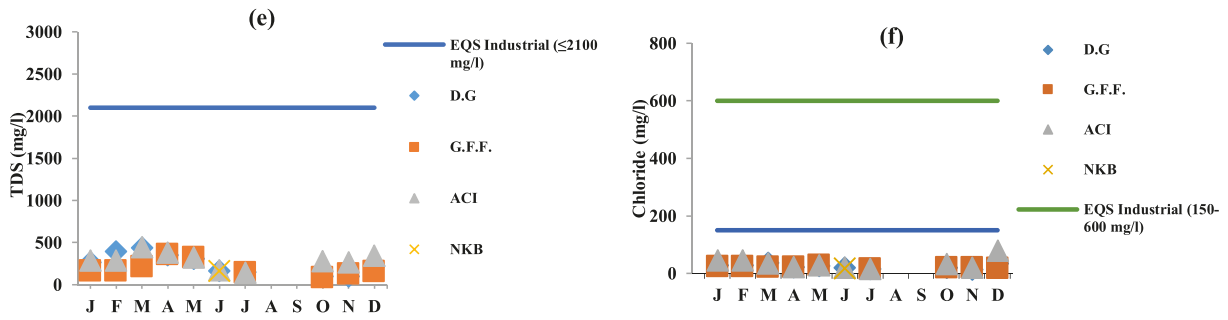

Fig.2. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS and Chloride of Shitalakhya River in 2020

Note: Demra Ghat (DG), Ghorasal Fertilizer Factory (GFF), Near Kanchpur Bridge (NKB) and near ACI Factory

তুরাগ নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তুরাগ নদীর পানির pH ছিল ৬.৮৮-৭.৭৯ (Figure-3a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ DO ছিল ৫.৫৬ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-3b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৬২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ৪.৪ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-3c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০২০ সালে তুরাগ নদীর পানির COD-এর পরিমাণ ১৩ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ২৬৩ মিলিগ্রাম/লিটার ছিল (Figure-3d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৭০৮ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৫৮.৫ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-3e)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০২০ সালে তুরাগ নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ৫.০ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৫৫ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-3f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Chloride মাত্রা ১৫০-৬০০ মিলিগ্রাম/লিটার।

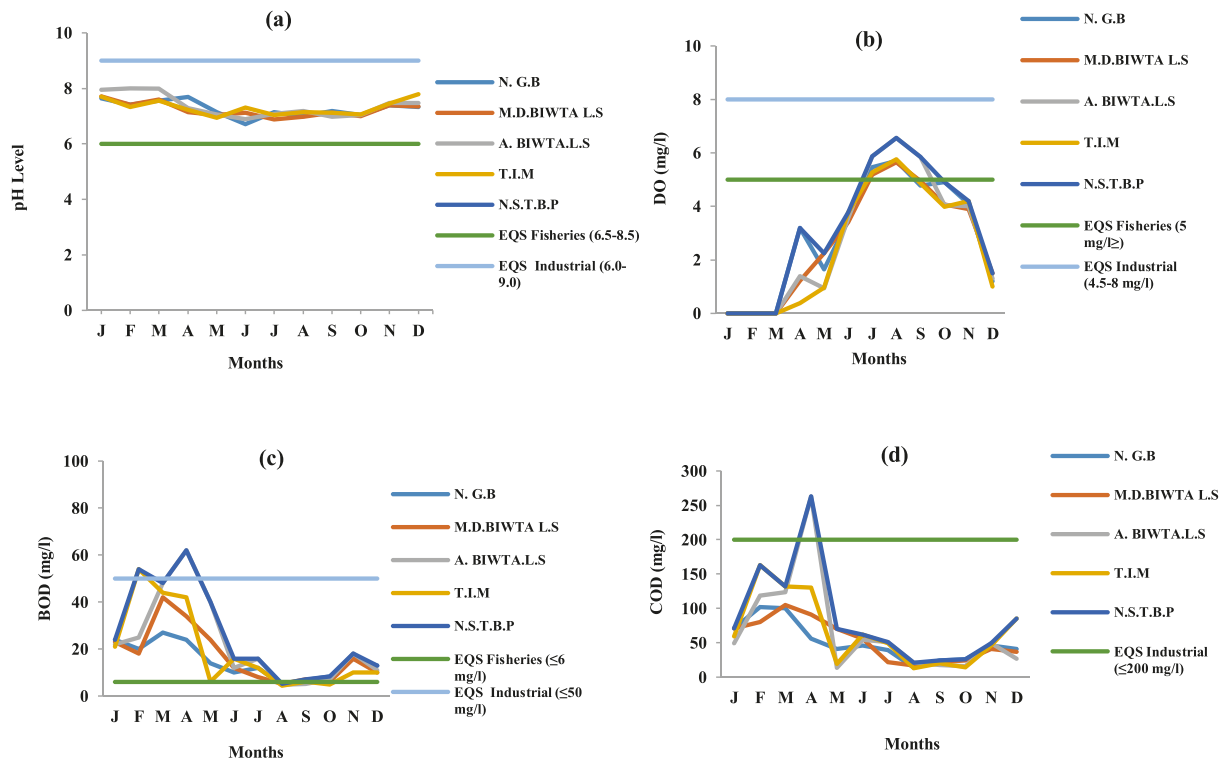

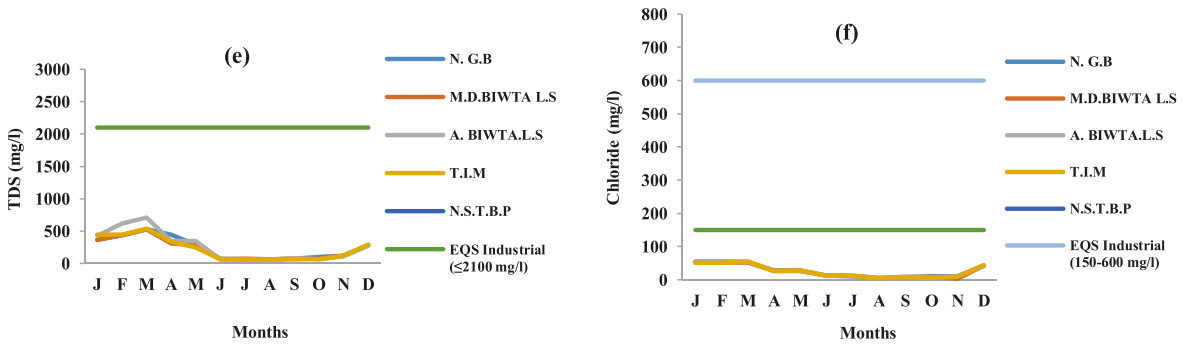

Fig.3. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS and Chloride of Turag River in 2020

Note: New Gabtoli Bridge (NGB), Mirpur Diabary BIWTA Landing Station (MDLS), Ashulia BIWTA Landing Station (ALS), Tongi Istima Mat and (TIM), North Side of Tongi Bridge (NSTB)

বালু নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বালু নদীর পানির pH ছিল ৬.৯৬-৮.৬১ (Figure-4a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ DO ছিল ৬.৩২ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-4b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৭৬ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ২.০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-4c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০২০ সালে বালু নদীর পানির COD-এর পরিমাণ ১৪ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৩৫৬ মিলিগ্রাম/লিটার ছিল (Figure-4d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৭৬৭ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৫৫.৯ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-4e)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০২০ সালে বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ৫.০ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৮৩.৮ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-4f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Chloride মাত্রা ১৫০-৬০০ মিলিগ্রাম/লিটার।

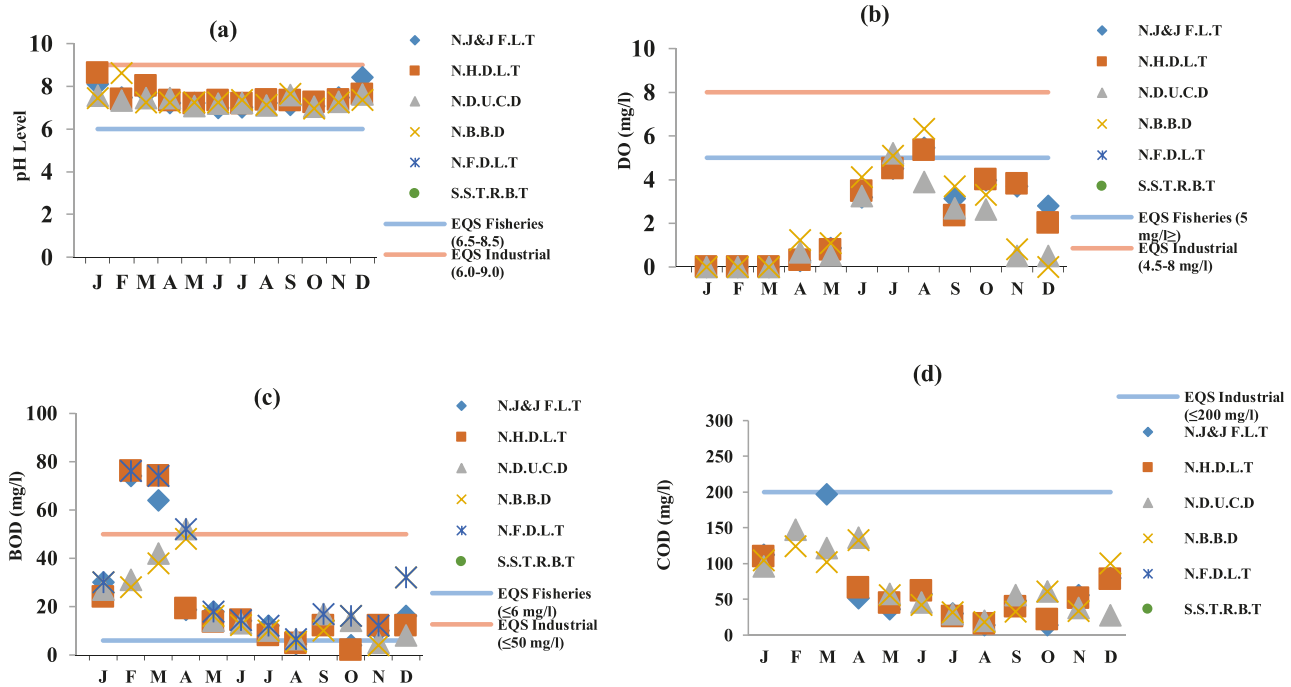

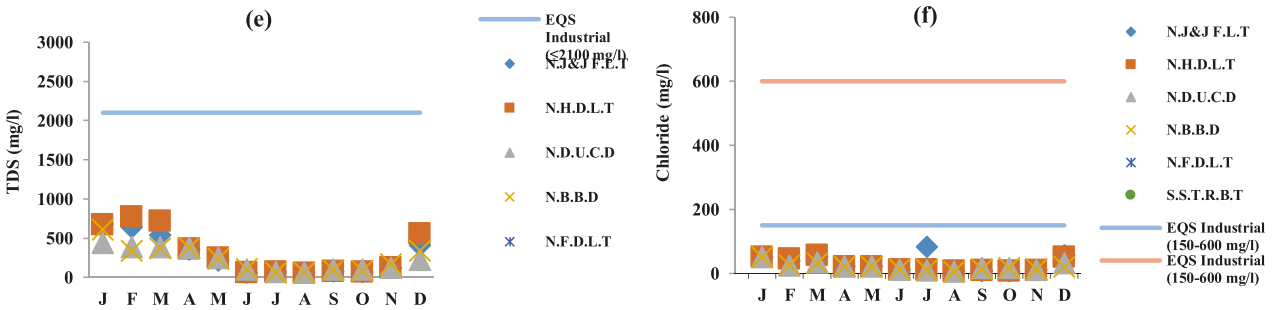

Fig.4. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, TDS and Chloride of Balu River in 2020

Note: Near Jaber & Jubair Fabrics Ltd. Tongi (NJ&JFLT), Near Hossain Dyeing Ltd. Pagar, Tongi (NHDLT), Near Damra University College, Demra, Dhaka (NDUCD), Near Balu Bridge, 300 feet Road, Dhaka (NBBD), Near Fulpukuria Dyeing Ltd. Pagar, Tongi (NFDLT), South Side of Tongi Rail Bridge, Pagar, Tongi (SSTRBT)

কর্ণফুলী নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কর্ণফুলী নদীর পানির pH ছিল ৬.৭৩-৮.৫০ (Figure-5a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ DO ছিল ৮.৪৮ মিলিগ্রাম/লিটার সর্বনিম্ন ০.৭৮ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-5b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৪৯ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ৪.০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-5c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০২০ সালে কর্ণফুলী নদীর পানির COD-এর পরিমাণ ৮৯ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ১৪০৫ মিলিগ্রাম/লিটার ছিল (Figure-5d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০২০ সালে কর্ণফুলী নদীর পানিতে Salinity-এর পরিমাণ ছিল ০.২৮ পিপিটি থেকে ২৬.৮১ পিপিটি (Figure-5e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য Salinity মাত্রা ৪০০ পিপিটি। কর্ণফুলী নদীর পানিতে TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ২৭৫ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ১৯৬৬০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-5f)। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার।

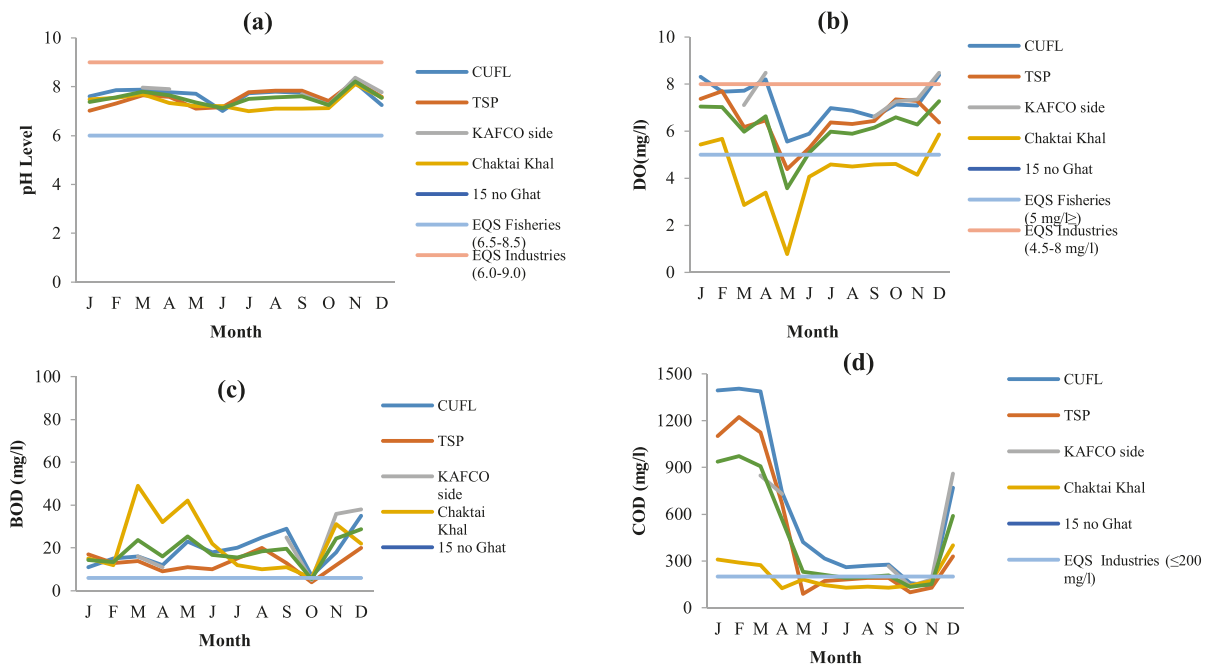

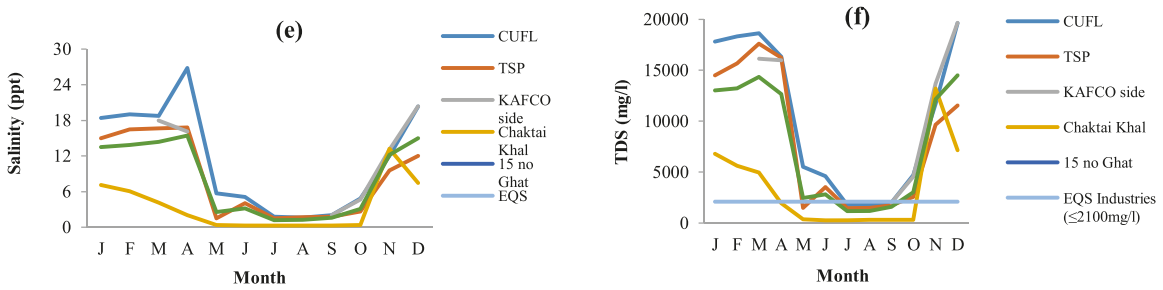

Fig.5. Graphical presentation of pH, DO, BOD, COD, Salinityand TDS of Karnaphuli River in 2020

Note: Near CUFL Side Anowara, TSP Side Patenga, KAFCO side, Chaktai Khal, 15 no Ghat.

কীর্তনখোলা নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কীর্তনখোলা নদীর পানির pH ছিল ৬.৩-৮.০ (Figure-6a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ DO ছিল ৮.৫ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৫.০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-6b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৩৬ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ৩.৬ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-6c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। কীর্তনখোলা নদীর TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৮৪ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ৬১.৬ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-6d)| বর্ষা মৌসুমের তুলনায় শুষ্ক মৌসুমে TDS-এর পরিমাণ বেশি থাকলেও সারা বছর তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল (Figure-1e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। কীর্তনখোলা নদীর পানিতে EC-এর পরিমাণ ছিল ৫.১ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-6e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার। নদীর পানিতে SS-এর পরিমাণ ছিল ১২ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৮০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-6f)।

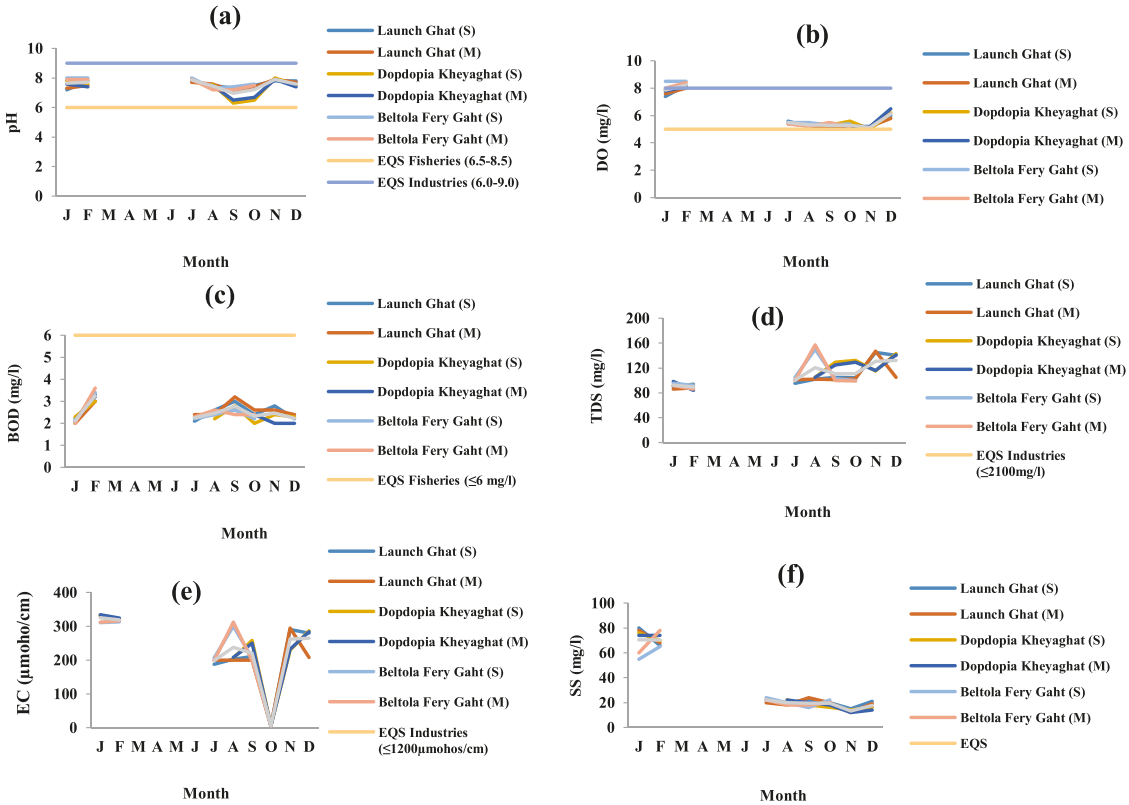

Fig.6. Graphical presentation of pH, DO, BOD, TDS, EC and SSof Kirtonkhola River in 2020

Note: Near Launch Ghat (S), Launch Ghat (M), Dopdopia Kheyaghat (S), Dopdopia Kheyaghat (M), Beltola Fery Gaht (S), Beltola Fery Gaht (M)

করতোয়া নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত করতোয়া নদীর পানির pH ছিল ৭.৪৪-৭.৬৬ (Figure-7a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ DO ছিল ৭.৮২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ০.৭৮ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-7b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৬.৩ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ২.০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-7c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। ২০২০ সালে করতোয়া নদীর পানিতে TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১১০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ৩৬০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-7d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০২০ সালে করতোয়া নদীর পানিতে EC-এর পরিমাণ ছিল ২২০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ৭২০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-7e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার। নদীর পানিতে Turbidity-এর পরিমাণ ছিল ১২ এনটিইউ থেকে ২৩.২ এনটিইউ (Figure-7f)।

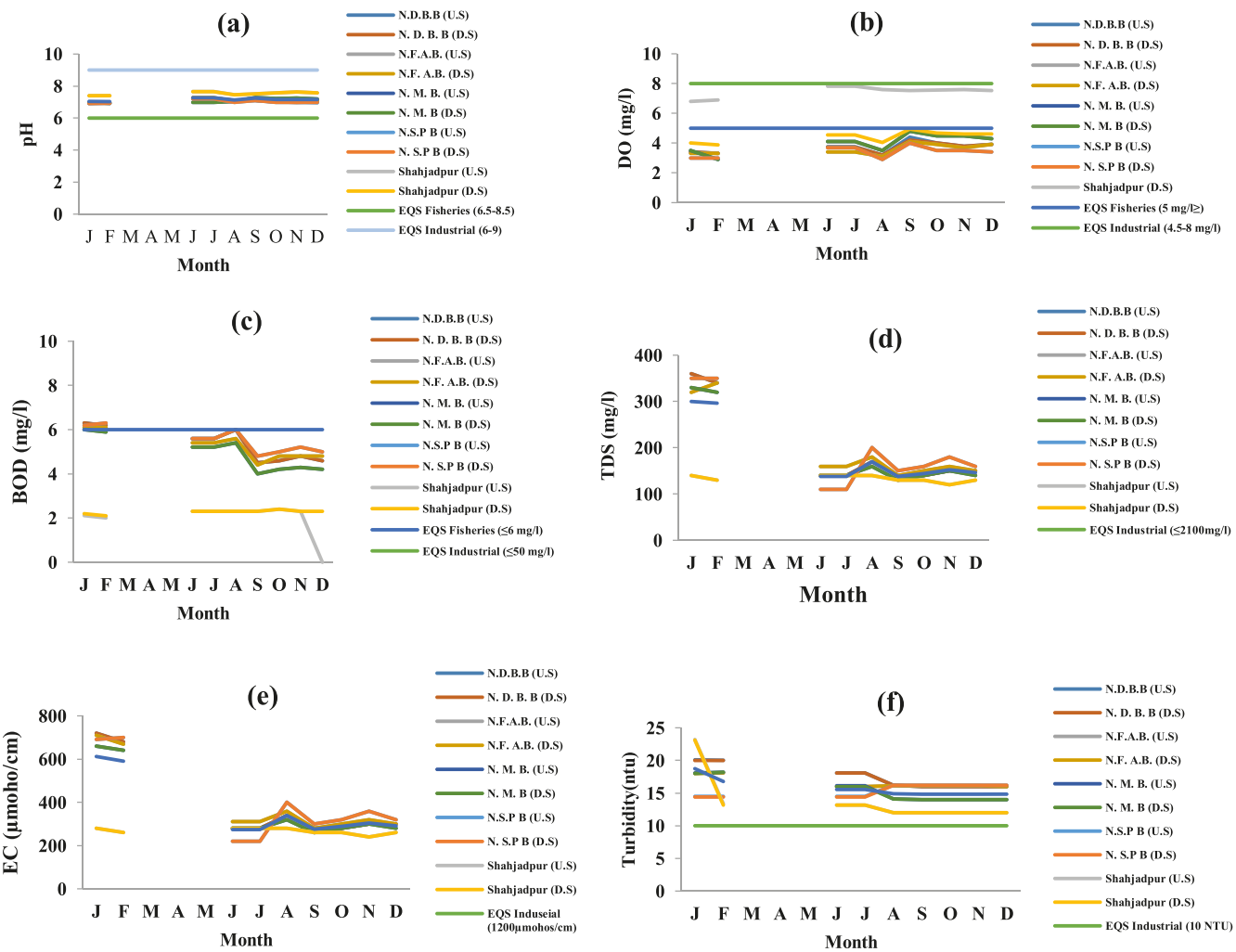

Fig.7. Graphical presentation of pH, DO, BOD, TDS, EC and Turbidity of River Korotoa in 2020

Note: Near Dutta Bari Bridge-Bogra (Up stream), Near Dutta Bari Bridge-Bogra (Down stream), Near Foteh Ali Bridge-Bogra (Up stream), Near Foteh Ali Bridge- Bogra (Down stream), Near Matidali Bridge-Bogra (Up stream), Near Matidali Bridge-Bogra (Down stream), Near S.P Bridge-Bogra (Up stream), Near S.P Bridge- Bogra (Down stream), Shahjadpur-Sirajgonj (Up stream), Shahjadpur-Sirajgonj (Down stream)

পদ্মা নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পদ্মা নদীর পানির pH ছিল ৭.৫১-৭.৯৬ (Figure-8a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পদ্মা নদীর পানিতে সর্বোচ্চ DO ছিল ৮.১ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৭.০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-8b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ২.৪ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ২.১ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-8c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। পদ্মা নদীর পানিতে TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১১০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ১৬০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-8d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০২০ সালে পদ্মা নদীর পানিতে EC-এর মান ছিল ১৩০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ৩২০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-8e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার। নদীর পানিতে Turbidity-এর পরিমাণ ছিল ১২ এনটিইউ থেকে ১৪.২ এনটিইউ (Figure-8f)।

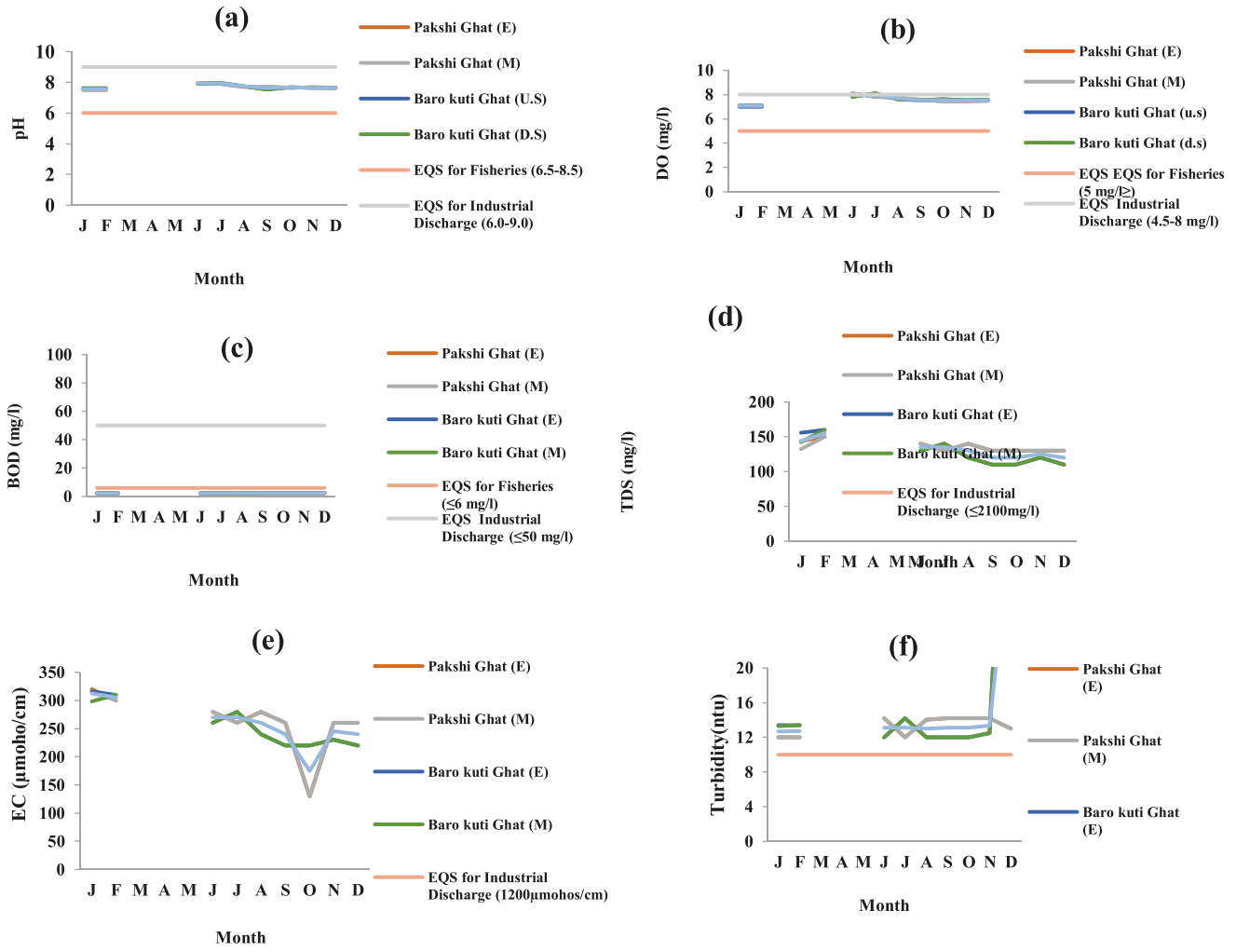

Fig.8. Graphical presentation of pH, DO, BOD, TDS, EC and Turbidity of Padma River in 2020

Note: Near Pakshi Ghat (E), Pakshi Ghat (M), Baro kuti Ghat (US), Baro kuti Ghat (DS)

সুরমা নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সুরমা নদীর পানির pH ছিল ৫.৮-৯.৫ (Figure-9a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুরমা নদীর পানিতে সর্বোচ্চ DO ছিল ৮.৯৪ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৬.০৩ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-9b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ৪.০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ১.৪ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-9c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। সুরমা নদীর পানিতে TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৩৩.২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ২৬৭ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-9d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। সুরমা নদীর পানিতে COD-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ১৮.০ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৫.০ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-9e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য COD মান সর্বোচ্চ ২০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০২০ সালে সুরমা নদীর পানিতে EC-এর পরিমাণ ছিল ৭০.৩ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ৫৮৪ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-9f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার।

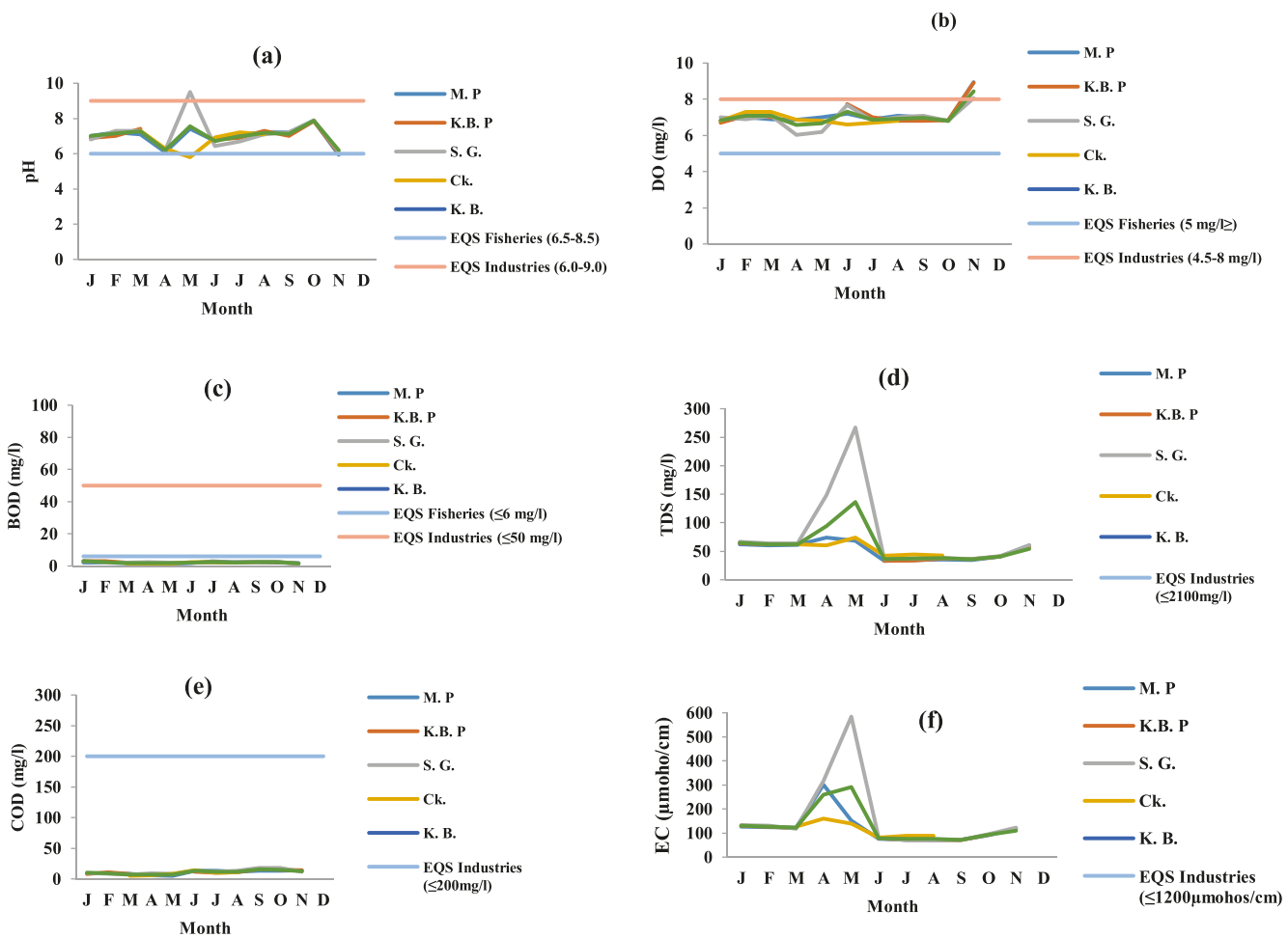

Fig.9. Graphical presentation of pH, DO, BOD, TDS, COD and EC of Surma River in 2020

Note: Near Mendibag Point, Kin Bridge Point, Sheaik Ghat, Chhatak, Kazir Bazar.

মাথাভাঙ্গা নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মাথাভাঙ্গা নদীর পানির pH ছিল ৭.৯২-৮.২৩ (Figure-10a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard-EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। DO ছিল সর্বোচ্চ ৯.৯৫ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ৪.৮ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-10b)। অন্যদিকে, BOD-এর পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে বেশি ছিল যা সর্বোচ্চ ০.৯ মিলিগ্রাম/লিটার এবং বর্ষা মৌসুমে BOD-এর পরিমাণ কমে যায় যা সর্বনিম্ন ০.৭ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-10c)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য BOD মান ৬ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার নিম্নে। মাথাভাঙ্গা নদীর পানির সর্বনিম্ন TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৫৮ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ১৫৩ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-10d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। মাথাভাঙ্গা নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ২০ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৭৬ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-10e)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ Chloride মাত্রা ১৫০-৬০০ মিলিগ্রাম/লিটার। মাথাভাঙ্গা নদীর পানিতে EC-এর পরিমাণ ছিল ১২২ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ৩০৫ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার। (Figure-10f)।

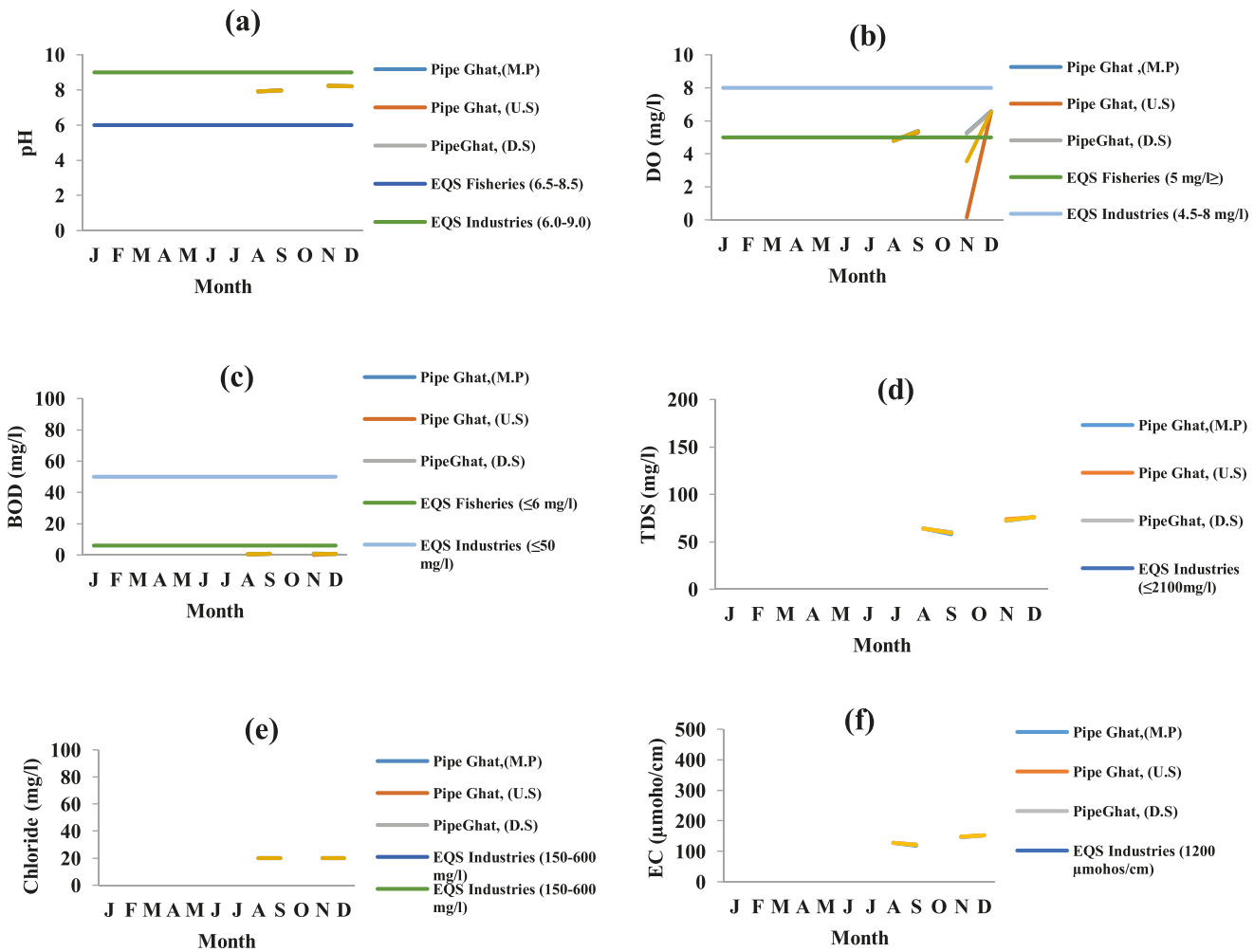

Fig.10. Graphical presentation of pH, DO, BOD, TDS, Chloried and EC of Mathavanga River in 2020

Note: Near Pipe Ghat (MP), Pipe Ghat (US), Pipe Ghat (DS)

ময়ূরী নদী

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ময়ূরী নদীর পানির pH ছিল ৭.২৮-৮.০ (Figure-11a)। মৎস্য চাষে ব্যবহারে পানির গ্রহণযোগ্য pH মান ৬.৫-৮.৫। শুষ্ক মৌসুমে DO-এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা (Environmental Quality Standard- EQS) অপেক্ষা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে DO-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। DO-এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ২.৮ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বনিম্ন ০.২৬ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-11b)। সুরমা নদীর পানিতে TDS-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৩১২ মিলিগ্রাম/লিটার এবং সর্বোচ্চ ৬৬৬ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-11c) শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য TDS মাত্রা ২১০০ মিলিগ্রাম/লিটার। ২০২০ সালে নদীর পানিতে Chloride-এর পরিমাণ ছিল ৮২ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ৩২৮ মিলিগ্রাম/লিটার (Figure-11d)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ Chloride মাত্রা ১৫০-৬০০ মিলিগ্রাম/লিটার। Turbidity-এর পরিমাণ ছিল ৩০.৩ এনটিইউ থেকে ৭৮.৩ এনটিইউ (Figure-11e)। ময়ূরী নদীর পানিতে EC-এর পরিমাণ ছিল ৬২৬ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার থেকে ১৩৪০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার (Figure-11f)। শিল্পকারখানা হতে পরিশোধিত তরলের গ্রহণযোগ্য EC মাত্রা ১২০০ মাইক্রোমোহ/সেন্টিমিটার।

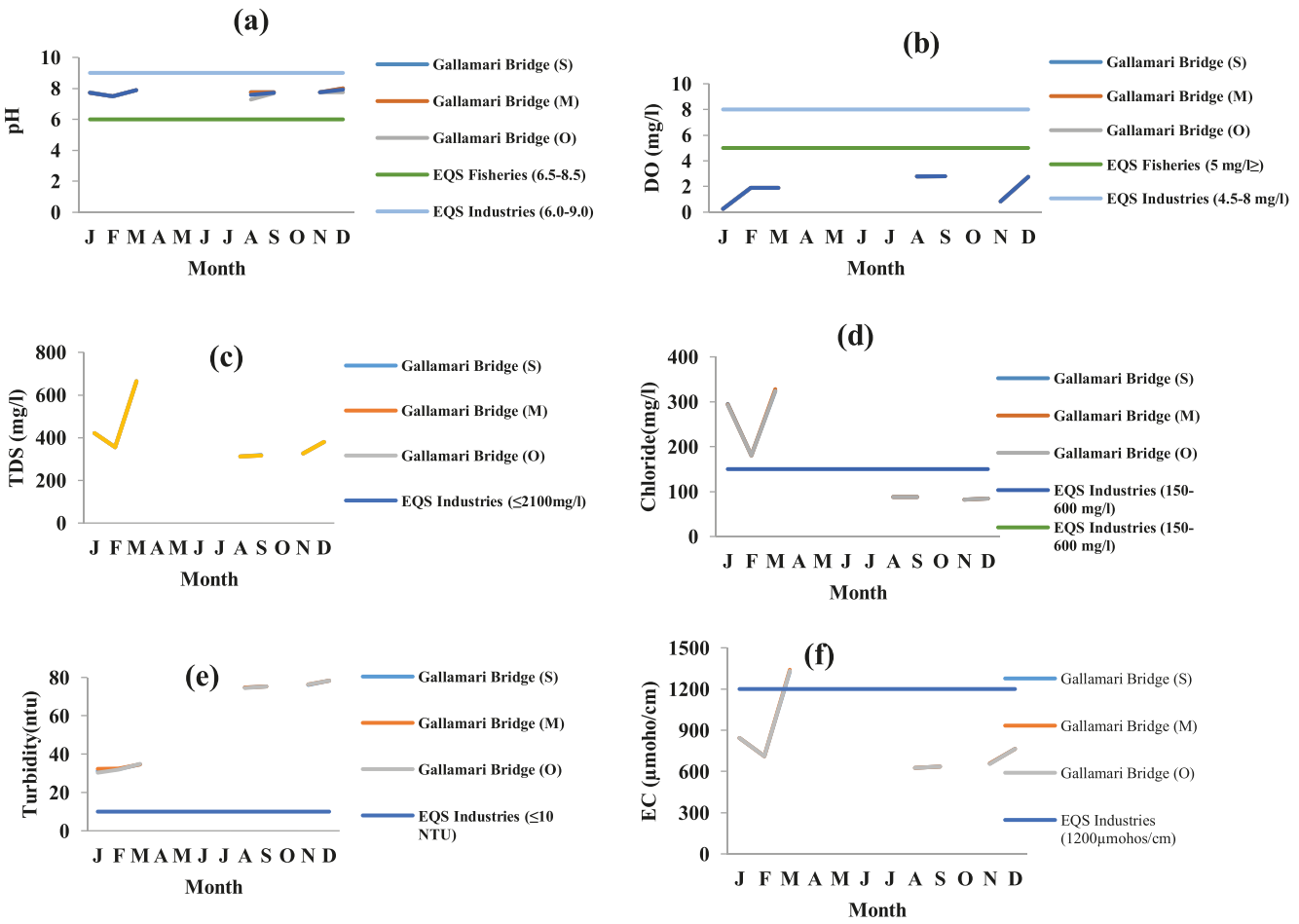

Fig.11. Graphical presentation of pH, DO, TDS, Chloride, Turbidity and EC of Moyuri River in 2020

Note: Near Gallamari Bridge (S), Gallamari Bridge (M), and Gallamari Bridge (O)

চতুর্থ অধ্যায়

বায়ুমান ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম

১। ভূমিকা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নগরায়ন ও শিল্পায়নের হার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বায়ু দূষণসহ পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান নির্মল বায়ু নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘ (UN Environment) এর তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী বায়ুদূষণের কারণে প্রায় ৭০ লক্ষের অধিক মানুষ অপরিণত বয়সে মারা যাচ্ছে, যার মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ মানুষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানমাত্রার নির্মল বায়ু সেবন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, শুষ্ক মৌসুমে দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বায়ু দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট ধুলাবালি ও ভাসমান ধুলাবালি বা বস্তুকণা (Particulate Matter-PM), ইটভাটা সৃষ্ট দূষণ, কল-কারখানাসৃষ্ট বায়ু দূষণ, যানবাহন থেকে সৃষ্ট কালো ধোঁয়া, পৌর বর্জ্য উন্মুক্ত অবস্থায় পোড়ানো ইত্যাদি কারণে বায়ু দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে। এ স্থানীয় দূষণের সাথে আন্ত:সীমান্ত দূষণ যুক্ত হয়ে আমাদের দেশের বায়ু দূষণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করছে।

২। বায়ুদূষণ মনিটরিং কার্যক্রম

দেশের বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে বায়ুদূষণ মনিটরিং এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরে ০৩টি, চট্টগ্রাম মহানগরে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী শহর এবং ঢাকার সাভারে ১টি করে সারাদেশে মোট ১৬ টি স্থায়ী সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (CAMS) স্থাপন করেছে। এছাড়া বায়ুমান পরিবীক্ষণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন জেলা শহরে আরও ১৫ (পনের) টি স্থানান্তরযোগ্য কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (C-CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমানে সর্বমোট ৩১ টি CAMS ও CCAMS এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বায়ুমান পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ১৬টি স্থায়ী সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (CAMS) এবং ১৫ (পনের) টি স্থানান্তরযোগ্য কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (C-CAMS) এর মনিটরিং নেটওয়ার্ক নিম্নরূপ:

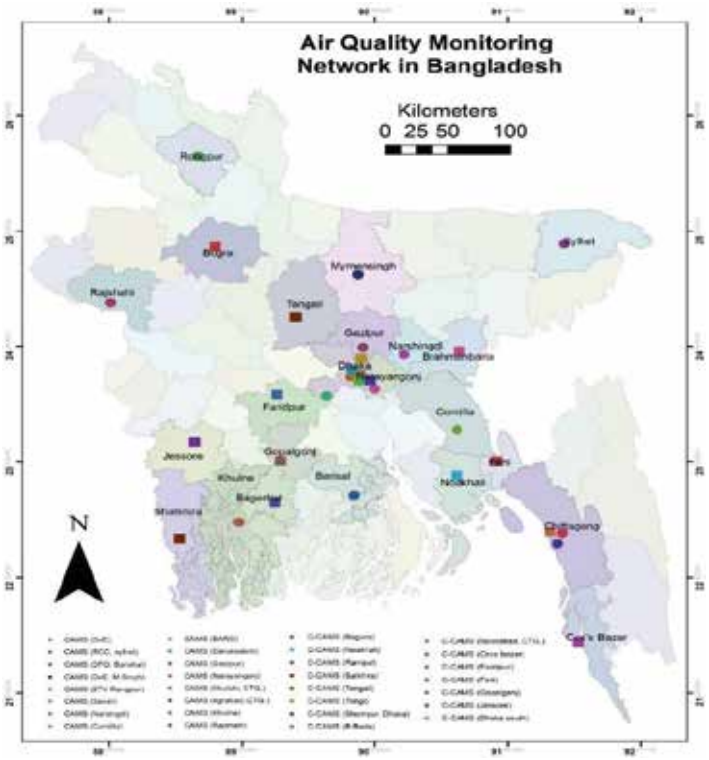

সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন (CAMS) ও কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (C-CAMS)।

চিত্র-৩৫:

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত CAMS ও CCAMS

উল্লিখিত ক্যামস (CAMS) ও সি-ক্যামস (C-CAMS) সমূহের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বায়ুতে বিদ্যমান পিএম ১০ (Particulate Matter 10), পিএম ২.৫ (Particulate Matter 2.5), ওজোন (O3), সালফার ডাই অক্সাইড (SO2), নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO2) ও কার্বন মনোক্সাইড (CO) এই ০৬ (ছয়) টি বায়ুদূষক পরিবীক্ষণ করা হয়। এ সকল উপাত্ত বিশ্লেষণ করে Air Quality Index (AQI) এ রূপান্তর করে তা পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশনের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তুকণা (Particulate matter-PM), PM2.5, PM10, SO2, CO, NO2 এবং O3 উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় সাধারণত PM 2.5 প্যারামিটারটি সব সময় AQI হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে।

AQI Value	Level of Health Concern (স্বাস্থ্যগত উদ্বেগের অবস্থান)		Colours
	English	বাংলা	
0 - 50	GOOD	ভাল	GREEN
51-100	MODERATE	মধ্যম	YELLOW GREEN
101-150	CAUTION	সাবধানতা/সতর্কীকরণ	YELLOW
151 – 200	UNHEALTHY	অস্বাস্থ্যকর	ORANGE
201 – 300	VERY UNHEALTHY	খুব অস্বাস্থ্যকর	RED
301 – 500	EXTREMELY UNHEALTHY	অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর	PURPLE

চিত্রঃ Air Quality Index (AQI) এর ক্যাটাগরিসমূহ

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে পরিচালিত সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রের সাহায্যে প্রাপ্ত $PM_{2.5}$, PM_{10}, SO_2 ও NO_2 এর মানসমূহ গ্রাফের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

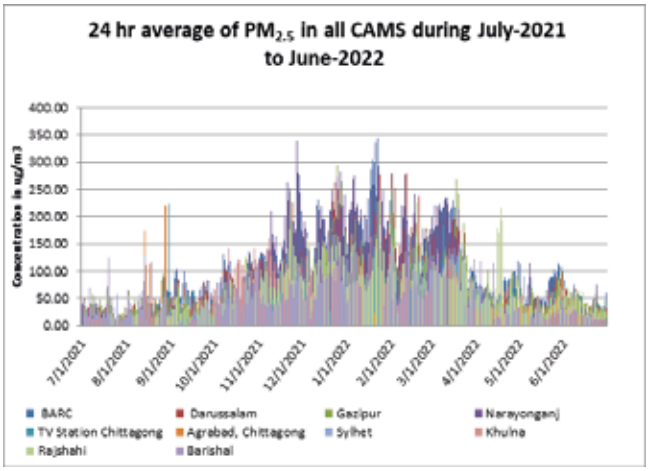

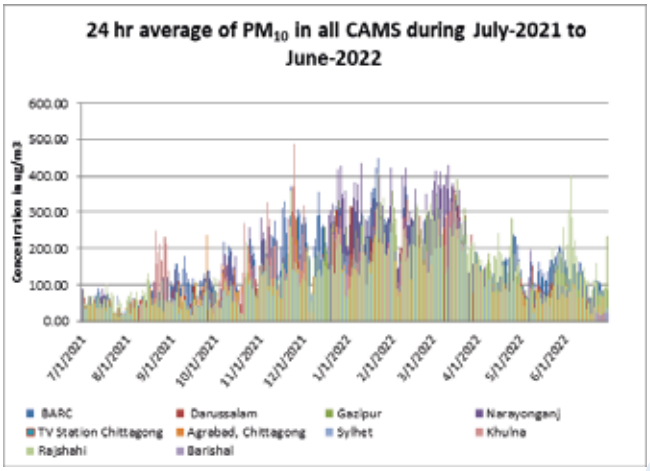

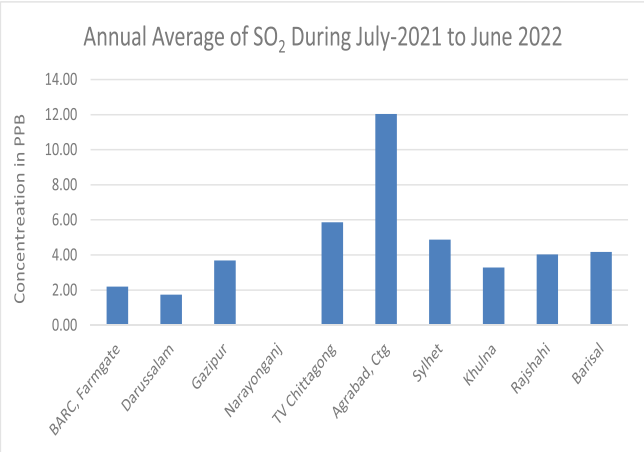

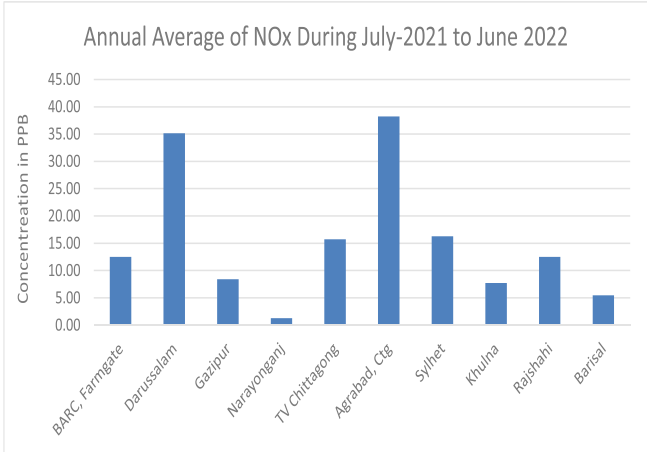

চিত্রঃ সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রের সাহায্যে প্রাপ্ত PM2.5, PM10, SO2 & NO2 এর মান।

ঢাকাসহ অন্যান্য স্টেশনের বায়ুর গুণগত মান পরিমাপকৃত ডাটাসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, আবহাওয়াগত কারণে বিভিন্ন মৌসুমে বায়ু দূষণের মাত্রায় অনেক তারতম্য ঘটে। শুষ্ক মৌসুমে উত্তর পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত দূষণ সমৃদ্ধ বাতাস দেশে প্রবেশ করে এবং যে সময়ে দেশে বৃষ্টিপাত কম হয়। এছাড়াও এ সময় আবহাওয়াগত কারণে ঢাকা ও আশেপাশে বায়ু প্রবাহের গতি কম থাকে। এ সময় স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট ও বহিঃ বাংলাদেশ হতে আগত দূষিত বায়ুর মাধ্যমে ঢাকার উপর সৃষ্ট Degraded Airshed দীর্ঘদিন অবস্থান করে বা Stagnant থাকে। এ কারণে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে এ সময় বায়ুদূষণের (বস্তুকণা- Particulate matter-PM) মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিপার্শ্বিক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে যা কোন কোন সময় নির্ধারিত মানমাত্রার দ্বিগুণ হয়ে যায়। অপরদিকে বর্ষাকালে দেশের বায়ু প্রবাহ দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর হতে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এসময় পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের বাতাস দেশে প্রবেশ করে না এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটায়, যার ফলে দেশের বায়ুর গুণগত মান উন্নয়নে সাহায্য করে। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় (বর্ষা মৌসুমে) বায়ুর গুণগত মান ভালো অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মানমাত্রার (২৪ ঘন্টা গড় বায়ুর PM 2.5 এবং PM 10 এর মানমাত্রা যথাক্রমে ৬৫ µg/m3 এবং ১৫০ µg/m3) মধ্যে থাকে। মানব স্বাস্থ্যের উপর বস্তুকণার প্রভাব বিবেচনায় PM 2.5 এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কারণ সূক্ষ বস্তুকণা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে মানব শরীরে প্রবেশ করে শ্বাসনালীর প্রদাহসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে ঢাকা শহরের বাতাসের PM 2.5 বস্তুকণার উপস্থিতি দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, সারা বছর অন্যান্য বায়ু দূষকসমূহ যেমন: SO2, CO, NO2, এবং O3 নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যেই থাকে।

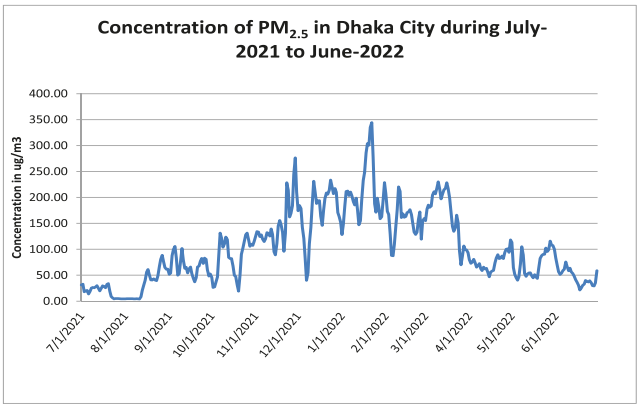

চিত্র: জুলাই ২০২১-জুন ২০২২ সালের ঢাকা শহরের PM 2.5 এর মান।

জুলাই ২০২১-জুন ২০২২ পর্যন্ত ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের বায়ুর গুনগতমানের Air Quality Index (AQI) নিম্নে গ্রাফ আকারে উপস্থাপন করা হলো:

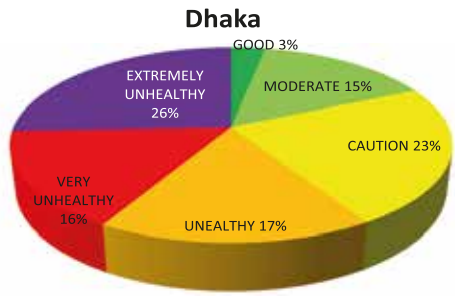

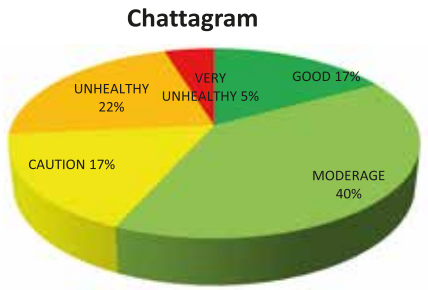

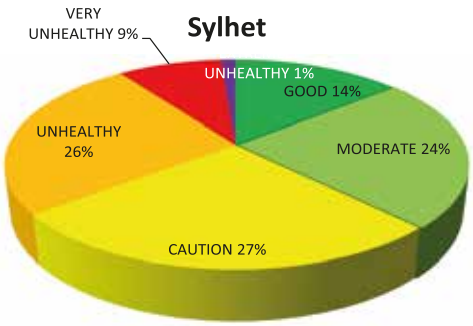

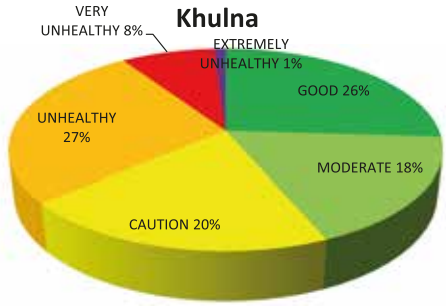

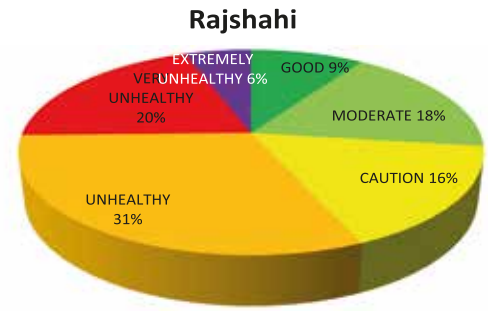

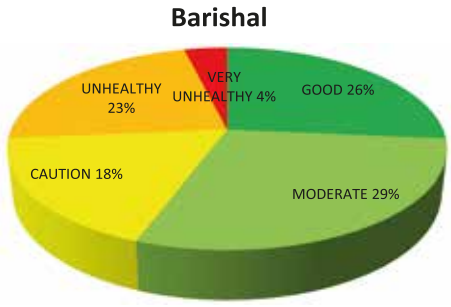

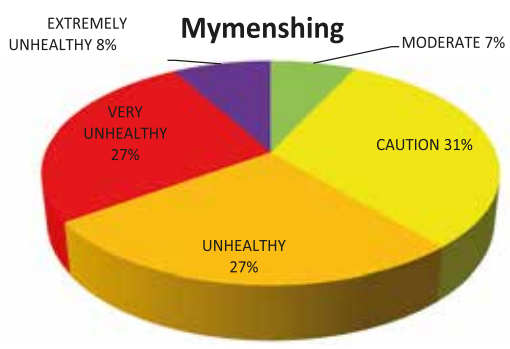

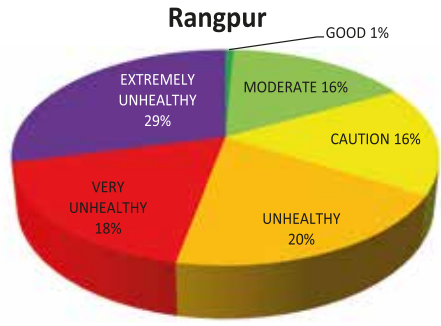

জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ের AQI বিশ্লেষণে দেখা যায় খুলনা ও বরিশালের AQI অবস্থা অন্যান্য শহরের তুলনায় ভালো (Good) অবস্থানে রয়েছে। চট্রগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট শহরের AQI মোটামুটি (Moderate) অবস্থার বেশী রয়েছে এবং রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ শহরের বায়ুমান অস্বাস্থ্যকর (Unhealthy) অবস্থায় বেশী পাওয়া যায়। এসময় রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা শহরের AQI অন্যান্য শহরের তুলনায় খুব অস্বাস্থ্যকর (Very Unhealthy) অবস্থা বেশী ছিল। অপরদিকে ঢাকা ও রংপুরের AQI অন্যান্য শহরের তুলনায় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Extremely Unhealthy) অবস্থা বেশী ছিল। জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ের AQI বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুরের বায়ুর গুণগতমান অন্যান্য শহরের তুলনায় বেশী অস্বাস্থ্যকর ছিল।

৩। বায়ুর মানমাত্রা (Air Quality Standards)

বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রন) বিধিমালা অনুযায়ী পরিবেষ্টক বায়ুর নিঃসরণ মানমাত্রা নিম্নরূপঃ

বায়ু দূষণ	মানমাত্রা	গড় সময়
১	২	৩
কার্বন মনোক্সাইড	০৫ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার(ক)	৮ ঘন্টা
	২০ মিলি গ্রাম/ঘনমিটার(ক)	১ ঘন্টা
লেড	০.২৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(খ)	বার্ষিক
	০.৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(ক)	২৪ ঘন্টা
নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2)	৪০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(খ)	বার্ষিক
	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(ক)	২৪ ঘন্টা
বস্তুকণা ১০ (PM_{10})	৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(খ)	বার্ষিক
	১৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(ক)	২৪ ঘন্টা
বস্তুকণা ২.৫ ($PM_{2.5}$)	৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(খ)	বার্ষিক
	৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(ক)	২৪ ঘন্টা
ওজোন (O_3)	১৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(ক)	১ ঘন্টা
	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(ক)	৮ ঘন্টা
সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	২৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(ক)	১ ঘন্টা
	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(ক)	২৪ ঘন্টা

নোট ঃ * এই তফসিলে বায়ুর মানমাত্রা বলিতে পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা (Air Quality Standards) কে বুঝাইবে।
(ক) গড়মান বৎসরে একবারের বেশী অতিক্রম করিবে না।
(খ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে যখন বার্ষিক গড়মান নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিবে।

৪। ইটভাটাসৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

- বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার বায়ু দূষণের প্রধান উৎসসমূহ চিহ্নিত করে সেসকল উৎসসমূহের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর অংশ হিসাবে সরকার বায়ুদূষণ হ্রাস এবং কৃষি মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) কার্যকর করেছে। ইতিমধ্যে ঢাকাসহ আশেপাশের পাঁচটি জেলার সকল অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে এবং সারাদেশে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ইটের বিকল্প হিসাবে সরকারি নির্মাণকাজে ব্লকের ব্যবহার ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% করার লক্ষ্যে সরকার প্রচার প্রচারণাসহ সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে।

- বায়ু দূষণের স্বাস্থ্যগত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইটভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম এবং ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ইটভাটার বিরুদ্ধে মোট ২৭৮ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬৮১ টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১৮,২৮,৪৮,৫০০/- (আঠার কোটি আটাশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। অভিযানে ১৬৩ টি ইটভাটা ভেঙ্গে ফেলা বা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। এসকল ইটভাটা যেন পুনরায় চালু করতে না পারে সে বিষয়ে অধীন জেলাসমূহে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

- সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ব্লক উৎপাদনের জন্য ২০৯টি ব্লক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা বন্ধ ও পরিবেশবান্ধব ব্লক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ জারী করা হয়েছে।

- অন্যান্য উৎস কর্তৃক সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণঃ

- ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধকল্পে বায়ুদূষণকারী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের দূষণ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে গঠিত কমিটি কর্তৃক ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য প্রণীত নির্দেশিকাটি (Guideline) পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।
- অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত বা সংস্কার কার্যে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ঢাকার আশেপাশে অভিযান চালিয়ে সকল অবৈধ টায়ার পাইরোলাইসিস এবং লেড এসিড ব্যাটারী রিসাইক্লিং কারখানা বন্ধ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট বিষয়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা মোতাবেক কোন ব্যক্তির কর্মকান্ড দ্বারা পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হলে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তা আদায়ের বিধান রয়েছে। এটি Polluters Pay Principle নামে বহুল পরিচিত। পরিবেশ সংরক্ষণে এটি একটি উত্তম কৌশল। উন্নত বিশ্বে এ পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক বেশী দৃশ্যমান। পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট এবং ব্যাপকমাত্রার পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হতে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে আইনের উক্ত ধারার আওতায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শুরু করে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আরোপসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়মিত শিল্প প্রতিষ্ঠান মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সারা দেশে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি স্বতন্ত্র এনফোর্সমেন্ট শাখা রয়েছে। এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম অঞ্চল ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি

পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা প্রয়োগ করে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করছে। এ সংক্রান্ত উক্ত আইনের বিধান নিম্নরূপঃ

ধারা ৭ (১) প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ: মহা-পরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতি সাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমান নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ১৯ (২) ক্ষমতা অর্পণ: মহাপরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ধারা ১৯ এর উপ-ধারা ২ মোতাবেক একই আইনের ধারা ৭ এবং ধারা ৯ এর ক্ষমতা মহাপরিচালক মহোদয় পরিচালক (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) কে অর্পণ করেছেন।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- প্রকৃত পরিবেশ দূষণকারীদের চিহ্নিতকরণ;
- পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণ;
- পরিবেশ দূষণকারীদের আইনের আওতায় এনে ক্ষতিপূরণ আদায়;
- পরিবেশ আইন প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

- আকস্মিক অভিযানের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের প্রকৃত ঘটনা উৎঘাটন ও দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়।
- দূষণের প্রকৃতি বিবেচনায় পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ/নদীদূষণ, পাহাড়কাটা, জলাশয় ভরাটসহ অন্যান্য কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ থেকে সরাসরি পরিবেশ দূষণের অভিযোগ গ্রহণ এবং দাখিলকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সংবাদপত্রে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রকাশিত পরিবেশ দূষণের ঘটনার সংবাদের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা।
- তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা পর্যবেক্ষণ এবং নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা।
- বিভিন্ন দূষণকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান, যাদের আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় এরূপ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে প্রয়োজনে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানিসহ অন্যান্য সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।

ক্ষতিপূরণ ধার্যের ভিত্তি

দূষণের ধরণ এবং মাত্রা বিবেচনা করে মহাপরিচালক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। উক্ত আদেশের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এটি মূলতঃ বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে Polluters Pay Principle অনুসরণ করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া

কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দূষণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এবং মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ বর্ণিত লাল/কমলা-খ/কমলা-ক/সবুজ শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমূহ মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শুনানীতে হাজির হয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য এবং শুনানীতে উপস্থিত কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে পরিবেশ দূষণ সংঘটিত হয়েছে মর্মে প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং তা পরিশোধের জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

চিত্র-৩৬: এনফোর্সমেন্ট শাখায় শুনানীতে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি

চিত্র-৩৭: এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণ

জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্য চিত্র

সমগ্র বাংলাদেশে পরিবেশ আইন অমান্যকারী এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে নিয়মিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা প্রয়োগ করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/শিল্প কলকারখানা/প্রকল্প-এর নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আরোপ করে আদায় করা হয় এবং তাদের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক গত ১৩ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/শিল্প কলকারখানা/প্রকল্প হতে নিয়মিত ক্ষতিপূরণ আদায় কার্যক্রম চলছে। ভবিষ্যতেও একই কার্যক্রম চলমান থাকবে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।

চিত্র-৩৮: মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট টিম কর্তৃক কারখানার সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, ইটিপি পরিদর্শন এবং নমুনা সংগ্রহ

অভিযানের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা/ব্যক্তির মোট সংখ্যা	:	৭,৭০২ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
ক্ষতিপূরণ ধার্য	:	৪১৭.০৬ কোটি টাকা
ক্ষতিপূরণ আদায়	:	২০২.৩৮ কোটি টাকা

জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২২ সময়ে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্য চিত্র

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা প্রয়োগ করে সমগ্র বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ, অবৈধভাবে পাহাড় কাটা ও জলাধার ভরাটসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/শিল্প কলকারখানা/প্রকল্প-এর নিকট হতে জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২২ সময়ে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২১৫৭ টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৫১.০৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে ২৪.৭৭ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে যা বিগত ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

অভিযানের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা/ব্যক্তির মোট সংখ্যা	:	২১৫৭ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
ক্ষতিপূরণ ধার্য	:	৫১.০৭ কোটি টাকা
ক্ষতিপূরণ আদায়	:	২৪.৭৭ কোটি টাকা

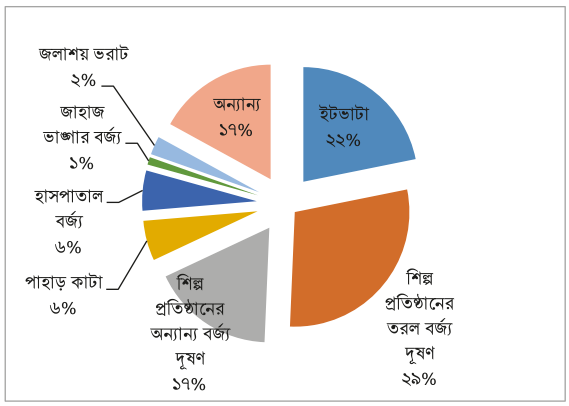

চিত্রঃ ২০২১-২০২২ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এনফোর্সমেন্ট অভিযান হার

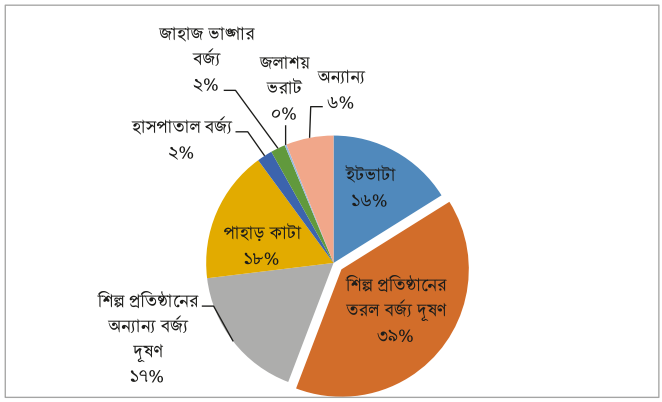

চিত্র ঃ ২০২১-২০২২ এনফোর্সমেন্ট অভিযানে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের

জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২২ সময়ে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের তথ্য চিত্র

পলিথিন বিরোধী অভিযান

- সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় এই বছর নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ পলিথিন উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, মজুত এবং বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৪৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩৭৭টি প্রতিষ্ঠান হতে ৩৪,৮১,২০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ একাশি হাজার দুইশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে আনুমানিক ১১৯.০৭৩ টন পলিথিন /অবৈধ শপিং ব্যাগ জব্দ করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে জেলও প্রদান করা হয়। এছাড়া জব্দকৃত মালামাল বিশেষ করে পলিথিন এবং পলিথিন তৈরির কাঁচামাল যা দানা হিসেবে পরিচিত তা পরিবেশ অধিদপ্তরে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে তা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করার পর হালনাগাদ পরিবেশগত ছাড়পত্র রয়েছে এমন রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) নামক প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

চিত্র-৩৯: অবৈধ পলিথিনের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	:	১৪৮ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে মামলার সংখ্যা	:	৩৭৭ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায়	:	৩৪,৮১,২০০/-
জব্দকৃত পলিথিনের পরিমাণ	:	আনুমানিক ১১৯.০৭৩ টন পলিথিন ও পলিথিন তৈরির দানা

ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান

- সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) অনুসারে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ২৭৮ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬৮১টি অবৈধ ভাটা হতে টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং সেই সাথে ১২৯টি ভাটার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

চিত্র-৪০: ২৮/১২/২০২১ খ্রিঃ ঢাকা জেলার ধামরাই এলাকায় অবৈধ ইটভাটার উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	:	২৭৮ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে মামলার সংখ্যা	:	৬৮১ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায়	:	১৮,২৮,৪৮,৫০০/-

পাহাড় কর্তনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

- সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় অবৈধভাবে পাহাড় কর্তনের দায়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুসারে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ১৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২১টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১০,৩৫,০০০/- (দশ লক্ষ পয়ঁত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন

চিত্র-৪১: অবৈধ পাহাড় কাটার উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

পাহাড় কর্তনের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	:	১৫ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
পাহাড় কর্তনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে মামলার সংখ্যা	:	২১ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায়	:	১০,৩৫,০০০/-

কালো ধোঁয়া নির্গতকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

- সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোয়াঁ দ্বারা বায়ু দূষণের দায়ে মোট ১৯ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৩৮ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ২,০০,৭০০/- (দুই লক্ষ সাতশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	: ১৯ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
মোবাইল কোর্টের মামলার সংখ্যা	: ১৩৮ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায়	: ২,০০,৭০০/-

জলাশয়/পুকুর ভরাট বন্ধ

- সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত অবৈধভাবে জলাশয়/পুকুর ভরাটের দায়ে মোট ১১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২০ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৩,৯৫,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে পরিবেশ

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন

জলাশয়/পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা : ১১ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
জলাশয়/পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে মামলার সংখ্যা : ২০ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায় : ৩,৯৫,০০০/-

নির্মাণ সামগ্রীর দ্বারা বায়ু দূষণ রোধ

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের আদেশের প্রেক্ষিতে ঢাকা শহর ও এর আশেপাশে বায়ুদূষণ রোধকল্পে বায়ুদূষণকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা নির্মাণাধীন ভবনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প বা ভবন মালিককে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ঢাকা শহরে নির্মাণ সামগ্রীর দ্বারা বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে মোট ৫২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৭৩ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ১৭,৫৬,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

নির্মাণ সামগ্রীর দ্বারা বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা : ৫২ টি
নির্মাণ সামগ্রীর দ্বারা বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে মামলার সংখ্যা : ১৭৩ টি
জরিমানা আদায় : ১৭,৫৬,০০০/-

শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

সচিবালয় ও আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা নিরব এলাকা ঘোষনা করা হয়েছে। এছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে এই বছর জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত শব্দ দূষণ রোধে গাড়ির হর্ণ ও হাইড্রোলিক হর্ণ এর বিরুদ্ধে মোট ৯৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৪৩৮ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৬,১৬,৫০০/- টাকা জরিমানা আদায় ও ২৯টি হর্ণ জব্দ করা হয়।

শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা : ৯৬ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে মামলার সংখ্যা : ৪৩৮ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায় : ৬,১৬,৫০০/-

চিত্র-৪২: শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

অতিরিক্ত দূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

সমগ্র বাংলাদেশে জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত অতিরিক্ত দূষণ রোধে অবৈধভাবে পরিচালিত ব্যাটারীর সীসা ভাঙ্গি, টায়ার পোড়ানো, অ্যালুমেনিয়াম পোড়ানো, কাঠ কয়লা প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি কারখানায় মোট ৯১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২০৭ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৬৩,৭৫,১০৪/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও আনুমানিক ২,০০০ কেজি সিসা জব্দ করা হয়।

অতিরিক্ত দূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা : ৯১ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
অতিরিক্ত দূষণের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে মামলার সংখ্যা : ২০৭ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায় : ৬৩,৭৫,১০৪/- টাকা

চিত্র-৪৩ :বায়ুদূষণকারী কারখানার বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান

স্টোন ক্রাশার এর বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

সমগ্র বাংলাদেশে জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত পরিবেশ দূষণ রোধে অবৈধভাবে স্টোন ক্রাশারের বিরুদ্ধে মোট ১১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২১৪ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৪৯,৩৪,০০২/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

স্টোন ক্রাশার বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	:	১১ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
স্টোন ক্রাশার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে মামলার সংখ্যা	:	২১৪ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
জরিমানা আদায়	:	৪৯,৩৪,০০২/-

সেন্টমার্টিনে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ অনুসারে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২৭ টি প্রতিষ্ঠান হতে ৪,৬২,০০০/- (চার লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা আদায় করা হয়।

সেন্টমার্টিনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	:	২৫ টি
সেন্টমার্টিনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে মামলার সংখ্যা	:	২৭ টি
জরিমানা আদায়	:	৪,৬২,০০০/-

চিত্র-৪৪: প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২২ সময়ে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের বিবরণের সংক্ষিপ্ত ছক:

ছকঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোবাইল কোর্টের বিবরণ

পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে যে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে	পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দণ্ড		আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	জব্দকৃত মালামালের বিবরণ	মন্তব্য
			অর্থ দণ্ড (টাকা)	কারাদণ্ড			
১। পলিথিন বিরোধী অভিযান	১৪৮	৩৭৭	৩৪,৮১,২০০/-		৩৪,৮১,২০০/-	আনুমানিক ১১৯.০৭৩ টন পলিথিন, দানা ও কাঁচামাল জব্দ	-
২। যানবাহনের কালো ধোঁয়া	১৯	১৩৮	২,০০,৭০০/-		২,০০,৭০০/-		
৩। ইটভাটা	২৭৮	৬৮১	১৮,২৮,৪৮,৫০০/-		১৮,২৮,৪৮,৫০০/-		১২৯ টি ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে
৪। পাহাড় কর্তন	১৫	২১	১০,৩৫,০০০/-		১০,৩৫,০০০/-		-
৫। জলাশয় ভরাট	১১	২০	৩,৯৫,০০০/-		৩,৯৫,০০০/-		
৬। স্টোন ক্রাশার	১১	২১৪	৪৯,৩৪,০০২/-		৪৯,৩৪,০০২/-		
৭। অতিরিক্ত দূষক	৯১	২০৭	৬৩,৭৫,১০৪/-	১৩ জনকে ১ মাসের কারাদন্ড	৬৩,৭৫,১০৪/-	২০০০ কেজি সিসা বার জব্দ	২২ টি কারখানার সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও ৩ টি জেনারেটর জব্দ
৮। নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ	৫২	১৭৩	১৭,৫৬,০০০/-		১৭,৫৬,০০০/-		
৯। শব্দ দূষণ	৯৬	৪৩৮	৬,১৬,৫০০/-		৬,১৬,৫০০/-	২৯ টি হর্ণ জব্দ	
১০। সেন্টমার্টিন	২৫	২৭	৪,৬২,০০০/-		৪,৬২,০০০/-		

ষষ্ঠ অধ্যায়

জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন বিষয়ক কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ যা মানব সভ্যতার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কারিগরি সংস্থা IPCC-এর সর্বশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (Sixth Assessment Report-AR6) বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে। মানুষের নানা কর্মকান্ডের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশসহ উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের দেশসমূহ বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বর্ধিত হারে ও অধিক তীব্রতায় দেখা দিচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরাসহ অন্যান্য নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে খুব দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আগামী দুই দশকের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্প-বিপ্লব সময়ের পূর্বের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাবে যা ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অভিযোজন ও প্রশমনমুলক কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও সার্বিক সমন্বয় সাধন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

১। BCCSAP হালনাগাদকরণ

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় সক্ষমতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) ২০০৯ প্রণয়ন করেছে, যা বর্তমানে update করা হচ্ছে। উক্ত update এর খসড়া ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে যা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে।

২। National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকার UNFCCC-এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। ভবিষ্যতে NAP দেশে অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূল দলিল হিসেবে কাজ করবে। ইতোমধ্যে NAP-এর Final draft প্রস্তুত করা হয়েছে যা ২০২২ সালের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে।

৩। Nationally Determined Contributions (NDC) প্রণয়ন

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়নপূর্বক তা UNFCCC- তে দাখিল করে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী NDC হালনাগাদের বাধ্যবাধকতা থাকায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক NDC পর্যালোচনা (Review) ও হালনাগাদ (Update) করণপূর্বক বিগত ২৬ আগস্ট ২০২১ UNFCCC-তে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত Updated NDC-অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে unconditionally ৬.৭৩% গ্রীন হাউস গ্যাস নিগর্মন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে যার পরিমান ২৭.৫৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট এবং conditionall (বৈদেশিক সহায়তা সাপেক্ষে) ১৫.১২% গ্রীন হাউস গ্যাস নিগর্মন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে যার পরিমান ৬১.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট। উক্ত NDC-র লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমন্বয় করা হচ্ছে।

৪। Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP) ২০২২-২০৪১ প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ৫৫টি দেশ মিলে গঠিত Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর ২০২০-২০২২ সময়ের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। CVF সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নিজ নিজ রাষ্ট্রে Climate Prosperity Plan বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ভবিষ্যত প্রজন্মের জলবায়ু সুরক্ষার লক্ষ্যে Mujib Climate Prosperity Plan ২০২২-২০৪১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

১। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও ঝুঁকি নিরুপণ বিষয়ক গবেষণা

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপনের লক্ষ্যে ‘‘Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis” শীর্ষক একটি গবেষণা ২০১৬ সালে

সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা হতে দেখা যায় যে, নিম্ন গাঙ্গেয় পলল ভূমি, মেঘনা মোহনা পলল ভূমি এবং চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার গড়ে প্রতি বছর ৬-২১ মিলিমিটার। উক্ত গবেষণার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-এর অর্থায়নে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপনপূর্বক কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত গবেষণা হতে দেখা যায় যে, বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার প্রায় ৩.৮-৫.৮ মিলিমিটার। এ গবেষণার তথ্য মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে এ শতকের শেষে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১২.৩৪%-১৭.৯৫% সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে পারে।

২। First Biennial Update Report (BUR1) প্রণয়ন

ইউএনএফসিসিসি-এর আওতায় এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সমর্থনে বাংলাদেশ গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে প্রশমন কার্যক্রমসমূহকে সহায়তার লক্ষ্যে First Biennial Update Report (BUR1) প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Bangladesh: First Biennial Update Report (BUR1) to the UNFCCC" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩। Enhanced Transparency Framework and MRV System

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী UNFCCC Party সদস্য কর্তৃক National Commitment বাস্তবায়ন অগ্রগতি tracking and reporting-এর জন্য Enhanced Transparency Framework প্রতিষ্ঠা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ লক্ষ্যে Global Environment Facility (GEF)-এর অর্থায়নে FAO, Bangladesh-এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Strengthening Capacity for Monitoring Environmental Emissions under the Paris Agreement in Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে- (১) জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বচ্ছতা-সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালী করা; (২) প্যারিস চুক্তির আর্টিকেল ১৩-এ নির্ধারিত বিধানগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা (tools, training, and assistance) প্রদান; এবং (৩) সময়ের সাথে সাথে স্বচ্ছতার (Transparency) উন্নতিকরণ।

৪। Adaptation Fund-এর অর্থায়নে ১ম প্রকল্প বাস্তবায়ন

UNFCCC-এর আওতায় গঠিত Adaptation Fund হতে ৯.৯৯৫ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে UNDP-এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত "Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Off Shore Small Islands and Riverine Char Lands in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটির আওতায় উপকূলীয় ছোট দ্বীপ ও নদী তীরবর্তী চরাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত কমিউনিটিতে প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন ব্যবস্থার মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসকরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়িত হবে।

৫। বরেন্দ্র ও হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা

Global Environment Facility (GEF) এর আওতায় Least Developed Countries Fund (LDCF) এর ৫.২ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে এবং জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা UNEP-এর কারিগরি সহায়তায় বরেন্দ্র ও হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত "Eco-system based approaches to Adaptation (EbA) in the drought-prone Barind Tract and Haor 'Wetland' Area" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। জলবায়ু কূটনীতিতে (Climate Negotiation) এ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change)-এর অধীনে বিভিন্ন কমিটিতে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর ২৬তম পার্টি সম্মেলন (Conference of the Parties) বিগত ৩১ অক্টোবর ২০২১ হতে ১৩ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা COP ২৬ নামে অভিহিত। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহন করে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন-এর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা World Leaders Summit-এ অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে Country Statement প্রদান করেন।

এ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্নত দেশসমূহকে অবশ্যই কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের বিষয়ে জোর দাবি জানান এবং এজন্য প্রধান কার্বন নি:সরণকারী দেশসমূহকে আরও উচ্চাকাঙ্খী কার্বন নিঃসরণ হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা দাখিল এবং তা বাস্তবায়ন করার আহবান জানান। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (Climate Vulnerable Forum-CVF) সভাপতি (মে' ২০২২ - জুন'২০২২ সময়ের জন্য) হিসেবে CVF-ভূক্ত ৫৫টি বিপদাপন্ন রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া LDC গ্রুপ এবং এ-৭৭ গ্রুপে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও অবস্থান সমুন্নত রাখা হয়েছে।

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক COP26 সম্মেলন কক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস।

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে COP26 সম্মেলনের ফাঁকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

এছাড়াও বিগত ০৬ হতে ১৬ জুন, ২০২২ সময়ে জার্মানির বন শহরে UNFCCC এর আওতায় Subsidiary Body সমূহের ৫৬-তম সেশন (SB 56) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেশনে বাংলাদেশর পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের দুইজন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেছে। সেখানে Global Stocktake, Global goal on Adaptation এবং New Collective Quantified Goal (NCQG) সহ Adaptation ও Mitigation সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনায় কার্যকর অগ্রগতি হয়েছে যার ভিত্তিতে পরবর্তী কপ-২৭ এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পসমূহের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) ও বায়বীয় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Air Treatment Plant (ATP) স্থাপন এবং কঠিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন প্রদান

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ৪৬১৭ টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং ১৩৪১২ টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

মাস	পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান					পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন				
	সবুজ	কমলা- ক	কমলা- খ	লাল	মোট	সবুজ	কমলা- ক	কমলা- খ	লাল	মোট
জুলাই/২১	০৪	০৯	৭২	২৯	১১৪	০১	১৮	১১১	৫০	১৮০
আগস্ট/২১	১৪	৫৭	১৮৯	৫২	৩১২	২৫	২১৩	৬৮৯	২০০	১১২৭
সেপ্টেম্বর/২১	৪৩	১১২	১৮০	৩৪	৩৬৯	৩৫	২১৩	৯২১	২৯৪	১৪৬৩
অক্টোবর/২১	২৭	৯১	২৩৫	৪৯	৪০২	৩১	৩৯৫	৭২৩	২২৪	১৩৭৩
নভেম্বর/২১	৩০	১২২	১৮৭	৪৮	৩৮৭	১৫	২০৮	৭০০	২৪৬	১১৬৯
ডিসেম্বর/২১	২৯	১৭২	৩১৩	৫৮	৫৭২	১৮	১৮৯	৯৪৯	২৭২	১৪২৮
জানুয়ারী/২২	২৯	১৬৮	২৪৪	৪২	৪৮৩	১৮	১৮০	৮৭১	২৬৫	১৩৩৪
ফেব্রুয়ারী/২২	২০	১৬০	১৮৯	৭১	৪৪০	১৪	১৬০	৬৪৯	১৪৯	৯৭২
মার্চ/২২	১৯	১৪৯	১৯৭	৪৭	৪১২	১৮	২১৬	৮৩৪	২৫৮	১৩২৬
এপ্রিল/২২	২৫	১৬৯	১৮১	৬১	৪৩৬	১৮	২৭৮	৭৭৩	২০৫	১২৭৪
মে/২২	১৩	৭৫	১৫০	৫৩	২৯১	০৮	১০৬	৪৯৬	১৫০	৭৬০
জুন/২২	২০	১০০	২১৬	৬৩	৩৯৯	২২	১৫৪	৬৮২	১৪৮	১০০৬
সর্বমোট	২৭৩	১৩৮৪	২৩৫৩	৬০৭	৪৬১৭	২২৩	২৩৩০	৮৩৯৮	২৪৬১	১৩৪১২

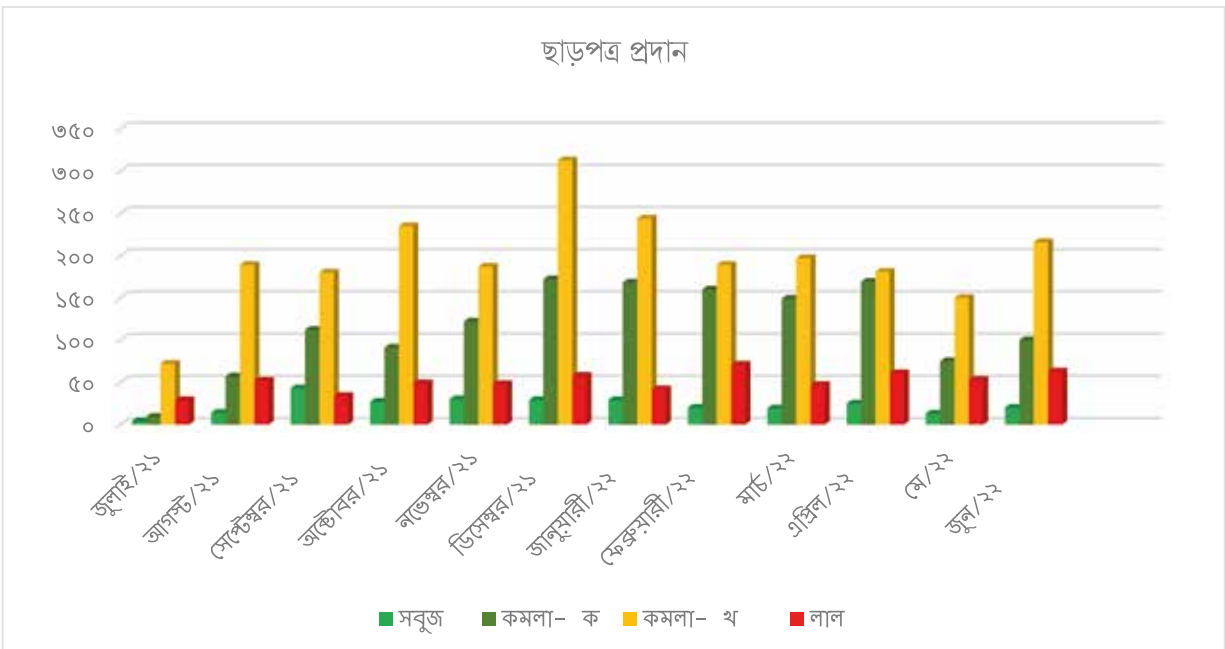

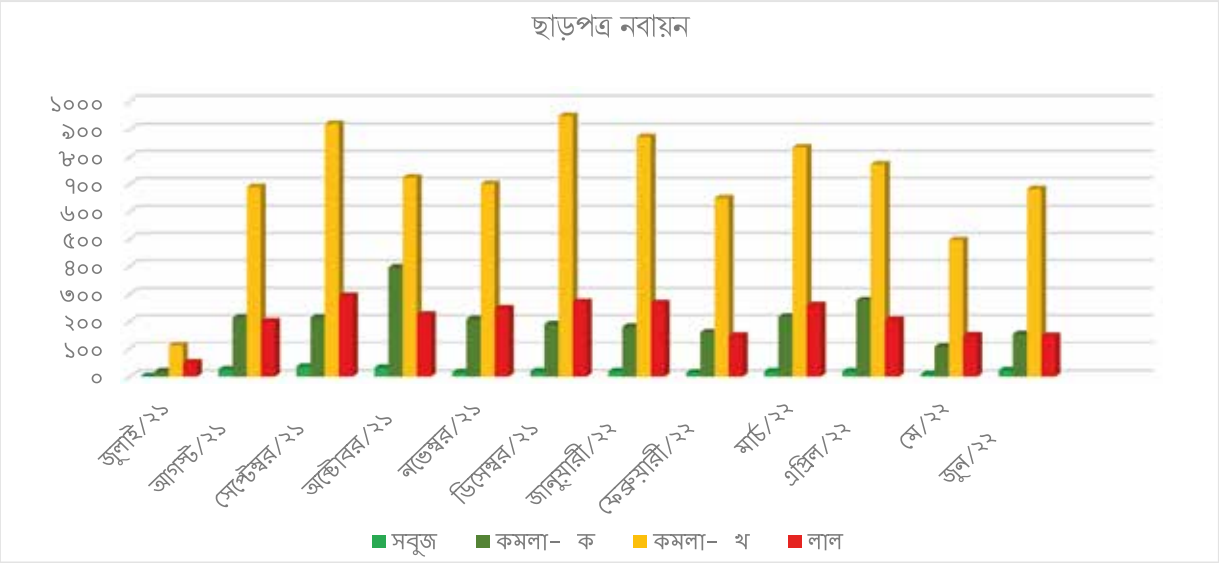

চিত্র: ২০২১-২২ অর্থবছরে ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত

ইটিপি (Effluent Treatment Plan) ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৭২ টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইটিপি অনুমোদন করা হয়। এছাড়া ১৬০ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ইটিপি স্থাপিত মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২১৪০ টি। ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ইটিপি স্থাপিত মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩১২ টি। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

মাস	জুলাই ২০২১	আগস্ট ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২১	অক্টোবর ২০২১	নভেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারী ২০২২	ফেব্রুয়ারী ২০২২	মার্চ ২০২২	এপ্রিল ২০২২	মে ২০২২	জুন ২০২২	মোট
ETP অনুমোদন	৪৩	১১	১৯	১৪	০৬	০৯	০৪	১৪	১৭	০৯	০৮	১৮	১৭২
ZDP অনুমোদন	০৯	১১	১২	১৪	১৩	১২	১৬	১৫	১৫	১৪	১৬	১৩	১৬০

ভূমি অধিগ্রহণের অনাপত্তি

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য মোট ২৭৫ টি অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অনাপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

মাস	ঢাকা	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রাজশাহী	ময়মনসিংহ	রংপুর	সর্বমোট
জুলাই/২১	০০	০০	০১	০২	০০	০০	০০	০১	০৪
আগস্ট/২১	০৫	০৩	০২	০৩	০০	০১	০১	০১	১৬
সেপ্টেম্বর/২১	০৮	০৫	০৪	০৩	০০	০৫	০১	০৫	৩১
অক্টোবর/২১	০৩	০৬	০৩	০০	০২	০৩	০২	০১	২০
নভেম্বর/২১	০৫	০৪	০৭	০১	০০	০৪	০৩	০৪	২৮
ডিসেম্বর/২১	০৩	০৯	০৭	০৪	০১	১০	০২	০১	৩৭
জানুয়ারী/২২	০২	১২	০৪	০০	০২	০১	০০	০৩	২৪
ফেব্রুয়ারী/২২	০২	০৩	০৮	০১	০০	০২	০১	০৪	২১
মার্চ/২২	০৩	০২	০৩	০৬	০০	০৬	০২	০৪	২৬
এপ্রিল/২২	০৫	০৪	০৩	০২	০৩	০৪	০১	০৪	২৬
মে/২২	০৬	০০	০২	০৬	০৪	০৪	০১	০৩	২৬
জুন/২২	০৩	০৩	০০	০২	০৩	০৩	০০	০২	১৬
সর্বমোট	৪৫	৫১	৪৪	৩০	১৫	৪৩	১৪	৩৩	২৭৫

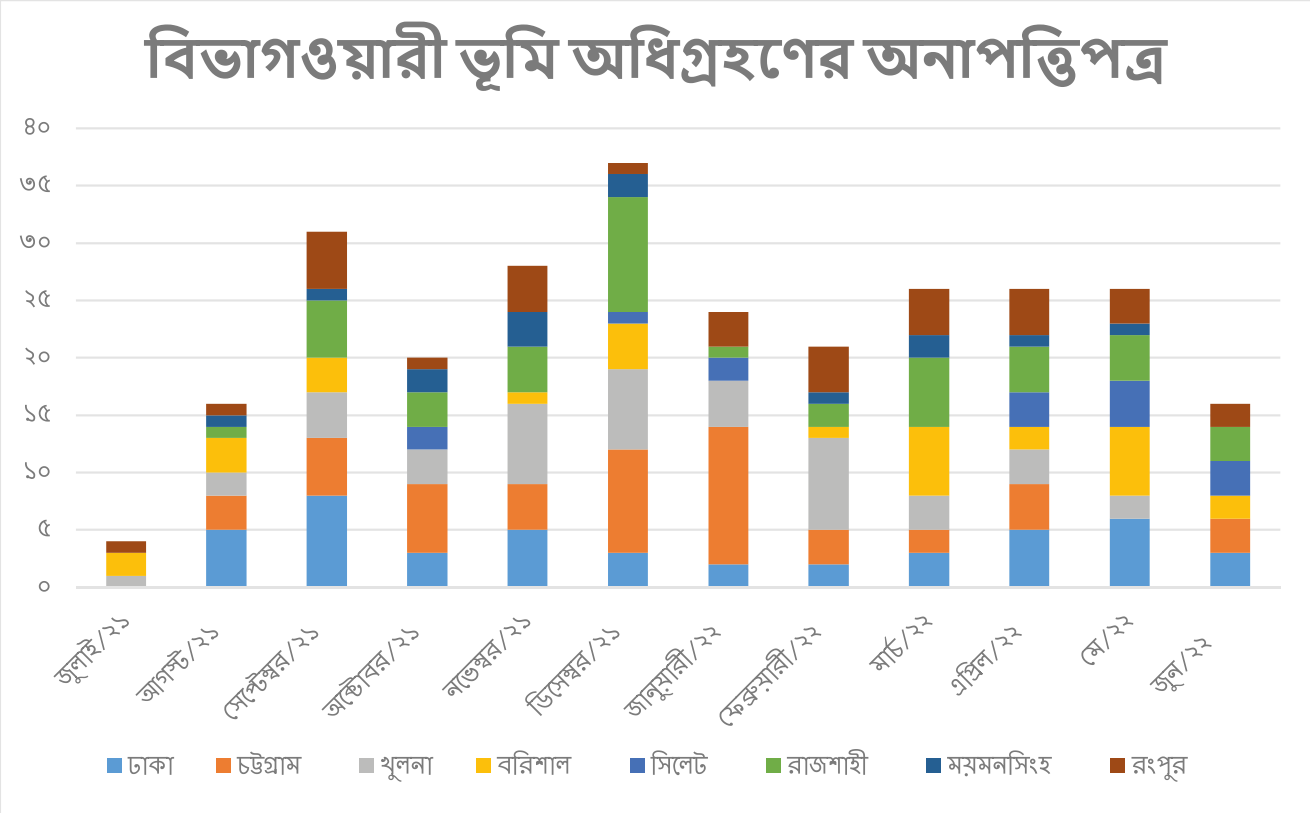

চিত্র: ভূমি অধিগ্রহণের অনাপত্তি সংক্রান্ত

অষ্টম অধ্যায়

পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম

ভুমিকাঃ

পরিবেশ অধিদপ্তরে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১২ টি প্রকল্প চলমান ছিল। যার মধ্যে ৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৯টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। ২০২১-২২ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৫৫৯.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ১২৪৩.০০ লক্ষ টাকা এবং কারিগরী সহায়তা ৮৩১৬.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২০২২ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্তসারঃ

বিনিয়োগ প্রকল্পঃ

১। প্রকল্পের নাম: "পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণাগার স্থাপন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প ১ম পর্ব

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ- (১) পরিবেশ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি। (২) পরিবেশ অধিদপ্তরের গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি।		
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	পরিবেশ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ৬ (ছয়) তলার ফাউন্ডেশনসহ ৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট অফিস ভবনের তিন তলার ছাদ ঢালাইয়ের শেষে ওয়াল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৩৫৬৩.৭৪১	৩৫৬৩.৭৪১	০.০০
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৭৬৭.৭৮		

২। প্রকল্পের নাম: Ecosystem-based Approaches to Adaptation in the Drought-Prone Barind Tract and Haor Wetland Area Project (EbA)

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	• বরেন্দ্রভূমি ও হাওড় এলাকায় সরকার ও বসবাসকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা • EbA এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব কমানো		
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	১. ১৫x১৫x২ কিউবিক মিটার আকারের ১২ টি পুকুর খনন করা হয়েছে। ২. ১,২৫,০০০ টি চারা গাছ রাস্তার পাশে লাগানো হয়েছে। ৩. বৃষ্টির পানির সংরক্ষরণের স্থান নির্ধারণ ও খসড়া মডেল তৈরী করা হয়েছে ৪. গ্রাম সংরক্ষণ দল (ভিসিজি) সমূহ গঠন করা হয়েছে। ৫. জলজ বনায়ণের খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন। ৬. স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের ওয়ার্কশপ,সেমিনার, প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৭. প্রশিক্ষণে কর্মপরিকল্পনা ও ম্যানুয়েল তৈরী করা।		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৪,২৭২.২৯	১৮৭.২০	৪,০৮৫.০৯
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জুলাই/২০১৯ - জুন/২০২২		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়/ অগ্রগতি জুন,২০২২ পর্যন্ত ৫৭০.০৭ লক্ষ টাকা		

৩। **প্রকল্পের নাম:** সুনীল অর্থনীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ সমীক্ষা

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল প্রকল্প এলাকার উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব সম্পদের সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি করা।		
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	উপকূলীয় ও সামুদিক মৎস্য (coastal and marine fisheries biodiversity); সামুদ্রিক উইড (seaweed resources); কোরাল (coral biodiversity); ম্যানগ্রোভ বন এবং সম্ভাবনাময় বনায়নযোগ্য এলাকার স্যাটেলাইট ইমেজ (Satellite imagery-based mangrove forest and potential plantation zones); উপকূলীয় ক্ষয়প্রাপ্ত এলকার ভৌগোলিক বিস্তারের মানচিত্র (Spatial maps of coastal erosion-accretion zones); উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব সম্পদের সমন্বিত তথ্যভান্ডার (Integrated database of coastal and marine biodiversity).		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৪৯৪	৪৯৪	-
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	১৮১.৪৫ (৩৬.৭৫%) (জুন/২০২২ পর্যন্ত)		

কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ

৩। **প্রকল্পের নাম:** শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	• জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ বাস্তবায়নে অংশীজনদের দক্ষতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি; • শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে দূষণের মাত্রা, উৎস এবং এর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং • শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম (পাইলটিং) এর মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কিছু কার্যক্রমঃ

		১. শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক ক্ষুদে বার্তা (Message) প্রচারের জন্য বিটিআরসিকে পত্র প্রদানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। (তারিখঃ ১৫.১২.২০২১) ২. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রনে সচেতনতা সৃষ্টিতে সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান এর সহযোগিতায় ও অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক বার্তা সম্বলিত বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন ও লিফলেট প্রচারের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল বিভাগ ও জেলা অফিসকে অনুরোধপত্র দেয়া হয়েছে। (তারিখঃ ১৫.১২.২০২১) ৩. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬' এর আলোকে নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সকল জেলা প্রশাসকদের পত্র প্রদান করা হয়েছে। (তারিখঃ ২৩.১১.২০২১) ৪. "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প" এর আওতায় নীরব এলাকা ঘোষণার জন্য সকল পৌরসভার মেয়রদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (তারিখঃ ২৩.১১.২০২১) ৫. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প এর আওতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এলাকাসমূহে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী (নো-হর্ন) বাস্তবায়নে বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত উদ্যোগ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সমন্বয়ে গত ০৯/১১/২০২১ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬. শব্দদূষণ সম্পর্কে সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড সচেতনতামূলক বার্তা/শ্লোগান এবং মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তা (Message) প্রচারের জন্য লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং মার্চেন্টস এসোসিয়েশন (ব্রামা) কে পত্র প্রদান করা হয়েছে। (তারিখঃ ০৪.১১.২০২১) ৭. "নীরব এলাকা" হিসেবে ঘোষিত আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় শব্দদূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার ও বিআরটিএ এর চেয়ারম্যান কে অনুরোধপত্র প্রদান করা হয়েছে। (তারিখ: ২৮.১০.২০২১) ৮. ১২.১০.২০২১ তারিখে বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এসেম্বলার এন্ড ম্যানুফেকচারার এসোসিয়েশনের সাথে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শব্দদূষণের ক্ষতিকারক দিকসমূহ, শব্দদূষণ রোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, শব্দদূষণের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সম্পর্কে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে অবহিত এবং এ বিষয়ে সচেতন করতে মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা (Message) প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হয়। এছাড়াও সিএসআর-এর অংশ হিসাবে বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানকে এতদসংক্রান্ত তথ্য প্রচারের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। (তারিখ: ২৮.১০.২০২১) ৯. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ও নীরব এলাকা বাস্তবায়নে বিআরটিএ/বাংলাদেশ পুলিশ/ রাইড শেয়ারিং সার্ভিসের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরে ১৯ আগস্ট ২০২১ একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত মোটরকার/মোটরসাইকেল চালকদের এবং নিবন্ধিত সেবা ব্যবহারকারীদের কোথায় হর্ণ বাজানো নিষেধ, অতিরিক্ত হর্ণ বাজানোর ক্ষতিকারক দিকসমূহ, অপ্রয়োজনীয় হর্ণের মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দদূষণ রোধে করণীয়, শব্দদূষণের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক

		বার্তা ও টিভিসি তাদের মোবাইলে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। (তারিখঃ ২৮.১০.২০২১) ১০. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক বার্তা/তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড স্থাপনের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার কে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (তারিখ: ১১.১০.২০২১) ১১. শব্দদূষণ সম্পর্কে সচেতনতামূলক বক্তব্য / শ্লোগান বাংলাদেশ বেতার/কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারের জন্য গত ১২ আগষ্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ বেতার এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক বেতার উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিগত ২৬.০৮.২০২১ তারিখে শব্দ সচেতনতমূলক বার্তা / শ্লোগান প্রচারের জন্য বাংলাদেশের সকল বেতার / কমিউনিটি রেডিওতে পত্র প্রেরণ করেছেন। (তারিখঃ ১২.০৮.২০২১) ১২. 'নীরব এলাকা' বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক ১২ জুলাই ২০২১ তারিখ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মাননীয় মেয়র এর সাথে সভা করেন। ১৩. এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ জুলাই ২০২১ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সমন্বয় সভা করা হয়েছে। ১৪. চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট বিভাগীয় শহরসহ জেলা শহরে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে ১৩৪ টি শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সর্বোমোট ৪৯ টি জেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১৫. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট ৯০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। ১৬. প্রকল্পের আওতায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে বিআরটিএ ও বিআরটিসি এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য খসড়া চুড়ান্ত করা হয়েছে। ১৭. ৬৪ টি জেলায় শব্দের মাত্রা পরিমাপ বিষয়ক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে (১৫.১২.২০২১)		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৪৭৯৮.৪৮	৪৭৯৮.৪৮	-
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জানুয়ারি ২০২০ – ডিসেম্বর ২০২৩		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৫৫৭.৭১		

২। **প্রকল্পের নাম:** স্টাবলিশিং ন্যাশনাল ল্যান্ড ইউজ এন্ড ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন প্রোফাইল টুওয়ার্ডস মেইনস্ট্রিমিং এসএলএম প্র্যাকটিস ইন সেক্ট পলিসিস (ইউএনএলইউএলডিইপি / এসএলএম)

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	বাংলাদেশ একটি অতি জনবহুল দেশ। বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছে। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে কৃষি জমি অতিশোষনের শিকার হচ্ছে। ফলে ক্রমশঃ ভূমির অবক্ষয় বাড়ছে। এছাড়া শিল্পদূষণ, নদীভাঙ্গন, ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন, ইত্যাদি কারণে ভূমির অবক্ষয় ঘটছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য জনসচেতনতা বাড়াতে ভূমি অবক্ষয়ের মাত্রা নির্ণয়, টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।		
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	ভুমি অবক্ষয় চিত্র তুলে ধরা । অঞ্চল ভেদে টেকসই ভুমি ব্যবস্থাপনা নির্ধারন ও ডকুমেন্টেশন। মাঠপর্যায়ে প্রযুক্তি প্রর্দশন ও কৃষকদের প্রশিক্ষন প্রদান ইত্যাদি।		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৬২০.৩৫	-	৫৬৯.৮৬
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন,২০২২		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৬২০.৩৫ (১০০%) (জুন/২০২২ পর্যন্ত)		

৩। **প্রকল্পের নাম:** এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য পাওয়ার সেক্টর উইথ দি ফাইনাল ডিসপোজাল অব পলিক্লোরিনেটেড বাই-ফিনাইল (পিসিবি) প্রকল্প

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	Polychlorinated bi-phenyls (PCBs) এর প্রভাব থেকে পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষা করার লক্ষ্যে দেশে বিদ্যমান PCB এর পরিবেশ সম্মত ভাবে ব্যবস্থাপনা ও বিনষ্ট করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ - ১. PCB এর পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর প্রভাব থেকে পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা। ২. দেশে বিদ্যমান PCB যুক্ত ৫০০ টন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করা । ৩. স্টকহোম কনভেনশনের PCB সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	১. PCB ইনভেন্টরী করার জন্য এক্সেসরিস ক্রয় করা হয়েছে। ২. প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ PCB সনাক্তকরণ বিষয়ে বিদ্যুৎ সেক্টরের ০৭টি সংস্থায় ০৮টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে (বিপিডিবি-০১টি, ডেসকো-০২টি, বিআরইবি-০২টি, ডিপিডিসি-০১টি, ওজোপাডিকো-০১টি, নেসকো-০১টি)। ৩. পিসিবি সনাক্তকরণ কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সেক্টরের ০৭টি সংস্থায় ১৩৯টি PCB ইনভেন্টরী টীম/সাব-টিম কর্তৃক টেস্ট কীটের মাধ্যমে ৩৮০০টি ট্রান্সফর্মারের স্যাম্পলিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪. বিদ্যুৎ সেক্টরের ০৭টি সংস্থার ট্রান্সফর্মারে (বিপিডিবি, বিআরইবি, ওজোপাডিকো, ডিপিডিসি, পিজিসিবি, ডেসকো ও নেসকো) পিসিবি স্যাম্পিলিং করার লক্ষ্যে ইউনিডো কর্তৃক নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে ২য় পর্যায়ে ১০,৩৬৪ টি ট্রান্সফর্মারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ৫. PCB রাসায়নিক পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবের সক্ষমতা নিরুপনঃ test kit এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে PCB সনাক্তকৃত ট্রান্সফর্মারের তৈলের সঠিক মাত্রা (concentration) রাসায়নিক পরীক্ষার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে; বাংলাদেশ শিল্প ও গবেষণা পরিষদ এবং লুব-রেফ বাংলাদেশ লিমিটেড (প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান) নামক দুইটি প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সক্ষমতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে লুব-রেফ বাংলাদেশ লিমিটেড (প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক বাংলাদেশ এক্রিডেশন বোর্ড থেকে এক্রিডিটেশন সার্টিফিকেট গ্রহন করা হয়েছে। ৬. PCB ম্যানেজমেন্ট প্লান প্রণয়নঃ PCB ম্যানেজমেন্ট প্লান প্রণয়ন এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে। ৭. ডাটাবেজ তৈরিঃ ডাটাবেজ তৈরিঃ PCB সমীক্ষার তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের লক্ষ্যে ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। ৮. জনসচেতনতামূলক উপকরন তৈরি ও বিতরন ও প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ ক্যাম্পেইন আয়োজন করার লক্ষ্যে এনজিও/ ফার্ম কনসালটেন্ট নিয়োগ করা রয়েছে।		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		২৪০০	-	২৪০০
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৩৮৪.৫৭ (১৬.০২%)		

৪। প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেইনিবিলিটি এন্ড ট্রান্সফরমেশন (বিইএসটি) প্রকল্প

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল অ্যাসেসমেন্ট, ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করা এবং ডিপিপি প্রস্তুত করা		
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেইনিবিলিটি এন্ড ট্রান্সফরমেশন (বিইএসটি) প্রকল্প প্রণয়নের জন্য ফিজিবিলিটি পরিচালিত করে প্র.....ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৯৯৮	-	৯৯৮
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জুলাই ২০২০- ডিসেম্বর ২০২২		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৩৪৮.২৪ (৩৪.৮৯%)		

৫। প্রকল্পের নাম: রিনিউয়াল অব ইন্সটিটিউশন্যাল স্ট্রেনদেনিং ফর দি ফেজ-আউট অব ওডিএস (ফেজ-৯)

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত ওজোন সেলের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার জন্য এবং কান্ট্রি প্রোগ্রাম-এ বর্ণিত ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনা করা।		
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	বিগত ২৯/০৮/২০২১খ্রি: তারিখে বিশ্ব ওজোন দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ১২/০৮/২০২১খ্রি: তারিখে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি লাইসেন্স নীতিমালা সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১খ্রি: বিশ্ব ওজোন দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে দৈনিক পত্রিকায় ৩টি ক্রোড়পত্র প্রকাশ, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং সেমিনার আয়োজন। ২০২১ বিশ্ব ওজোন দিবস উদযাপন উপলক্ষে পোস্টার ডিজাইন ও ১০০০ ফোল্ডার মূদ্রণ ও বিতরণ। বিগত ২২/০৯/২০২১খ্রি: তারিখে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি লাইসেন্স নীতিমালার চূড়ান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯/১২/২০২১খ্রি: তারিখে প্রকল্পের ভার্চুয়াল পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ০৫/০১/২০২২ খ্রি: তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পের (PSC)-র সভা অনুষ্ঠিত হয়।		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		১৭১.৮১	৩৫.৮০	১৪১.১১
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জুলাই ২০২০- জানুয়ারি ২০২২		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থ বছর আরএডিপিতে ৮১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ৮০.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগিত ৭২.০০%		

৬। প্রকল্পের নাম: স্ট্রেন্দেনিং ক্যাপাসিটি ফর মনিটরিং এনভায়ারনমেন্টাল এমিশনস আন্ডার দি প্যারিস এগ্রিমেন্ট ইন বাংলাদেশ

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে Greenhouse Gas (GHG) সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, নির্ভুলভাবে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন ও নির্গমন পরিমাপ এবং আন্তর্জার্তিক মানসম্পন্ন প্রতিবেদন তৈরিতে জাতীয় অংশীদারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, Online MRV Platform প্রস্তুত এবং তথ্য বিনিময়ের জন্য বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণে কাজ করা		
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	Greenhoue Gas Inventory এর উপর ToT এবং Statistical Analysis এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, BBS এর সাথে Institutional Arrangement সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করা হয়েছে, SQL-based এনভায়রনমেন্টাল ডাটাবেস তৈরী করা হয়েছে, ETF Roadmap এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, পরিবেশ অধিদপ্তরের GIS ল্যাব এর জন্য ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে, MRV Platform তৈরির কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের IT Infrastructure and Networking System এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং MRV Platform, Environmental Monitoring System এবং NAP Project এর climate change information and knowledge management (CCIKM) system-কে একত্রিত করে একটি Umbrella Platform তৈরির কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৭৩৪.০০	-	৭৩৪.০০
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জানুয়ারি ২০২০- জানুয়ারি ২০২৩		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৪০৩.৫৬		

৭। প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশঃ ফার্স্ট বাইয়েনিয়াল আপডেট রিপোর্ট টু দি ইউএনএফসিসিসি

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম বাইয়েনিয়াল আপডেট রিপোর্ট প্রস্তুতপূর্বক তা ইউএনএফসিসিসি-তে দাখিল করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ ১। UNFCCC-এর COP16 ও COP17 এর সিদ্ধান্ত পরিপালনের লক্ষ্যে প্রথম বাইয়েনিয়াল আপডেট রিপোর্ট দাখিল। ২। টেকসই Institutional Arrangement নিশ্চিতকরন। ৩। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।		
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	• বিগত ০৪ জুলাই ২০২১ প্রকল্পটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ NO Cost Extension আগামী ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। • প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (Project Implementation Committee-PIC)-এর ১ম সভা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। • ৫টি কম্পোনেন্ট এর কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কম্পোনেন্ট ১, ২, ৩ ও ৫ এর জন্য Nature Conservation Management (NACOM) এবং কম্পোনেন্ট ৪ এর জন্য Global Research and Marketing (GRM) এর সাথে ১০ অক্টোবর ২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। • ১৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে BUR1 প্রকল্পের Inception Workshop আয়োজন করা হয়েছে। • ১৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫টি কম্পোনেন্ট এর জন্য Inception Report দাখিল করা হয়েছে। • ২১ অক্টোবর ২০২১ দুটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান NACOM এবং GRM কে চুক্তিমূল্যের প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। • BUR1প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান NACOM এর সাথে ২৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে এবং GRM এর সাথে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে Inception meeting অনুষ্ঠিত হয়েছে। • তিনটি কোর সেক্টরাল ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। উপযুক্ত প্রতিনিধি চেয়ে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/অধিদপ্তর/বিভাগসমুহে মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। • ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে Project Steering Committee (PSC) এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/অধিদপ্তর/বিভাগসমুহে অধিদপ্তর কর্তৃক ফোকাল পয়েন্ট এবং একজন বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট এর প্রেরিতব্য নাম সমুহের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। • প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ৩টি Core Sectoral Working Group সমূহের ১ম সভা ১২ এপ্রিল ২০২২ পরিবেশ অধিদপ্তরের ৩য় তলার সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। • Core Sectoral Working Group-3 এর কমিটির আহবায়ক এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব সিদ্দিক যোবায়ের এর সভাপতিত্বে Component 4: Mitigation Analysis and MRV এর কারিগরী অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি সভা ২৫ মে ২০২২ পরিবেশ অধিদপ্তরের ৩য় তলার সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়।		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৪১৫.০০	-	৪১৫.০০
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	১৬৬.৮৯		

৮। প্রকল্পের নাম: পেস্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	কীটনাশকের ক্ষতির প্রভাব হতে মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় দেশের বিদ্যমান অব্যবহৃত কীটনাশকের (৫০০ টন ডিডিটি (Dichlorodiphenyltrichloroethane) (DDT)) পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা।		
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	১. ২৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ইনসেপশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে; ২. জরুরী প্রস্তুতির উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে; ৩. বিপজ্জনক বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে; ৪. স্থানীয় শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে; ৫. ডিডিটি নিষ্পত্তি কার্যক্রমে সহায়তা ও নিরীক্ষণের জন্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে; ৬. কারিগরি কমিটির দুটি সভা সংগঠিত হয়েছে এবং সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে; ৭. পরিবেশ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের সাথে চুক্তিপত্র (LOA) স্বাক্ষরিত হয়েছে; ৮. পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রাম MSD সাইটের দায়িত্ব বুঝে নেওয়া হয়েছে; ৯. প্রয়োজনীয় সমস্থ কার্যক্রম বাসেল কনভেনশন অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে; ১০. রপ্তানি পারমিট প্রাপ্ত হয়েছে. ১১. ডিডিটি রপ্তানির বিষয়ে এনবিআরের অনুমোদন পাওয়া গেছে।		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৭০০৯.২৮	-	৭০০৯.২৮
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জানুয়ারি ২০২০- জানুয়ারি ২০২৩		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	৩২০৬.২১		

৯। প্রকল্পের নাম: HCFC Phase out Management Plan (HPMP Stage-II)

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্য HCFC এর ব্যবহার হ্রাস সংক্রান্ত মন্ট্রিল প্রটোকল কমপ্লায়েন্স লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশকে সহায়তা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য: প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল ৫টি রেফ্রিজারেন্ট এবং ১টি চিলার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ১৭.০৯ ওজোন ডিপ্লেটিং পটেনশিয়াল (ODP) টন (১৭.৩০ CO_2-eq টন) হ্রাস করা।		
২	প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম	• প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। • প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং প্রকল্পের পার্টনার ৬টি কোম্পানীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। • ১৩ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করা হয়েছে। • ২৬ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) গঠন করা হয়েছে। • ইতোমধ্যে চুক্তির ১ম ও ২য় কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। • ক্রয়তব্য যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন তৈরি করা হয়েছে। • কোম্পানিসমূহ কর্তৃক কনভারসন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এলসি খোলা হয়েছে। লেআউট পরিকল্পনা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইউএনডিপি কর্তৃক সেফটি ও ডিজাইন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।		
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
		৪৫৪২	-	৪৫৪২
৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	জানুয়ারি ২০২১- জনু ২০২৫		
৫	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	১১০৯.৫৬ (২৪.৪৩%) (জুন ২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত)		

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর অর্থায়নে মোট ৪টি প্রকল্প পরিবেশ অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।

১। প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের শহরগুলোর (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম -দ্বিতীয় পর্ব।

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ (প্রস্তাবিত ২০২১)।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালকের নামঃ জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের%)
৫০০.০০	৩৭৫ (৭৫%)	৩২৪.৯১ (৬৪.৯৮%)

২। প্রকল্পের নামঃ ঢাকা শহরের গুলশান, গণভবন (মোহাম্মদপুর), ধানমন্ডি ও আজিমপুর এলাকা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ ও খুলশী এলাকার বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি-আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১)।

প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০২০ (প্রস্তাবিত ২০২৩)।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২১৮৩.১৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালকের নামঃ জনাব মাসুদ ইকবাল মোহাম্মদ শামীম ।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ	জুন ২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের%)
২১৮৩.১৩	১৮৮৮.৭১ (৮৬.৫১%)	১৪৩০.৫৯ (৬৫.৫২%)

৩। প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপন এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর প্রভাব নিরুপণ।

প্রকল্প মেয়াদঃ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ৩০ জুন ২০২০।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প পরিচালকের নামঃ জনাব মির্জা শওকত আলি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ	জুন ২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের%)
১০০	৭৫ (৭৫%)	৬৯.৭২ (৬৯.৭২%)

৪। প্রকল্পের নামঃ স্ট্রেংদেনিং এন্ড কনসোলিডেশন অফ কমিউনিটি বেসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থরু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন এন্ড সোশ্যাল প্রটেকশন।

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২০ (প্রস্তাবিত জুন ২০২১)।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা (জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ৪২০.০০ লক্ষ টাকা এবং UNDP-EKN:২২৬.০০ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)।

প্রকল্প পরিচালকের নামঃ জনাব এ কে এম রফিকুল ইসলাম।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থের পরিমাণ	জুন ২০২০ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের%)
৪২০.০০ (বিসিসিটি) ২২৬.০০ (ইকেএন)	৩৩৫.০০ (৮০%) ২২৬ (১০০%)	৩৩৫ (৭৯.৭৬%) ২২৬ (৩৪.৯৮%)

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্তৃক ভবিষৎতে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হবে তার সম্ভাব্য তালিকা:

(ক) জিওবি অর্থায়নে প্রস্তাবিত প্রকল্প

ক্র.নং	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম এবং মেয়াদ	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	ইকোসিস্টেম বেজড সাস্টেইনেবল টাংগুয়ার হাওড় ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	৪৮০০

(খ) উন্নয়ন সহযোগী অর্থায়নে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

ক্র.নং	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম এবং মেয়াদ	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন ডলার)
১.	Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Coastal and Riverine Small Islands Char land in Bangladesh (GEF through UNDP)	৯.১২
২.	Sustainable Management of the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Program (Regional Project) (GEF through FAO)	১৫.৫৫
৩.	Integrating climate change adaptation into sustainable development pathways of Bangladesh (GEF through UNDP)	৫.৭
৪.	Implementing ecosystem-based management in Ecologically Critical Areas in Bangladesh (GEF through UNDP)	৩.৫
৫.	Integrated Approach towards Sustainable Plastic use and (Marine) Litter Prevention in Bangladesh (Norway through UNIDO)	৪.৪৬
৬.	Building Climate Resilience Livelihoods in Vulnerable Landscapes of Bangladesh	৮.৯৩
৭.	Bangladesh Environmental Sustainability & Transformation (BEST) Project	৪৫০.০০
৮.	Community-based Management of Tanguar Haor Wetland in Bangladesh	৪.৬

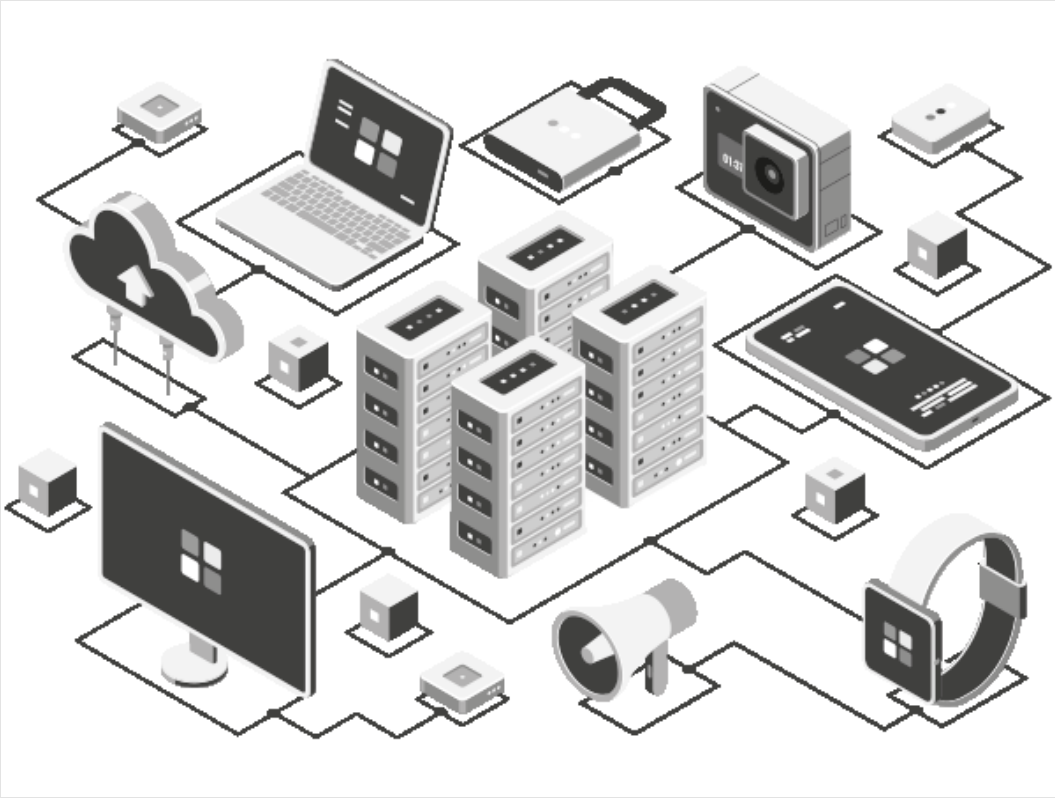

নবম অধ্যায়

আইটি বিষয়ক কার্যক্রম

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন তথা জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ অনুসরণে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে উন্নীত করতে বর্তমান সরকার সকল ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পর্যায়ক্রমে সকল কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর সকল সেবা পর্যায়ক্রমে অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন ই-ল্যাব সেবা ইতোমধ্যে অনলাইনে নিষ্পত্তি করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ইহার ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের সকল সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে যে সকল অনলাইনভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করে তার তথ্যাবলি প্রদান করা হলঃ

১. অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের ট্রেজারি চালান ও গবেষণাগার রিপোর্ট ফি প্রদান সংক্রান্ত সেবা

২০১৫ সালে হার্ডকপি তে পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু হার্ডকপিতে ছাড়পত্রের রিপোর্ট গ্রহণ ও প্রেরণ অনেক সময়সাপেক্ষ ছিল। এতে জনগণকে দীর্ঘ লাইনে ব্যাংকের শাখাগুলোতে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। এতে জনগন ও উদ্যোক্তাগণকে দ্রুত সেবাপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হত। ২০১৮ সালে অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তিতে ২০২১ সালে অনলাইনে মোবাইল ব্যাংকিং (Bkash/Nagad/Rocket), cards (Mastercard/VISA/AMEX), Sonali bank online transaction এর মাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্রের ট্রেজারি চালান ও গবেষণাগার রিপোর্ট ফি প্রদান শুরু হয়। এতে উদ্যোক্তাগণ ও জনগণ পরিবেশগত ছাড়পত্রের ফি দ্রুতসময়ে অনলাইনে ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ট্রেজারি চালান ও গবেষণাগার রিপোর্ট ফি পরিশোধ করতে পারছে ও জনদুর্ভোগ লাঘব হয়েছে।

২. পরিবেশ অধিদপ্তরের সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ

পরিবেশ অধিদপ্তরে হার্ডকপিতে পূর্বে পরিবেশের EIA, Zero discharge, ETP approval এর আবেদন কার্যক্রম অনেক সময়সাপেক্ষ ছিল। এতে জনদুর্ভোগ ও দীর্ঘসূত্রিতা বেড়ে যেত। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্রের ন্যায় EIA approval, TOR approval, Zero discharge approval, ETP/STP approval এর জন্য অনলাইনে উদ্যোক্তা কর্তৃক আবেদনের প্রক্রিয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। একই সাথে ডিজিটাল অনুমোদন পত্র প্রদান করা হচ্ছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত ছক ও তথ্যচিত্র :

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরণ	মোট আবেদন	মোট ছাড়পত্র/ নবায়ন	পরিবেশগত/ অবস্থানগত ছাড়পত্র	পরিবেশগত/ অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান	নবায়নের আবেদন	নবায়ন প্রদান
সবুজ	695	470	414	238	281	232
কমলা (ক)	5179	3850	2562	1593	2617	2257
কমলা (খ)	17250	11091	5534	2105	11716	8986
লাল	4716	2783	1436	376	3280	2407
মোট সংখ্যা	27840	18194	9946	4312	17894	13882

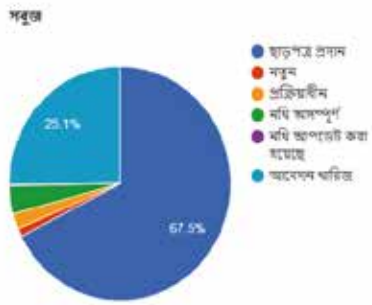

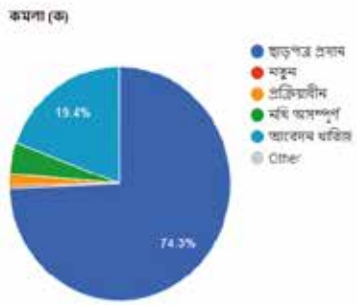

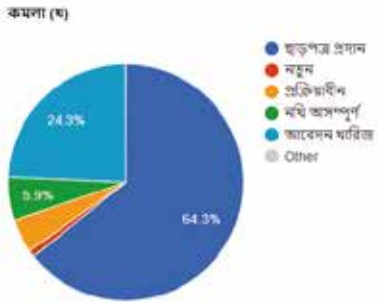

৩. ক্লাউড সার্ভিস ব্যবহারে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বে ফাইল আদান প্রদান অনেক সময়সাপেক্ষ ছিল। এছাড়া ফাইলসমূহ দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণের কোন প্রক্রিয়া ছিল না। এতে অধিদপ্তরে বহুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল হারিয়ে যাবার আশংকা ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে ১০ TB স্টোরেজ এর একটি ক্লাউড সার্ভিস National data center হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সদর দপ্তর, বিভাগীয় অফিস, জেলা অফিস নিজেদের মধ্যে দ্রুতসময়ে তথ্য সংগ্রহ ও শেয়ার করা সম্ভব হচ্ছে। এতে কার্যালয়সমূহের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৪. পরিবেশ অধিদপ্তরের এককেন্দ্রিক সেবা প্রদান

পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যকার ইন্টিগ্রেশন সিস্টেম ছিল না। এতে সকল দপ্তরে গিয়ে জনগন ও উদ্যোক্তাগণকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হত। তবে বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সরকারের অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহ ইন্টিগ্রেশন সিস্টেমের আওতায় চলে এসেছে। বর্তমানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর BEZA, BEPZA, BSCIC এর সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইন সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন হয়েছে ও আরো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহের সাথে ইন্টিগ্রেশন চলমান রয়েছে।

৫. পরিবেশ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন

পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বে হার্ডকপি ফাইলের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হত। এতে উদ্যোক্তাগণকে সেবা পেতে অনেক বেগ পোহাতে হত। বর্তমানে ডাটা ম্যানেজমেন্ট এর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষে Central Data Center স্থাপন করা হয়েছে। এই ডাটাসেন্টার হতে ল্যান ম্যানেজমেন্ট করা হয়। ইতোমধ্যে বিভিন্ন Network service সচল করা হয়েছে। যেমনঃ ADC, DC, DHCP, FTP, Web server, File server, surveillance camera, WiFi, Firewall security, Backup server, antivirus server.

৬. পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েব মেইল সংক্রান্ত সেবা

পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের মধ্যে হার্ডকপি লেনদেন অনেক সময়সাপেক্ষ ছিল। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েব মেইল নিয়ামিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন ই-মেইল আইডি খোলা, ই-মেইল আইডি লক/বন্ধ থাকলে আনলক করা, ইউজারের পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধার, Quota Management ইত্যাদি কার্যক্রম চালু করার মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ করা হয়েছে।

৭. অনলাইনে জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি

পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে অভিযোগ নিষ্পন্ন হতে অনেক সময় লেগে যেত। এতে জনগণের বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে দপ্তর প্রধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনেক সময় লেগে যেত। তবে বর্তমানে অভিযোগ নিষ্পন্ন ব্যবস্থা (GRS) এর মাধ্যমে অনেক দ্রুতসময়ে সকল অভিযোগ নিষ্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

৮. কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যবস্থা

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পূর্বে হার্ডকপি ফাইল ব্যবহার করা হত। এতে জনগনের সেবা প্রদান অনেক সময়সাপেক্ষ ছিল ও সেবা প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হত। বর্তমানে ল্যানভুক্ত প্রায় ২০০ টি কম্পিউটার ও ল্যাপটপ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ত ফাইলসমূহের আদানপ্রদান দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। বর্তমানে এই ডিভাইসগুলো সচল রাখার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

৯. ফেসবুকে পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার

পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় আনয়ন পূর্বে অনেক সময়সাপেক্ষ ছিল। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্যাণ ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি ফেসবুক পেজের মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ফেসবুকের ঠিকানা হলঃ https://www.facebook.com/doebd। ফেসবুকের মাধ্যমে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম (নোটিশ, গণবিজ্ঞপ্তি, সচেতনতামূলক তথ্য ইত্যাদি) আইটি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

দশম অধ্যায়

আইন বিষয়ক কার্যক্রম

পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধন রোধ কল্পে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় আইন, বিধি ও নীতিমালা বাস্তবায়ন ও প্রণয়নে আইন শাখা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিদ্যমান মামলা ও মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিটের কার্যক্রম পরিচালনায় আইন শাখা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাকে যুগোপযোগী করার পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তর আইন শাখা কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০), পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ ও চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ সংশোধনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া সংশোধিত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২২ চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের আইন শাখার অন্যান্য কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নে পরিবেশগত দিক বিবেচনায় নিয়ে মতামত প্রদান করা হয়। ইতোপূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের আইন শাখাকে দলগতভাবে উদ্ভাবনী পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক যে সকল আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তার তালিকা নিম্নরূপঃ

- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১;
- বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২;

রিট মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

	পূর্ব হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত		জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত		জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত	মন্তব্য (জুন ২০২২ পর্যন্ত)
ক্রমিক নং	মোট রিট মামলা	দফাওয়ারী জবাব/Compliance Report প্রেরণ এর সংখ্যা	রিট মামলার সংখ্যা	দফাওয়ারী জবাব/ Compliance Report প্রেরণ এর সংখ্যা	খারিজ/নিস্পত্তি করা হয়েছে	সর্বমোট নিস্পত্তি করা হয়েছে
১	১৩২৬টি	১০২০টি	৪৭৬টি	১১৩টি	২৬৫টি	৬৬০টি

পরিবেশ বিষয়ক দায়েরকৃত রিট পিটিশনের বছরভিত্তিক একটি তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং:	বছর	দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	জবাব প্রেরিত মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তি সংখ্যা
১.	২০২১-২০২২	৪৭৬	১১৩	২৬৫

পরিবেশ সংক্রান্ত দায়েরকৃত মামলার তথ্য জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত

➢ পরিবেশ আদালতে মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	পূর্ব হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত		জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত
	পরিবেশ আদালতে বিদ্যমান মামলা	চার্জশীট দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	চার্জশীট দাখিলের সংখ্যা
১.	৯০৪টি	৭৩৯টি	১২৫টি

➢ স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	পূর্ব হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত		জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত
	মোট মামলা	চার্জশীট দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	চার্জশীট দাখিলের সংখ্যা
১.	৫৫৬টি	৩৫১টি	১৭৭টি

রিট পিটিশনের বছরভিত্তিক তথ্যচিত্রঃ

ক্রমিক নং:	বছর (জানুয়ারী-ডিসেম্বর)	দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	জবাব প্রেরিত মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তি সংখ্যা
১.	২০০২	১১	০৫	০
২.	২০০৩	৪৫	১৪	০
৩.	২০০৪	১৩	২১	০
৪.	২০০৫	২৬	২৪	০
৫.	২০০৬	২৬	০৮	০
৬.	২০০৭	১৬	০৭	০
৭.	২০০৮	৫৬	১৭	০
৮.	২০০৯	৪৪	২৬	০
৯.	২০১০	৫০	৫২	০
১০.	২০১১	৯৮	৩০	০
১১.	২০১২	৯২	৩২	১
১২.	২০১৩	৪৫	৪০	১
১৩.	২০১৪	৯৪	৬৭	১
১৪.	২০১৫	৯৮	৫২	২
১৫.	২০১৬	১২১	২৬	১
১৬.	২০১৭	১৪৮	৭০	২
১৭.	২০১৮	১৯৮	৭২	২
১৮.	২০১৯	১৫১	২১৯	১৯৯
১৯.	২০২০	১৩৫	৮৩	১১৯
২০.	২০২১	২৪৩	৮০	১৫২
২১.	২০২২	৩৩০	৯৪	২২৯
সর্বমোট=		২০৪০টি	১০৩৯টি	**৭১০টি**

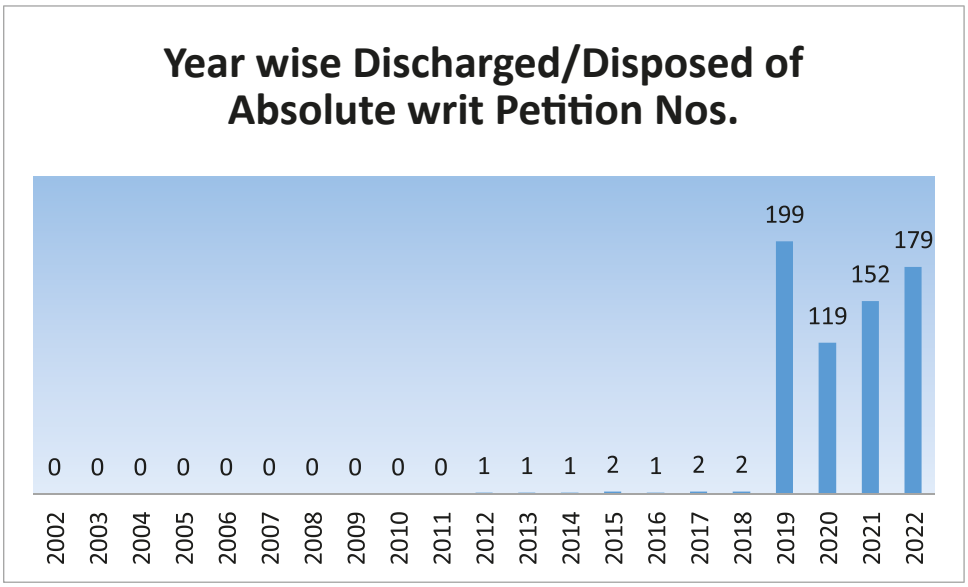

➢ ২০২১-২০২২ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের আইন শাখা কর্তৃক বিভিন্ন আইন/ বিধিমালা/নীতিমালার উপর প্রদত্ত মতামতের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিভিন্ন আইন/বিধিমালা/নীতিমালার নাম
১.	জাতীয় ক্রীড়া নীতি ২০২২
২.	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন ২০২২
৩.	খসড়া ন্যাশনাল টেলিমেডিসিন গাইডলাইন ও নীতিমালা
৪.	বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০২২
৫.	রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০২২
৬.	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২
৭.	আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪
৮.	The Railways (Amendment) Act, 2021
৯.	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২১
১০.	ফার্মেসী আইন ২০২১
১১.	ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২২
১২.	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড বিধিমালা ২০২১
১৩.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২
১৪.	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২

একাদশ অধ্যায়

বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম

কঠিন বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিবেশ অধিদপ্তরে বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা শাখা নামে একটি শাখার কার্যক্রম অক্টোবর/২০২০ সালে চালু করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা শাখার মূল কাজ হলো সমগ্র দেশে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিবেশ সম্মতভাবে ব্যবস্থাপনার বিষয়টি মনিটরিং এবং আমদানিকৃত ও উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনায় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করা এবং তা বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করা।

বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

১. বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ আমদানির ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্তঃ

বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা শাখা হতে বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এর বিধি ১৪ মোতাবেক তফসিল-১ এর অন্তর্ভুক্ত বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ আমদানীর ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অক্টোবর/২০২১ হতে শুরু করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আবেদন প্রাপ্তি	ছাড়পত্র প্রদান	আবেদন বাতিল	রাজস্ব আয়
১,৭৭১ টি	১,৫৬৫ টি	১২ টি	১,৪৪,৬৯,২৫০ টাকা

বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ আমদানির ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্তঃ

২. বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্তঃ

ক. বিভিন্ন ধরণের ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে উক্ত বিধিমালার বিধি (১০) অনুযায়ী ই-বর্জ্যের নিবন্ধন প্রদান করা হচ্ছে।

খ. প্লাস্টিক/পলিথিনসহ সকল ধরণের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিধিমালায় সংশ্লিষ্ট সকলের দায়দায়িত্ব নিরূপণসহ বিধি-বিধান লংঘনের অপরাধে দন্ড প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত উক্ত বিধিমালাটি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ. কোভিড-১৯ এর কারণে সম্প্রতি চিকিৎসা বর্জ্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধির ফলে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ. GIZ এর কারিগরি সহায়তায় Chemical Substances (Management) Rules নামক বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালাটি প্রণীত হলে দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত সকল রাসায়নিক পদার্থসমূহ মনিটরিং ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা সহজতর হবে।

ঙ. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ অনুসারে EPR (Extended Producer Responsibility) নির্দেশিকা প্রণয়নেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রমসমূহঃ

ক. প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১০ (দশ) বছর মেয়াদী Towards A Multisectoral Action Plan For Sustainable Plastic Management In Bangladesh প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত Action Plan- এ Plastic Management এর ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণীত কর্ম পরিকল্পনা-এ ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০% Virgin Material ব্যবহার হ্রাস করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০% সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% প্লাস্টিক বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০% সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ বছর মেয়াদী এই কর্মপরিকল্পনায় 3R (Reduce, Reuse, Recycle) কৌশলের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

খ. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধকরণের লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের ১২টি জেলার ৪০টি উপজেলা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ০৮(আট) টি এলাকাকে কোস্টাল এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩(তিন) বছর মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে গেজেট প্রণয়ন করেছে।

৪ বিভিন্ন কমিটি গঠন ও সভা আয়োজন সংক্রান্তঃ

১. প্লাস্টিক/পলিথিনজাত পণ্যের সুষ্ঠু ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি, UNIDO ও বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধি, BUET ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ, ড. মোবারক আহমেদ খান, বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন, বিজিএমইএ. বিপিজিএমইএ, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন, প্লাস্টিক উৎপাদনকারী বিভিন্ন ব্যান্ডওনার, বায়োডিগ্রেডেবল প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধি-এর সমন্বয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক 'প্লাস্টিক/পলিথিনজাত পণ্য ও মোড়কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা' কারিগরি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। গত ২২.০৩.২০২২ খ্রি: তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ-এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিয়ে উক্ত কারিগরি কমিটির সভা আয়োজন করা হয়।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ-এর সভাপতিত্বে 'প্লাস্টিক/পলিথিনজাত পণ্য ও মোড়কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা' কারিগরি ওয়ার্কিং কমিটির সভা।

২. 'প্লাস্টিক/পলিথিনজাত পণ্য ও মোড়কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা' সংক্রান্ত কারিগরি ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন ব্যান্ডওনার এর প্রতিনিধিকে সদস্য করে প্লাস্টিক দূষণ রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে TVC, গান, এনিমেশন ও ভিডিও তৈরি এবং প্রচার বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৩. 'প্লাস্টিক/পলিথিনজাত পণ্য ও মোড়কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা' সংক্রান্ত কারিগরি ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তর-এর প্রতিনিধিকে সদস্য করে পলিথিনের বিকল্প বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগ এর প্রচলন ও বহুবিধ ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রমকে ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৪. 'প্লাস্টিক/পলিথিনজাত পণ্য ও মোড়কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা' সংক্রান্ত কারিগরি ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তর হতে-

(ক) বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক ও পেট্রোলিয়ামজাত প্লাস্টিক এর এইচএস কোড পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-কে অনুরোধ করা, (খ) নির্বাচিত উপকূলীয় এলাকায় প্লাস্টিক চামচ, Straw I Stirer নিষিদ্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (গ) 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Secondary Transfer Station (STS)-এ শ্রেণিভিত্তিক বর্জ্য সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্জ্য সংগ্রহের কার্যকর ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৫. বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ (Waste and Chemicals) সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির কার্যক্রমসমূহঃ

ক. পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ (Waste and Chemicals) সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক বর্জ্য পরিত্যাজন, মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশসম্মত ভাবে অপসারণে মতামত প্রদান করা হয়;

খ. বিভিন্ন ধরণের Pesticide, মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ এর Chemical Composition, Toxicological Information, Environment I Fate & Behaviour and Residual Information, Certificate of Analysis (CoA), Material Safety Data Sheet (MSDS) পর্যালোচনাপূর্বক Pesticide, মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ আমদানি/নিবন্ধনের লক্ষ্যে অনাপত্তি প্রদান করা হয়।

গ. Hazardous Waste বাংলাদেশ হতে অন্য দেশে রপ্তানি এবং অন্য দেশ হতে বাংলাদেশে আমদানির নিমিত্ত Transboundary Movement এর ক্ষেত্রে Basel Convention অনুযায়ী Prior Informed Consent (PIC) প্রদান ও গ্রহণের কার্যক্রম করা হয় করা হয়। চট্টগ্রামের এমএসডি গোডাউনে প্রায় ৩৬ বছর যাবত সংরক্ষিত ক্ষতিকারক নিষিদ্ধ ও মেয়াদোত্তীর্ণ ৫০০.০০ মে: টন DDT সম্প্রতি

পরিবেশসম্মত ভাবে ধ্বংসকরণে ফ্রান্সে প্রেরণের লক্ষ্যে ১৪টি দেশে Transit এর জন্য উক্ত দেশসমূহ হতে Basel Convention অনুযায়ী Prior Informed Consent (PIC) গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র: মেয়াদোত্তীর্ণ ৫০০ মে: ট: DDT পরিবেশসম্মতভাবে ডিসপোসালের লক্ষ্যে Inauguration-এ প্রধান অতিথি সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

চিত্র: মেয়াদোত্তীর্ণ ৫০০ মে: ট: DDT পরিবেশসম্মতভাবে ডিসপোসালের লক্ষ্যে তিন স্তরের Multi-layer প্যাকেজিং।

ঘ. Hazardous, Restricted and Ban Chemical/Pesticide বাংলাদেশে আমদানির ক্ষেত্রে কেমিক্যাল/পেস্টিসাইডের Material Safety Data Sheet (MSDS), environmental issue, Environmental Fate & Behaviour and Residual Information পর্যালোচনাপূর্বক Rotterdam Convention এর আওতায় Explicit Consent/Export Notification প্রদান করা হয়।

২০২১-২২ অর্থ বছরে বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ (Waste and Chemicals) সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির এ সংক্রান্ত নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

Pesticide ও মৎস্যখাদ্য আমদানির অনাপত্তি	PIC (Prior Informed Consent) প্রদান	Explicit Consent/Export Notification প্রদান	কারিগরি মতামত প্রদান
১০ টি	০৮ টি	১৯ টি	১০ টি

৬. মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) এর আর্থিক সহায়তায় 'ওয়েস্ট কনসার্ন' নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Strengthening Medical Waste Management in Greater Dhaka under the Bangladesh Climate and Environment Programme প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, গাজীপুর, সাভারসহ বৃহত্তর ঢাকা এলাকা এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহে ৩০০ (তিনশত) হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বেসলাইন সার্ভে করা হয়েছে, মেডিকেল টেকনোলোজিস্টদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ইনসিনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।

৭. জনসচেতনতা বৃদ্ধিঃ

কঠিন বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থের সুষ্ঠু পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টিতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে লিফলেট বিতরণ, পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন, TVC তৈরি ও প্রচার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৮. প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ

পরিবেশ অধিদপ্তরে বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা শাখার উদ্যোগে এওত এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ০২ টি গ্রুপে Chemical Management ও Hazardous Waste Management বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের Chemical Management বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

৯. বিবিধ কার্যক্রমঃ

ক. ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে মজুদকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যসমূহ পরিবেশসম্মতভাবে বিনষ্টকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত মতামত/পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। খ. গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক ইত্যাদি অপারেটরসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট ই-বর্জ্য পরিবেশ সম্মতভাবে ধ্বংসকরণের নিমিত্ত অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়
মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়

১। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ঃ

শ্রেণী	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	৪০	৪৩	০
কমলা-ক	১৮১	১৭৯	১৬
কমলা-খ	১০০৬	৮৪২	২০৪
লাল	৪৪২	৩২৫	১০২

২। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন প্রদানঃ

শ্রেণী	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	৫৬	৫৬	৪
কমলা-ক	৪৩৮	৩৭৪	৪৪
কমলা-খ	৩২২৫	২৭০৯	৪৯৮
লাল	১৪৭২	১২৩৬	১৬৮

৩। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাতকরণের কারণে মোট ২৬ (ছাব্বিশ) টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ৪০ (চল্লিশ) টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৮৬২০০০/- টাকা জরিমানা আদায়সহ আনুমানিক ৪৬.৬৪ টন নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়। কালো ধোঁয়া নিঃসরণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ২৪ টি যানবাহনকে ২৯০০০ (উনত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়। বেআইনিভাবে ইটভাটা পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ১৮৪ টি অভিযান পরিচালনা করে ১৩০ টি মামলা দায়েরপূর্বক ১৪২ টি ইটভাটার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ৮,২৬,৫০,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সাথে শব্দ দূষনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ১৭ টি যানবাহনকে এবং ০১ টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১৭,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

৪। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত, নিষ্পত্তি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ
০১	১৬২	১৫৪	৮

০৫। এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প/ব্যক্তি কর্তৃক নদী, বায়ু, শব্দ, জলাধার ভরাটের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতির জন্য জলাশয় ভরাটকারী ০২ (দুই) টি হাউজিং প্রকল্পের ২৩ টি ড্রেজার পাইপ জব্দকরণসহ এবং ২টি ড্রেজার সীলগালা করে কার্যক্রম সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করে দেয়া হয়। ধলেশ্বরী নদী দূষণের দায়ে বিসিক চামড়া শিল্প নগরীর ০৭ টি ট্যানারীতে অভিযান পরিচালনা করে সেবা সংযোগ (পানি ও বিদ্যুৎ) বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। পরিবেশ দূষণকারী মোট ৫৩৪ টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ৭,৪২,৪,২১২/- (সাত কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চার হাজার দুইশত বার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এনফোর্সমেন্ট অভিযানের কার্যক্রম জোরদারের প্রেক্ষিতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিল্প কারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ৬৩ (তেষট্টি) টি নতুন ইটিপি ও বায়ূদূষণ রোধে ০৫ (পাঁচ) এটিপি স্থাপিত হয়েছে।

পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান / ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ ও জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় বিজ্ঞ পরিবেশ আদালতে এ পর্যন্ত মোট ৩০ টি মামলা চলমান আছে যার মধ্যে ১৩ টি মামলার চার্জশীট ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। তাছাড়া স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোট ৫৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১৩ টি মামলার চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে।

০৬। পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ

পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পৌরসভা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে ৮৮ টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া পলিথিন ও শব্দ দূষণ বিরোধী এবং কোরবানী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন শ্লোগান ও লিফলেট জেলা কার্যালয়সমূহ কর্তৃক বিভিন্ন বাজারে বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

০৭। শিল্পকারখানা পরিদর্শনঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, ফরিদপুর জেলা কার্যালয়ে অবস্থিত শিল্প কারখানার মধ্যে ২৫৮৩ টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। ২৩৪০টি শিল্প কারখানা পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ৩০৮ টি শিল্প কারখানাকে আইন ও বিধি পালন করে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে Compliance-এ আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

০৮। গণশুনানীর আয়োজনঃ

যেকোন পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়ের অধীন জেলাসমূহে উক্ত জেলার জনসাধারণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তথা অংশীজনদের নিয়ে প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৭৭ টি গণশুণানীর আয়োজন করা হয়। উক্ত গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

০৯। রাজস্ব আদায়ঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়ের অধীন জেলাসমূহে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন ফি, গবেষনাগারের পরীক্ষা ফি (অন্যান্য) বাবদ ১৭,২৮,৪৭,৮৩৬/- টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়।

১০। সিভিল অডিটঃ এই অর্থ বছরে কোনো সিভিল অডিট হয়নি।

১১। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন (ছবিসহ জেলা ভিত্তিক)ঃ পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা অঞ্চল কার্যালয় ও এর অধীন জেলা সমূহে বর্ণিত বছরে বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

১২। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে যৌথ কার্যক্রম (ছবিসহ বর্ণনা)ঃ

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ জেলা কাযালয় কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান।

চিত্র: ফরিদপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান।

চিত্র: রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে শব্দ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ / কর্মশালা আয়োজন।

চিত্র: ঢাকা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক অবৈধভাবে ব্যাটারী গলিয়ে সীসা উৎপাদনকারী কারখানায় পরিচালিত অভিযান।

চিত্র: মুন্সীগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট।

চিত্র: শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প এর আওতায় পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন।

চিত্র: টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ এ পুরস্কার বিতরণ।

চিত্র: নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট।

চিত্র: নরসিংদী জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে কর্মশালার আয়োজন।

পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা মহানগর কার্যালয়

১। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানঃ

শ্রেণী	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	৩৭	১৯	অবশিষ্ট আবেদনগুলো বিধিমোতাবেক আবেদনকারী বরাবর পত্র প্রেরণ করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
কমলা-ক	২০৬	৭৯	ঐ
কমলা-খ	২৮৩	৯৭	ঐ
লাল	১৫৪	৮১	ঐ

২। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন প্রদানঃ

শ্রেণী	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	৩৩	২৬	অবশিষ্ট আবেদনগুলো বিধিমোতাবেক আবেদনকারী বরাবর পত্র প্রেরণ করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
কমলা-ক	২২৬	১৮৫	ঐ
কমলা-খ	৫২৪	৪৬৬	ঐ
লাল	২১৬	১৫৪	ঐ

৩। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাতকরণের কারণে মোট ০৩ টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ০৯ টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৬০,৫০০/- টাকা জরিমানা আদায়সহ ৫১৫.৫ কেজি নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়। কালো ধোঁয়া নিঃসরণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ১৫,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। উল্লেখ্য পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা মহানগর কার্যালয়ের আওতাধীন ২টি ইটভাটা রয়েছে যার মধ্যে ১ টি ইটভাটা এ দপ্তরের নির্দেশে বন্ধ করা হয়েছে এবং অপর ইটভাটা হফম্যান হাইব্রিড প্রযুক্তির যা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশ এর বিরুদ্ধে মহামান্য উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দাখিল করে এ দপ্তরের নির্দেশ এর স্থিতাবস্থা জারী করে পরিচালনা করা হচ্ছে।

৪। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত, নিষ্পত্তি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ
১।২০২১-২০২২ অর্থ বছর	১০১	১০১	০০
মোট	১০১	১০১	০০

০৫। এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প/ব্যক্তি কর্তৃক নদী, বায়ু, শব্দ, জলাধার ভরাটের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য ৬৭ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ৩,৭০,২৭,৮৫৭ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং ৫২,৬৩,২২৩ টাকা আদায় করা হয়। এনফোর্সমেন্ট অভিযান কার্যক্রম জোরদারের প্রেক্ষিতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিল্প কারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ১৯টি নতুন ইটিপি স্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ, জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় বিজ্ঞ পরিবেশ আদালতে এ পর্যন্ত মোট ১২৭টি মামলা চলমান আছে যার মধ্যে ১২৪ টি মামলার চার্জশীট ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। তাছাড়া স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোট ২২ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১২ টি মামলার চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে।

০৬। পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ

পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে ১২টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া পলিথিন ও শব্দ দূষণ বিরোধী শ্লোগান ও লিফলেট বিভিন্ন বাজারে বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

চিত্র: পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

০৭। শব্দ দূষণ সংক্রান্ত ১টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত শব্দ দূষণ বিরোধী র‍্যালী।

০৮। শিল্পকারখানা পরিদর্শনঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগর কার্যালয়ে অবস্থিত শিল্প কারখানার মধ্যে ১৩১২টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। ৮৫৭ টি শিল্প কারখানা পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ৪১৮টি শিল্প কারখানাকে আইন ও বিধি পালন করে পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে Complaince-এ আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

০৯। গণশুনানীর আয়োজনঃ

পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ ও কার্যক্রমের বিষয়ে জনসাধারণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১২ টি গণশুণানীর আয়োজন করা হয়। উক্ত গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১০। রাজস্ব আদায়ঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগর কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন ফি, গবেষনাগারের পরীক্ষা ফি (অন্যান্য) বাবদ ৩৪,১৪৭,০৯১.০০ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা গবেষণাগার কার্যালয়

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্ত মোতাবেক বছরে একাধিকবার তরল, বায়বীয় ও শব্দের মানমাত্রা মনিটরিং প্রয়োজন হয়। তাছাড়া সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ইআইএ প্রণয়ণের পূর্বে প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমস্যা প্রণয়ণ করতে হয়। সেক্ষেত্রেও উদ্যোক্তাগণ প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট এলাকার পানি, বায়ু ও শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন গবেষণাগার কর্তৃক পরীক্ষা করে রিপোর্ট নিয়ে থাকেন।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রাপ্ত মোট আবেদনের হিসাবঃ (তরল বর্জ্য, বায়ু, শব্দ ও অন্যান্যসহ)

অর্থ বছর	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা
২০২১-২০২২	৮৭৯৮

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ফলাফল প্রদানের তথ্যঃ

নমুনার প্রকৃতি	নমুনার সংখ্যা (২০২১-২০২২ অর্থবছর)		
	মানমাত্রার মধ্যে	মানমাত্রার বাইরে	মানমাত্রার বাইরে (%)
তরল বর্জ্য	৯৭৬	৭৮২	৪৫%
বায়ু	৭০৯	৩৭৩	৩৫%
শব্দ	২৩৯	২৭৬	৫৪%
সর্বমোট	৩৩৫৫		

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ কর্তৃক ঢাকা গবেষণাগার পরিদর্শনকালে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ।

চিত্র: ঢাকা গবেষণাগার কর্তৃক শিল্পকারখানার তরল বর্জ্যের নমূনা কোডিংকরণ

চিত্র: ড. মুঃ সোহরাব আলি, পরিচালক, ঢাকা গবেষণাগার কর্তৃক গবেষণাগারের কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্র: ঢাকা গবেষণাগারের পরিচালক ড. মু: সোহরাব আলি কর্তৃক নব যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ইটিপি বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা প্রদান

পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা গবেষণাগার কর্তৃক ঢাকা বিভাগের ১৩টি জেলা এবং ময়মনসিংহ বিভাগের ০৪টি জেলার শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য, বায়ু ও শব্দ মানমাত্রা পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন জেলা অফিস থেকে সংগৃহীত বিশেষ নমুনা পরীক্ষা ও ফলাফল প্রেরণ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ (নদী, লেক), ভূগর্ভস্থ (নলকূপ), হোটেল-রেস্তোরার খাবার পানির নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রমঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছর

নমুনার প্রকৃতি	নমুনার সংখ্যা (২০২১-২০২২ অর্থবছর)
খাবার পানি	১৭৮
ভূগর্ভস্থ (নলকূপ) পানি	৯৭
ভূপৃষ্ঠস্থ পানি	৫৪৬
শব্দ মান	৩৭০

এছাড়া, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্মসেন্ট শাখা এবং বিভিন্ন জেলা অফিস কর্তৃক নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকা গবেষণাগারে প্রেরণ করে থাকে। উক্ত নমুনাসমূহ গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করা হয় এবং ফলাফলসমূহ সংশ্লিষ্ট শাখা/ অফিসে প্রেরণ করা হয়।

অন্যান্যঃ সদর দপ্তর ও অন্যান্য জেলা অফিসে প্রদত্ত সেবাঃ

নমুনার প্রকৃতি	নমুনার সংখ্যা (২০২১-২০২২ অর্থবছর)
তরল বর্জ্য	১২৪

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ কর্তৃক সাভার ট্যানারীর ইটিপি পরিদর্শন।

চিত্র: পরিবেশ ভবন চত্বরে বায়ুর নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রম

চিত্র: শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ এর উপর মত বিনিময় সভায় ঢাকা গবেষণাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

চিত্র: ঢাকা গবেষণাগার এ কর্মরত কর্মকর্তা- কর্মচারীদেরকে Flue Gass Analyzer এর উপর ট্রেনিং প্রদান

পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়

১। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানঃ

শ্রেণী	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি
সবুজ	৪৪	২৬
কমলা-ক	৪১৪	১৯৫
কমলা-খ	৬৮০	১৪৫
লাল	৯৪	৪৮
মোট	১২৩২	৪১৪

২। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন প্রদানঃ

শ্রেণী	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি
সবুজ	৭৬	২৭
কমলা-ক	৫৪৫	৩৩৯
কমলা-খ	১৯৪৭	৬২৪
লাল	৫২৮	৮০
মোট	৩০৯৬	১০৭০

৩। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাতকরণ, অবৈধ ইটভাটা পরিচালনা, পাহাড় কর্তন, বালি উত্তোলন, জলাধার ভরাট ইত্যাদির বিরুদ্ধে মোট ৯৩ টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ১১৮ টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১,৩৮,৬৮,০০০/- (এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৫০৪৭ কেজি নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়।

চিত্র: চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের উদ্যোগে অবৈধ ইটভাটায় পরিচালিত মোবাইলকোর্ট অভিযান:

৪। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত, নিষ্পত্তি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ	মন্তব্য
১	১৮২ টি	২০৮ টি	২০	

৫। এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প/ব্যক্তি কর্তৃক নদী, বায়ু, শব্দ, জলাধার ভরাট ও পাহাড় কর্তন মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতির জন্য ৪৪২ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ৭,৭১,৯৭,১০০/- (সাত কোটি একাত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত) টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য্য পূর্বক ২,২৬,০৫,৮৫০/- (দুই কোটি ছাব্বিশ লক্ষ পাঁচ হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা আদায় করা হয়।

চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের উদ্যোগে পাহাড় কাটা বিরোধী অভিযান পরিচালনা

৬। পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ, পাহাড় কর্তন ও জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজ্ঞ পরিবেশ আদালতে মোট ৬টি ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোট ৪০ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৭। পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃস্টি ঃ

পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের সাথে ১৬ টি মতবিনিময় সভা ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া পলিথিন বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান ও লিফলেট জেলা কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন বাজারে বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, করোনা মহামারীর জন্য স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করায় গণসচেতনতা কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পড়ে।

চিত্র: কোরবানির পশুর বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য গণসচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ

৮। শিল্পকারখানা পরিদর্শনঃ

চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা কার্যালয়ে অবস্থিত শিল্প কারখানার মধ্যে ১৯৭৮ টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। ১০১৫ টি শিল্প কারখানা পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন।

৯। গণশুনানীর আয়োজন ঃ

যেকোন পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে জনসাধারণ ও গণমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৬৫ টি গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। উক্ত গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১০। রাজস্ব আদায়ঃ

চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র, নবায়ন ফি ও এনফোর্সমেন্ট ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭,৩৯,০৮,৯৬৯/- (সাত কোটি উনচল্লিশ লক্ষ আট হাজার নয়শত উনসত্তর) টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়।

চিত্র: পাওয়ার প্লান্ট পরিদর্শন।

১১। অন্যান্য

(ক) "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের আওতায় জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত অর্থবছরে ১৭টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

(খ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় প্রতিসপ্তাহের রবিবার ও অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

চিত্র: চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় কর্তৃক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন

(গ) ই-নথির ব্যবহারঃ চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের দৈনন্দিন ছাড়পত্র নবায়ন/প্রশাসনিক কাজে ই-নথি ব্যবহার করা হয়।

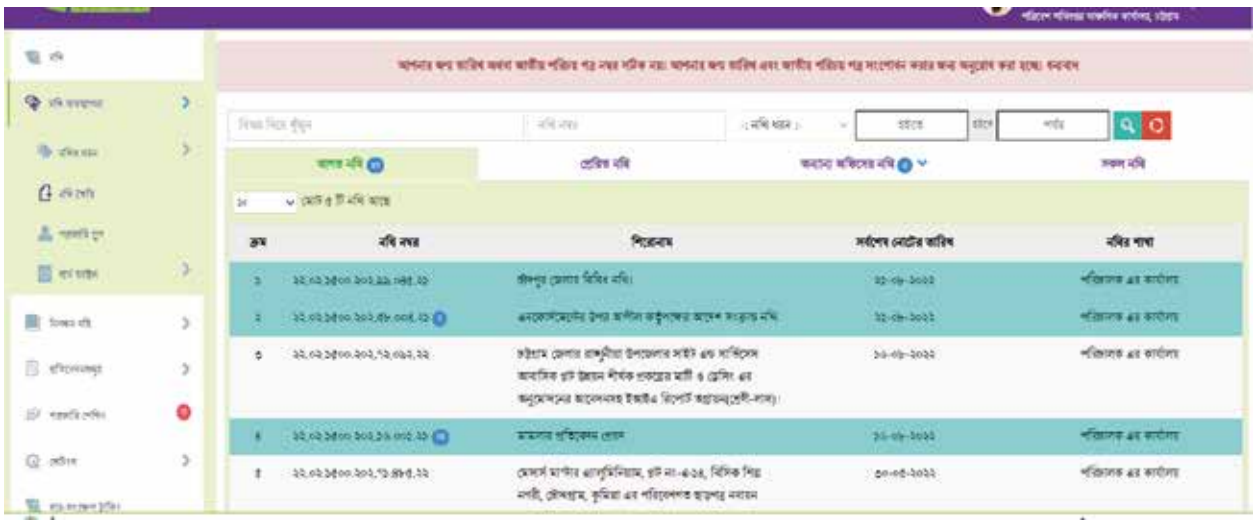

চিত্র: চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক ই-নথি ব্যবহার

পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়

০১। শিল্পকারখানা/ প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদানঃ

শ্রেণী	প্রদত্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি
সবুজ		২
কমলা-ক	১৭৮	৭৬
কমলা-খ	২৭৯	১২৬
লাল	৫১	২২

০২। শিল্পকারখানা/ প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়ন প্রদানঃ

শ্রেণী	প্রদত্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি
সবুজ		৯
কমলা-ক	৩৩৮	১৮৪
কমলা-খ	৮০৮	৫২১
লাল	২৪০	১১৫

০৩। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

নিষিদ্ধ ঘোষিত শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাতকরণের কারণে মোট ৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয় এবং ৪১০০০ টাকা জরিমানা আদায়সহ প্রায় ১৯ টন নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়। এছাড়া ১৬ টি যানবাহন ও ১টি প্রতিষ্ঠানকে শব্দ দূষণের দায়ে মোট ২৯,৯০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক তা আদায় করা হয়। কয়েকটি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম (স্থিরচিত্র সহ) নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক. গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৮.০৫.২০২২ খ্রিঃ তারিখ পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের পরিচালক জনাব হিল্লোল বিশ্বাস এর নির্দেশনায় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ অভিযানে নগরের ওসমানিয়া গলি, চাক্তাই হতে আনুমানিক প্রায় ৪০০০ কেজি অবৈধ পলিথিন জব্দ করা হয়। উক্ত অভিযানে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের ৩ জন সদস্য ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ৫ জন সদস্যের টিম অংশ গ্রহন করেন।

খ. গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২২.০৩.২০২২ খ্রিঃ তারিখ পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের পরিচালক এর নির্দেশনায় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা হয়। এ অভিযানে নগরের ওসমানিয়া গলি, চাক্তাই হতে আনুমানিক প্রায় ১২০০ কেজি অবৈধ পলিথিন জব্দ করা হয় এবং দু'টি দোকানকে নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত অভিযানে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের ৩ জন সদস্য ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ৪ জন সদস্যের টিম অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের উদ্যোগে চাক্তাই এলাকায় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বিরোধী অভিযান

চিত্র: চট্টগ্রাম নগরীর রিয়াজউদ্দিন বাজার এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন রিরোধী পরিচালিত মোবাইল কোর্ট অভিযান

গ. চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের পরিচালক জনাব হিলোল বিশ্বাস এর নেতৃত্বে গত ১৭.০৭.২০২১ তারিখে নগরীর রিয়াজউদ্দীন বাজার এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানকালে ৭ টি গোডাউন ও ৫ টি দোকান হতে আনুমানিক ১০ টন অবৈধ পলিথিন জব্দ করা হয় এবং ২ টি মামলায় দুজনকে ৪১০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

ঘ. গত ৩১.০৮.২০২১ খ্রি: তারিখে এ কার্যালয়ের পরিচালক এর নেতৃত্বে নগরীর আকবরশাহ থানা সংলগ্ন এলাকায় শব্দ দূষণ বিরোধী ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। এতে ১৬ টি যানবাহন ও ১টি প্রতিষ্ঠানকে শব্দ দূষণের দায়ে মোট ২৯,৯০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক তা আদায় করা হয়।

০৪। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত, নিষ্পত্তি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ
০১.	২৬৮	১৯৭	১১৫

০৫। এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্প/ব্যক্তি কর্তৃক নদী, বায়ু, শব্দ, জলাধার ভরাট ও পাহাড় কর্তণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতির জন্য ২৬২ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ২৪৬৭৩১৮১ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং ১৫৩২৯৭৮১ টাকা আদায় করা হয়। এনফোর্সমেন্ট অভিযানের কার্যক্রম জোরদারের প্রেক্ষিতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিল্প কারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ৪ টি নতুন ইটিপি স্থাপিত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে চট্টগ্রাম মহানগর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কিছু এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম নিম্নে স্থিরচিত্র সহ দেখানো হলোঃ

১. পরিবেশগত ছাড়পত্র ও ইটিপি বিহীন উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার দায়ে নগরীর নাসিরাবাদ শিল্প এলাকার "মক্কা ওয়াশিং ইন্ডাঃ প্রাঃ লিঃ" নামক ডাইয়িং, ওয়াশিং ও প্রিন্টিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গত ২২.০৫.২০২২ তারিখে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে কারখানাটির গ্যাস, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কারখানাটি সীলগালা করা হয়।

চিত্র: চট্টগ্রাম নগরীর নাসিরাবাদ শিল্প এলাকার "মক্কা ওয়াশিং ইন্ডাঃ প্রাঃ লিঃ" নামক ডাইয়িং, ওয়াশিং ও প্রিন্টিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান

২. নগরীর খুলশী থানাধীন জিইসি এলাকার জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এর বিপরীত পাশে দক্ষিণ দিকে ২০,০০০ ঘনফুট পরিমাণে পাহাড় কর্তনের দায়ে গত ১৯.১২.২০২১ তারিখে শুনানী অন্তে ১০,০০০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। এর মধ্যে ০৫ লক্ষ টাকা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়, বাকী ০৫ লক্ষ টাকা পরবর্তী দিনের মধ্য পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: নগরীর খুলশী থানাধীন জিইসি এলাকায় পাহাড় কর্তনের অভিযোগে ক্ষতিপূরণ ধার্য

৩. পাহাড়/টিলা কর্তন, মোচন ও দখলের অপরাধে গত ০৬.১২.২০২১ খ্রি: তারিখে শুনানী অন্তে ০৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ০৮ টি পৃথক ঘটনায় ৮,৯৫,০০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। গত ৩০.১১.২০২১ খ্রি: তারিখ এ কার্যালয় কর্তৃক এনফোর্সমেন্ট অভিযানকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে শুনানীর নোটিশ প্রদান করা হয় ।

৪. পাহাড়/টিলা কর্তন, মোচন ও দখলের অপরাধে ও তরল বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ দূষণের দায়ে গত ২৮.১১.২০২১ খ্রি: তারিখে শুনানী অন্তে ১০ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১০টি পৃথক ঘটনায় ৪,১২,০০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। গত ২৪.১১.২০২১ খ্রি: তারিখ এ কার্যালয় কর্তৃক এনফোর্সমেন্ট অভিযানকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে শুনানীর নোটিশ প্রদান করা হয় ।

৫. পাহাড় কর্তন, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং ইটিপিবিহীন শিল্প কারখানা পরিচালনা প্রভৃতি পৃথক অপরাধে অদ্য শুনানী অন্তে ০১ ব্যক্তি ও ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২,৪০,০০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়।

৬. ৩০ জানুয়ারী, ২০২২খ্রি: তারিখে নগরীর নাজিরপাড়া, দক্ষিণ পতেঙ্গায় পুকুর ভরাটের দায়ে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৪৮,৭১৬ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। এছাড়া পূর্ব বাকলিয়ায় অবস্থিত 'আনন্দ কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ' নামীয় সাবান প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণযোগ্য মানমাত্রা বহির্ভূত তরল বর্জ্য নির্গমনের দায়ে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ৩,০২৪ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। এ কার্যালয়ের পরিচালক (উপসচিব) জনাব ইশরাত রেজা শুনানী অন্তে এ আদেশ প্রদান করেন।

৭. ০৬/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে আকবরশাহ থানাধীন বায়েজিদ লিংক রোড (৬নং ব্রীজ সংলগ্ন) এলাকায় পাহাড়/টিলা (মৌজা-উত্তর পাহাড়তলী, বিএস দাগ ১৮৬) কর্তনের অভিযোগে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে আকবরশাহ থানার উপপরিদর্শক জনাব ধীমান মজুমদারসহ চার জন পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে দেখা যায় অভিযুক্ত জনাব নুর উদ্দিন, পিতাঃ মরহুম মোহাম্মদ শামছুল হক, ৭/ডি, ষোলশহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম পাহাড়/টিলা কেটে রিটেইনিং দেয়াল নির্মাণ করেছেন। দেয়াল নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে মর্মে প্রতীয়মান। অত্র কার্যালয়ের পরিচালক জনাব হিল্লোল বিশ্বাস পাহাড়/টিলা কর্তনের জন্য নিয়মিত মামলা দায়ের করার আদেশ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে ১৪/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে অত্র কার্যালয়ের পরিদর্শক জনাব মোঃ মনির হোসেন বাদী হয়ে আকবরশাহ থানায় মামলা দায়ের করেন।

চিত্র: চট্টগ্রাম মহানগরীর আকবরশাহ থানাধীন বায়েজিদ লিংক রোড (৬নং ব্রীজ সংলগ্ন) এলাকায় পাহাড়/টিলা (মৌজা- উত্তর পাহাড়তলী, বিএস দাগ ১৮৬) কর্তনের চিত্র

৮. ১০ মার্চ, ২০২২খ্রি: তারিখে বায়েজিদ থানাধীন মাঝেরঘোনা এলাকায় (মৌজা- জালালাবাদ, বিএস দাগ নং ৭১৬) পাহাড়কর্তন ও সরকারী খাস জমি দখলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়। সহকারী কমিশনার (ভূমি), হাটহাজারী জনাব মোঃ আবু রায়হান এর নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে ১০/১২টি অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। অভিযানের সময় বায়েজিদ থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে পুলিশ ফোর্স উপস্থিত ছিলেন। এ কার্যালয়ের পরিদর্শক মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ও মোঃ মনির হোসেন এ অভিযানে অংশগ্রহন করেন।

চিত্র: চট্টগ্রাম মহানগরীর বায়েজিদ থানাধীন মাঝেরঘোনা এলাকায় (মৌজা- জালালাবাদ, বিএস দাগ নং ৭১৬) পাহাড় কর্তন ও সরকারী খাস জমি দখলের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান

৯. বায়েজিদ- ফৌজদারহাট লিংক রোডে অবৈধভাবে পাহাড় কাটার অভিযোগে মোহাম্মদ ইয়াকুব নামের একব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে চট্টগ্রাম পরিবেশ অধিদপ্তর। ২৪ মার্চ, ২০২২ খ্রি: তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. সাখাওয়াত হোসাইন বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। ২১ মার্চ পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি টিম সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে এর সত্যতা পায়। পরে ২৪ মার্চ, ২০২২ ইং তারিখে শুনানি শেষে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১০. পাহাড় কর্তনের অভিযোগে দুটি পৃথক মামলা দায়ের- ক) নগরীর আকবরশাহ থানাধীন ইস্পাহানী সি গেইট এলাকায় পাহাড় কর্তনের দায়ে ৩১.০৩.২০২২ খ্রিঃ তারিখে দু'জনের বিরুদ্ধে আকবরশাহ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২৭.০৩.২০২২ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ের পরিদর্শক জনাব মোঃ মনির হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পাহাড় কর্তনের সত্যতা পান। পরবর্তীতে ১। জনাব সাবিহা ইয়াসমিন, স্বামী- মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন, ২। জনাব মোঃ জসিম উদ্দীন, পিতাঃ জনাব মোঃ আবুল বশর এর নামে জনাব মোঃ মনির হোসেন বাদী হয়ে আকবরশাহ থানায় মামলা দায়ের করেন।

খ) চটগ্রাম মহানগরীর আকবরশাহ থানাধীন ফয়'স লেক এলাকায় রোড নং ২ (স্পাইসিগলী) সংলগ্ন স্পটে পাহাড় কর্তনের দায়ে ৩১.০৩.২০২২ তারিখে মোঃ জাফর আহমেদ নামের একজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

১১. চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানাধীন ৩৭ নং ওয়ার্ডের টিজি কলোনী এলাকায় ৩১ মার্চ, ২০২২খ্রি: তারিখে অবৈধ ঝুঁকিপূর্ণভাবে চিকিৎসা- বর্জ্য পরিবহণ, মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণের দায়ে দু'জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বন্দর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অত্র কার্যালয়ের পরিচালক জনাব হিল্লোল বিশ্বাস, উপপরিচালক জনাব মিয়া মাহমুদুল হক ও পরিদর্শক জনাব শাওন শওকত এর সমন্বয়ে একটি টিম টিজি কলোনী এলাকায় জনাব মোঃ সিদ্দিক এর ভাঙ্গারী কারখানায় অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ০৩ (তিন) টন পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য জব্দ করা হয় এবং জাইকা কর্তৃক স্থাপিত মেডিকেল ইনসিনারেটরের মাধ্যমে তা ধ্বংস করা হয়।

১২. পাহাড় কর্তন করে প্লট তৈরী, স্থাপনা নির্মান ইত্যাদি অপরাধে ৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে শুনানী অন্তে ৫,৮০,০০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। ১৬.১১.২০২১ খ্রি: তারিখে এ কার্যালয় কর্তৃক এনফোর্সমেন্ট অভিযানকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নোটিশ প্রদান করা হয় ।

১৩.পাহাড় কর্তন, ইটিপিবিহীন ওয়াশিং কারখানা পরিচালনা, নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, আবাসিক এলাকায় পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীন ফার্নিচার কারখানা পরিচালনা ইত্যাদি পৃথক অপরাধে ০৯.১১.২০২১ খ্রি: তারিখে শুনানী অন্তে ৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৪,০০,০০০/- পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়।

১৪.নগরীর বায়েজিদ থানাধীন নাসিরাবাদ এলাকার ০৩ টি স্টীল মিলের বিরুদ্ধে এয়ার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (এটিপি) বন্ধ রেখে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বায়ু দূষণের দায়ে ১৩.১০.২০২১ খ্রি: তারিখে ১৬,২০,০০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। এছাড়া একই এলাকার দু'টি ওয়াশিং কারখানার বিরুদ্ধে অপরিশোধিত তরল বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ১,৫৫,৫২০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়।

চিত্র: নগরীর বায়েজিদ থানাধীন নাসিরাবাদ এলাকার বায়ু দূষণের দায়ে স্টীল মিলের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান

১৫. নগরীর বায়েজিদ থানাধীন পূর্ব নাছিরাবাদ মৌজাস্থ নাগিন পাহাড় (বি এস দাগ নং-২৮১) কর্তন করে স্থাপনা নির্মানের দায়ে ৩২,৪৮,৫০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। তন্মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ২৩,৫২,৫০০ টাকা আদায় করা হয়। ২৭.০৯.২০২১ খ্রি: তারিখে এ কার্যালয়ের উপপরিচালক জনাব মিয়া মাহমুদুল হক, জুনিয়র কেমিস্ট জনাব মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন ও পরিদর্শক জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসাইন এর সমন্বয়ে নাগিন পাহাড়ে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে উক্ত ব্যক্তিগণকে ০৩.১০.২০২১ খ্রি: তারিখে শুনানীতে হাজির হবার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। শুনানী অন্তেএ ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয় ।

১৬. নগরীর বায়েজিদ থানাধীন পূর্ব নাসিরবাদ মৌজাস্থ নাগিন পাহাড় (বি এস দাগ নং-২৮১) কর্তন করে স্থাপনা নির্মাণ, প্লট তৈরী ইত্যাদি অপরাধে ১০ জনের বিরুদ্ধে ২৯.০৯.২০২১ খ্রি: তারিখে বায়েজিদ থানায় মামলা দায়ের করা হয় ।

১৭. চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানাধীন পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজাস্থিত নাগিন পাহাড় (বি এস দাগ নং-২৮১) এ পাহাড়/টিলা ভূমি কর্তন করে স্থাপনা নির্মাণের দায়ে শুনানী অন্তে ১৬ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৩২,৩০,০০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। ২৩.০৯.২০২১ খ্রি: তারিখে এ কার্যালয়ের এনফোর্সমেন্ট টীম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পাহাড় কর্তনের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে শুনানীর নোটিশ প্রদান করা হয়। এছাড়া কৃষ্ণচূড়া আবাসিক এলাকায় পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীন বহুতল ভবন নির্মাণের দায়ে ০৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২,৫০,০০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয় ।

১৮. চট্টগ্রাম নগরীর খুলশী এলাকায় পাহাড় কর্তনের ঘটনায় ১০.০৯.২০২১ তারিখে চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ কার্যালয়ের পরিদর্শক জনাব মোঃ মনির হোসেন বাদী হয়ে খুলশী থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

চিত্র: চট্টগ্রাম নগরীর খুলশী এলাকায় পাহাড় কর্তনের চিত্র

১৯. চট্টগ্রাম নগরীর খুলশী থানাধীন ভিআইপি হাউজিং এলাকায় দক্ষিণ পাহাড়তলী মৌজায় পাহাড় কর্তন, ছাড়পত্রবিহীন বহুতল ভবন নির্মাণ ইত্যাদি অপরাধে ০৮.০৯.২০২১ খ্রি: তারিখে শুনানী অন্তে ০৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্বমোট ৭,১৪,০০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয় ।

২০. ১৬ জুন ২০২১খ্রি: তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক মিয়া মাহমুদুল হক, সিনিয়র কেমিস্ট জান্নাতুল ফেরদৌস ও পরিদর্শক মো. শাওন শওকত চট্টগ্রাম নগরীর হালিশহর- আনন্দবাজার এলাকায় 'চট্টগ্রাম সেবা সংস্থা' নামক চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকারী প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। চিকিৎসা বর্জ্য বিধিসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনা না করায় 'চট্টগ্রাম সেবা সংস্থা' নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ ছাড়পত্র না থাকায় হযরত শাহজালাল এন্টারপ্রাইজকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

চিত্র: চিকিৎসা বর্জ্য বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যবস্থাপনা

২১. যথাযথ পন্থায় চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করা, ছাড়পত্রবিহীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ইটিপিবিহীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, পাহাড় কর্তন, অকার্যকর ইটিপি পরিচালনা ইত্যাদি পৃথক অপরাধে শুনানী অন্তে ০৫ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ৩,০৯,৮৮০/- পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয় ।

২২. ১৭.০৮.২০২১খ্রি: তারিখের এনফোর্সমেন্ট অভিযানের প্রেক্ষিতে ১৮.০৮.২০২১ তারিখে শুনানী অন্তে পাহাড় কর্তন, ছাড়পত্রবিহীন বহুতল ভবন নির্মাণ, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ছাড়পত্র ও ইটিপিবিহীন ওয়াশিং কারখানা পরিচালনা, ইটিপি অকার্যকর রেখে ওয়াশিং কার্যক্রম পরিচালনা প্রভৃতি পৃথক অপরাধে ০৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৪,৭১,০০০/- পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়।

২৩. নগরীর বায়েজিদ থানাধীন চন্দ্রনগর এলাকায় পাহাড় কর্তনের দায়ে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১২ লক্ষ টাকা এবং হাটহাজারী থানাধীন নন্দীরহাট এলাকায় পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ১ লক্ষ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। ১৬.০৮.২০২১ খ্রি: তারিখে শুনানী অন্তে এ ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয় ।

২৪. নগরীর শাপলা আবাসিক এলাকা, লালখান বাজার এবং পাহাড়তলী এলাকায় পাহাড় কর্তনের দায়ে ০৮.০৮.২০২১ তারিখে শুনানী শেষে ৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্বমোট ৬,৯০,০০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়। এছাড়া পুরাতন কালুরঘাট এলাকায় পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীন ডকইয়ার্ড কার্যক্রম পরিচালনার দায়ে ১ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১,০০,০০০ টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়।

২৫. পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ, পাহাড় কর্তন ও জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোট ১৫ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১ টি মামলার চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে।

০৬। পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ

পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া পলিথিন ও শব্দ দূষণ বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান ও লিফলেট জেলা কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন বাজারে বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ক. বিশ্ব পরিবেশ দিবস আয়োজনের অংশ হিসেবে নগরীর দুইটি বিদ্যালয়ে সচেতনতা মূলক সভার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয় দুটি হচ্ছে-
১. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশান মিউনিসিপাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ এবং
২. ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে

১. ২৪ মে, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম মহানগরীর বিপণি বিতান সংলগ্ন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশান মিউনিসিপাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে পরিবেশ সচেতনতা মূলক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশানের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব লুৎফুন্নাহার (উপসচিব), বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশান মিউনিসিপাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জনাব সাহেদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের পরিচালক জনাব হিল্লোল বিশ্বাস (উপসচিব)। শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে ৪০ মিনিট ব্যাপ্তির একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হয়।

চিত্র: চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

২. গত ২৫ মে, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম মহানগরীর নাসিরাবাদে অবস্থিত ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে পরিবেশ সচেতনতা মূলক সভার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের পরিচালক জনাব মুফিদুল আলম (উপসচিব)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মঈন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের উপপরিচালক জনাব সেলিনা আক্তার। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অতিথিদের বক্তব্যের পাশাপাশি পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেন্টেশন, সকলের অংশগ্রহণে পরিবেশ বিষয়ক কুইজ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

খ. "জিরো লিকুইড ডিসচার্জ" বিষয়ক মতবিনিময় সভা:

৩১/০৫/২০২২ খ্রি: তারিখ রোজ মঙ্গলবার "জিরো লিকুইড ডিসচার্জ" বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম-এর হালদা সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভায় শিল্প কারখানায় জিরো লিকুইড ডিসচার্জ পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে কারখানার পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স রক্ষা ছাড়াও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো এবং পানি ব্যবহারে আর্থিক সাশ্রয়ের প্রতি জোর দেন বক্তারা। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস-এর সহযোগী অধ্যাপক শ্যামল কর্মকার। তিনি আলোচনা সভায় অংশ নেওয়া অংশীজনদের 'জিরো লিকুইড ডিসচার্জ' পদ্ধতি সম্পর্কে খাতা-কলমে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন ও প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের পরিচালক জনাব হিল্লোল বিশ্বাস বলেন, সরকার শিল্প কারখানায় 'জিরো লিকুইড ডিসচার্জ' পদ্ধতি সংযুক্ত করতে সরকারের কঠোর নির্দেশনা রয়েছে।

চিত্র: চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের উদ্যোগে পরিবেশ বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প কারখানার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা

স্থাপিত ইটিপি সার্বক্ষণিক চালু রাখা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে 'জিরো লিকুইড ডিসচার্জ' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ' পানির ব্যবহার কমানোর জন্য তিনি অনুরোধ জানান। নতুন এই পদ্ধতি বাস্তবায়নে শিল্প মালিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের পরিচালক জনাব মফিদুল আলম। তিনি বলেন, সরকার দেশের ভূ-গর্ভস্থ' পানির স্তর কমে যাওয়া রোধ করতে নানামুখী কর্মসূচি নিয়েছে। শিল্প কারখানায় প্রচুর পানির ব্যবহার হওয়ায় এই খাতে 'জিরো লিকুইড ডিসচার্জ' পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হলে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি পণ্য উৎপাদন খরচ কমে যাওয়া ছাড়াও পানির ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব। এসময় উপস্থিত ছিলেন-

চট্টগ্রাম ওয়াসা'র নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রেজাউল আহসান চৌধুরী, কর্ণফুলী রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার (কেইপিজেডডি) এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিলর আবদুল কাদের তালুকদার, চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার (সিইপিজেড) এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিলর মো. আরিফুর রহমান, কোরিয়ান ইপিজেডের লিগ্যাল হেড মোজাম্মেল হক। এছাড়াও চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিল্প কারখানার প্রতিনিধিরা আলোচনা সভায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানে পিএইচপি গ্রুপ, ওয়েল গ্রুপ, এফএইচ ডাইং, ইউনাইটেড ওয়াশিং, ইয়ংওয়ান গ্রুপ, প্যাসিফিক জিনস, ইউলিভার বাংলাদেশ, কেন্টপার্ক গার্মেন্টস, এস আলম গ্রুপ, প্রিমিয়ার সিমেন্ট, ক্লিফটন গ্রুপ, ইউনেস্কো গ্রুপ, আজিম গ্রুপ, কেডিএস গ্রুপ, রেকিট বেনকিজার বাংলাদেশ লিমিটেড-সহ বিভিন্ন শিল্প গ্রুপের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

গ. 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সবুজ শিল্পায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষে সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সবুজ শিল্পায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি' শীর্ষক একটি সেমিনার ১৩/০৬/২০২২খ্রি. তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের হালদা সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের পরিচালক জনাব হিল্লোল বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. জি. এম. সাদিকুল ইসলাম ।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সবুজ শিল্পায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. আয়শা আখতার। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের পরিচালক জনাব মুফিদুল আলম, বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম এর যুগ্ম পরিচালক জনাব আবদুল কাদের সোহেলসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাযকর ভূমিকা পালন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকরণ, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সবুজ শিল্পায়নের উদ্যোগকে বেগবান করার লক্ষ্যে সেমিনারে আগত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে এবং পরিবেশবান্ধব, টেকসই, সবুজ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কাযকর পদক্ষেপ গ্রহণের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন ।

ঘ. 'পরিবেশগত ছাড়পত্রের পূর্বে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক ২১.১১.২০২১ খ্রি: তারিখে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ কার্যালয়ের পরিচালক জনাব হিল্লোল বিশ্বাস। পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এ কার্যালয়ের উপপরিচালক জনাব মিয়া মাহমুদুল হক। সভায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন

চিত্র: পরিবেশগত ছাড়পত্রের পূর্বে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক মতবিনিময় সভার আয়োজন

০৭। শিল্পকারখানা পরিদর্শনঃ

চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ে অবস্থিত শিল্প কারখানার মধ্যে ৯২৭ টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। ৯০০ টি শিল্পকারখানা পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ২৭ টি শিল্প কারখানাকে আইন ও বিধি পালন করে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে Compliance এ আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

০৮। গণশুনানীর আয়োজনঃ

সাধারণত যেকোন পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে জনসাধারণ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে গণশুনানীর আয়োজন করা হয়।

০৯। রাজস্ব আদায়ঃ

চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র/ নবায়ন ফি বাবদ ১,৫৯,৪৯,৮৬৭ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়।

১০। সিভিল অডিটঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অডিট সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম হয় নি।

১১। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনঃ

৫ জুন, ২০২২ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কার্যালয়। রচনা এবং স্লোগান প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু এবং সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে শেষ করা মাসব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিলো চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা, ০৫ জুন, ২০২২ তারিখে আলোচনা সভা, পরিবেশ মেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং ১৩ জুন, ২০২২ তারিখে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সবুজ শিল্পায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক একটি সেমিনার।

রচনা ও স্লোগান প্রতিযোগিতা

পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির একটি গুরত্বপুর্ণ অংশ ছিল পাহাড়তলি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, আকবরশাহ, চট্টগ্রামে ২৩ মে, ২০২২ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় রচনা এবং ১১.৩০ ঘটিকায় স্লোগান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। রচনা প্রতিযোগিতা শ্রেণিভিত্তিক নিম্নোক্ত ০৪ টি গ্রুপে অনুষ্ঠিত হয়ঃ

রচনা প্রতিযোগিতা		
গ্রুপ	**শ্রেণী**	**রচনার বিষয়**
ক	ষষ্ঠ- অষ্টম	পরিবেশ রক্ষায় ছাত্র সমাজের ভূমিকা
খ	নবম-দশম	জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব প্রেক্ষাপট
গ	একাদশ-দ্বাদশ	উন্নয়ন বনাম পরিবেশ
ঘ	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় (স্নাতক/ডিগ্রী/স্নাতকোত্তর)	একটাই পৃথিবীঃ প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন
স্লোগান প্রতিযোগিতা		
সকলের জন্য উন্মুক্ত		সমসাময়িক পরিবেশগত বিষয়

চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য মহানগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বরাবর চিঠি প্রদান করা হয়। বিচারক হিসেবে মনোনয়নের জন্য তিনজন সম্মানীত বিচারক বরাবর চিঠি প্রদান করা হয়। ২৩ মে, ২০২২ তারিখে পাহাড়তলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত রচনা ও স্লোগান চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত রচনা এবং ১১.০৫ ঘটিকা থেকে ১১.৩৫ ঘটিকা পর্যন্ত স্লোগান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলীর মূল্যায়নে বিভিন্ন গ্রুপে ১৫ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের পরিচালক, জনাব হিল্লোল বিশ্বাসের সাথে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ

শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে "চিত্রাংকন" প্রতিযোগিতার অয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চট্টগ্রাম প্রাঙ্গনে ২৬ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে ক গ্রুপ (প্লে থেকে তৃতীয় শ্রেণি); খ গ্রুপ (চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি); গ (গ্রুপ সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি) ও ঘ গ্রুপ (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু (সকল শ্রেণি) মিলিয়ে প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য সম্মানিত বিচারক হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, চট্টগ্রাম থেকে ০১ জন করে মোট তিনজন (০৩) বিচারক উপস্থিত ছিলেন। বিচারকগণ ক গ্রুপ থেকে পাঁচজন, খ গ্রুপ থেকে পাঁচজন, গ গ্রুপ থেকে পাঁচজন ও ঘ গ্রুপ থেকে দুইজন শিক্ষার্থীসহ মোট ১৭ জন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। বিজয়ীদেরকে গত ০৫ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

চিত্র: চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায়

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। ২৭-২৮ মে সময়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর বিতর্ক সংগঠন সিইউডিএস এর সহযোগিতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টি টীম অংশগ্রহণ করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান ২৮ মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর চারুকলা ইনিস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. শিরীণ আখতার। আরও উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর বেণু কুমার দে, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম মহানগরের পরিচালক হিল্লোল বিশ্বাস, চট্টগ্রাম অঞ্চল এর পরিচালক মুফিদুল আলম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর আইন বিভাগের অধ্যাপক এ বি এম আবু নোমান। প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক সংগঠন সিইউডিএস চ্যাম্পিয়ন ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক সংগঠন রানার্স আপ হয়।

চিত্র: বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২ উপলক্ষে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।

চিত্র: বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, পরিবেশ মেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

পরিবেশ দিবস, ২০২২ উদযাপনের মূল আকর্ষণ ছিল ৫ জুন, ২০২২ খ্রিঃ তারিখের অনুষ্ঠান। হল ২৪ কনভেনসন সেন্টার, সিআরবি হিল এলাকা, চট্টগ্রামে সকাল ১০.০০ অতিথিদের আসন গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন খান, অতিরিক্ত ডিআইজি চট্টগ্রাম রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, মোঃ আবু রায়হান দোলন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড.মনজুরুল কিবরিয়া। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মুফিদুল আলম, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়, চট্টগ্রাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক, ইন্সটিটিউট অফ ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় সবাইকে একযোগে কাজ করার জন্য আহবান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব হিল্লোল বিশ্বাস, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়, চট্টগ্রাম। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী আয়োজিত ইভেন্টসমূহে বিজয়ীদের মাঝে সনদপত্র ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

চিত্র: চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২ উদযাপন

পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার কার্যালয়

১। উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে পানি, বায়ু, শব্দ নমুনা পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিল্প-কারখানার পানি/তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ ঃ

বিভিন্ন শিল্প-কারখানা কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন এর জন্য কারখানার তরল বর্জ্য পরীক্ষা করে থাকে। উদ্যোক্তাগণ গবেষণাগারে নির্ধারিত ফি প্রদান করে আবেদন করলে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তরল বর্জ্যের ৯৭২টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বিগত চার বছরে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন এর তুলনামূলক চিত্রঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	নিষ্পত্তিকৃত আবেদন সংখ্যা
১	২০১৮-১৯	৮৯৮
২	২০১৯-২০	৫২৩
৩	২০২০-২১	৮৩০
৪	২০২১-২২	৯৭২

খ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিল্প-কারখানার বায়ুর নমুনা বিশ্লেষণ ঃ

বিভিন্ন শিল্প-কারখানা কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন এর জন্য কারখানার বায়ুর নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। উদ্যোক্তাগণ গবেষণাগারে নির্ধারিত ফি প্রদান করে আবেদন করলে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বায়ুর ১৫১৯টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বিগত চার বছরে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন এর তুলনামূলক চিত্রঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	নিষ্পত্তিকৃত আবেদন সংখ্যা
১	২০১৮-১৯	১৩০৬
২	২০১৯-২০	৮৭৬
৩	২০২০-২১	১৪৫৩
৪	২০২১-২২	১৫১৯

গ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিল্প-কারখানার শব্দ নমুনা বিশ্লেষণ ঃ

বিভিন্ন শিল্প-কারখানা কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন এর জন্য কারখানার শব্দের নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। উদ্যোক্তাগণ গবেষণাগারে নির্ধারিত ফি প্রদান করে আবেদন করলে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২২৭টি শব্দ পরিবীক্ষণের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বিগত চার বছরে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন এর তুলনামূলক চিত্রঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	নিষ্পত্তিকৃত আবেদন সংখ্যা
১	২০১৮-১৯	৮৮৭
২	২০১৯-২০	৭৬৬
৩	২০২০-২১	১২০৩
৪	২০২১-২২	১২২৭

২ । সমুদ্রের দূষণ/পানির গুনগত মান মনিটরিংঃ চট্টগ্রাম গবেষণাগার কার্যালয় কর্তৃক মাসিক মনিটরিং কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৬০টি সমুদ্রের পানির নমুনা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ সালে সমুদ্রের পানির ০৩টি নির্ধারিত পয়েন্টের নমুনার pH প্যারামিটারের তুলনামূলক চিত্রঃ

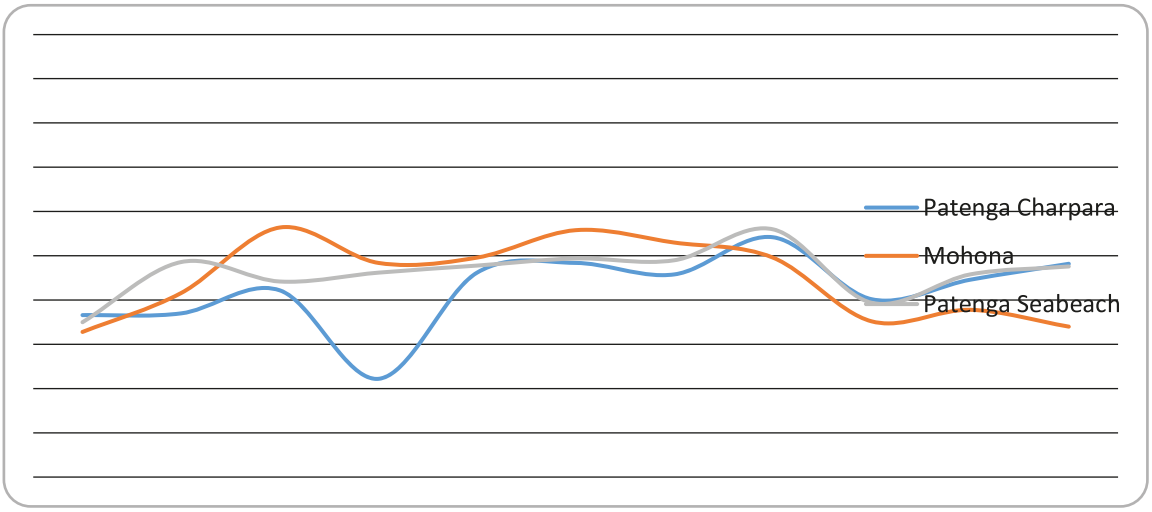

৩। ভূ-পৃষ্ঠস্থ, ভূ-গর্ভস্থ পানি এর মাসিক মনিটরিং কার্যক্রম সংক্রান্ত ঃ

চট্টগ্রাম গবেষণাগার কার্যালয় কর্তৃক মাসিক মনিটরিং কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বিভাগের হালদা, কর্ণফুলী, তিতাসসহ বিভিন্ন নদীর নির্দিষ্ট পয়েন্ট এর পানি, চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানের ভূ-গর্ভস্থ পানি, পুকুরের পানির গুণগতমান পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম গবেষণাগার কার্যালয় কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪টি নদী (হালদা, কর্ণফুলী, ডাকাতিয়া, পদ্মা), ভূ-পৃষ্ঠস্থ, ভূ-গর্ভস্থ পানি (ডিপটিউবওয়েল ও পুকুর) এর মোট ৩৯৫টি পানির নমুনা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

৪। অন্যান্যঃ

ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কালো ধোঁয়া ও শব্দ দূষণ রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। কালো ধোঁয়া ও শব্দ দূষণ রোধে মোট ২৫ মামলায় ৮৫,০০০/- টাকা ধার্য ও আদায় করা হয়।

খ) এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা ঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক নদী, বায়ু, শব্দ, জলাধার ভরাট ও পাহাড় কর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতির জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প-কারখানা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া সদর দপ্তর হতে বিভিন্ন সময় চট্টগ্রাম এলাকায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত সকল কার্যক্রমে গবেষণাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করে থাকে।

গ) পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি ঃ

পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম গবেষণাগার কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় এবং স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমে গবেষণাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করে থাকে।

চিত্র: বিভিন্ন নদীর পানির নমুনা সংগ্রহ

চিত্র: গবেষণাগারে বিশ্লেষণ কার্যক্রম

চিত্র: মতবিনিময় ও দাপ্তরিক সভা

চিত্র: কালো ধোঁয়া ও শব্দ দূষণ রোধে মোবাইল কোর্ট

চিত্র: বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন

চিত্র: বিশ্ব পরিবেশ দিবস,২০২২ উদযাপন

গ) বিভিন্ন সভা সেমিনার এ অংশগ্রহণ ও জাতীয় দিবস উদযাপনঃ চট্টগ্রাম গবেষণাগার কার্যালয় বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন সভা সেমিনার ও জাতীয় দিবসের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে।

ঘ) সিটিজেন চার্টার, ফ্রন্টডেস্ক স্থাপন এবং সোফাসেট ক্রয় ঃ চট্টগ্রাম গবেষণাগার কার্যালয়ে সিটিজেন চার্টার ও ফ্রন্টডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া গবেষণাগারে আগত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের বসার জন্য সোফার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঙ) সিসিটিভি স্থাপনঃ চট্টগ্রাম গবেষণাগার কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম মনিটর করার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সিসিটিভি'র মাধ্যমে সকল কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়।

চ) রাজস্ব আদায় ঃ চট্টগ্রাম গবেষণাগার কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে গবেষণাগার ফি বাবদ ১,৯৪,৫৯,৪৯০/- টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

বিগত আট বছরে চট্টগ্রাম গবেষণাগার কার্যালয়ের রাজস্ব আদায় এর তুলনামূলক চিত্রঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	রাজস্ব আদায়
১	২০১৪-১৫	১,১৩,০৯,৫০০/-
২	২০১৫-১৬	১,০৭,২২,০৯০/-
৩	২০১৬-১৭	১,২১,৫৫,৯৯৭/-
৪	২০১৭-১৮	১,৯০,৩৯,১০০/-
৫	২০১৮-১৯	১,৯৩,৫৮,৭৫৮
৬	২০১৯-২০	১,৮১,২৪,১৭৫/-
৭	২০২০-২১	১,৮৯,৮৭,৬৩০/-
৮	২০২১-২২	১,৯৪,৫৯,৪৯০/-

পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়

১। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানঃ

শ্রেণী	আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	৪২	৪১	১
কমলা-ক	২৯৮	২৯৫	৩
কমলা-খ	৪২০	৪০০	২০
লাল	৫৫	৫৩	২

২। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন প্রদানঃ

শ্রেণী	আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	১৬	১৬	০
কমলা-ক	২০৯	২০৭	২
কমলা-খ	১৫২৪	১৫০৬	১৮
লাল	১২০	১১৭	৩

৩। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাতকরণের কারণে মোট ১৪ টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ২৫ টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৯৯,৫০০/- টাকা জরিমানা আদায়সহ ৬১০.৫ কেজি নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়। বেআইনীভাবে ইটভাটা পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ২৮ টি মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করে ১২০ টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ২,২২,২৪,৫০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও ১১ টি ইটভাটার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ৫ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৮ টি মামলা দায়েরপূর্বক ১৭,২০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

চিত্র: অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত

চিত্র: শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

৪। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত, নিষ্পত্তি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ
০১	৯৯	৯৯	০

০৫। এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমঃ

এনফোর্সমেন্ট অভিযানের কার্যক্রম জোরদারের প্রেক্ষিতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে শিল্প কারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ০১ টি নতুন ইটিপি স্থাপিত হয়েছে।

পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ, পাহাড় কর্তন ও জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোট ৬৯ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৫০ টি মামলার চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে।

০৬। পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ

পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে ২৭ টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া পলিথিন ও শব্দ দূষণ বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান ও লিফলেট জেলা কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন বাজারে বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

০৭। শব্দ দূষণ সংক্রান্ত ০৩ টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, বাগেরহাট জেলা কার্যালয় কর্তৃক শব্দ দূষণের সভা ও সেমিনার

চিত্র: শিল্পোদ্যোক্তাদের সাথে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সবুজ শিল্পায়নে সবেতনতা বৃদ্ধিমূলক মতবিনিময় সভা

চিত্র: উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণে ইটভাটা মালিকদের সাথে মতবিনিময় সভা

চিত্র: পরিবহন চালক/শ্রমিকদের শব্দ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ

চিত্র: প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

চিত্র: গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার-প্রচারণা

চিত্র: গ্রীণ ক্লাব গঠন-এর স্থিরচিত্র

০৮। শিল্পকারখানা পরিদর্শনঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত শিল্প কারখানার মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৪২১টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। ১৩৪৩ টি শিল্প কারখানা পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ৭৮ টি শিল্প কারখানাকে আইন ও বিধি পালন করে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে Complaince-এ আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

০৯। গণশুনানীর আয়োজনঃ

যে কোন পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে জনসাধারণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৪ টি গণশুণানীর আয়োজন করা হয়। উক্ত গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১০। রাজস্ব আদায়ঃ

খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীনে ২০২১-২২ অর্থ বছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন ফি, গবেষনাগারের পরীক্ষা ফি বাবদ ৪,৭২,১৩,৯৮২ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়।

১১। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বিভিন্ন দিবস উদযাপনঃ

চিত্র: বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

চিত্র: বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

১২: (অন্যান্য)

পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের গবেষণাগারের ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদন

১। তরল বর্জ্য পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি বা ফলাফল প্রদান		
	মানমাত্রার মধ্যে	মানমাত্রার বাইরে	মোট
১১৯	৬৭	৪০	১০৭

২। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বায়ুর গুণগতমান পরিবীক্ষণঃ

প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি বা ফলাফল প্রদান		
	মানমাত্রার মধ্যে	মানমাত্রার বাইরে	মোট
৩৫৭	২৪৯	৫৮	৩০৭

৩। শব্দের মানমাত্রা পরিবীক্ষণঃ

প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি বা ফলাফল প্রদান		
	মানমাত্রার মধ্যে	মানমাত্রার বাইরে	মোট
৯২	৮৪	১৫	৯৯

৪। ভূগর্ভস্থ, ভূপৃষ্ঠস্থ ও পানীয় জল -এর গুণগতমান মান পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ভূগর্ভস্থ পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ সংখ্যা	ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ সংখ্যা	হোটেল/খাবার পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ সংখ্যা
১৮১	২৬৩	২৪৮

পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়

ভূমিকা

বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত ও বাসযোগ্য একটি সুস্থ্য, সুন্দর ও টেকসই পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া পরিবেশ সুরক্ষায় আপোষহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অত্র বিভাগীয় কার্যালয় পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধনীসহ); পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (সংশোধনীসহ); "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইন, ২০১৯ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি-বিধান মোতাবেক রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন জেলার পরিবেশ সংরক্ষণে বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যসমূহের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী তুলে ধরা হলো।

প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া-এর আওতাভুক্ত ৮টি জেলার (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট) পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিবেশগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধনীসহ) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (সংশোধনীসহ) অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে।

১। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছর

মাস	পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান				
	সবুজ	কমলা-ক	কমলা-খ	লাল	মোট
জুলাই/২১	-	-	-	-	-
আগস্ট/২১	১	৩	৯	-	১৩
সেপ্টে:/২১	৭	২	৮	-	১৭
অক্টো:/২১	৩	৪	১৫	-	২২
নভে:/২১	০২	১০	১১	-	২৩
ডিসে:/২১	০১	১১	০৪	-	১৬
জানু:/২২	০১	১৪	২৩	-	৩৮
ফেব্রু:/২২	০২	০৩	০৫	০২	১২
মার্চ/২২	০২	০৩	০৭	০১	১৩
এপ্রিল/২২	-	০১	০৭	-	০৮
মে/২২	-	০৩	০৪	-	০৭
জুন/২২	-	০২	১১	-	১৩
সর্বমোট	১৯	৫৬	১০৪	০৩	১৮২

২। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন প্রদানঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছর

মাস	পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন প্রদান				
	সবুজ	কমলা-ক	কমলা-খ	লাল	মোট
জুলাই/২১	-	-	৯	১	১০
আগস্ট/২১	১	-	১১৩	৭	১২১
সেপ্টে:/২১	৬	৮	১৩৮	২	১৫৩
অক্টো:/২১	৪	১	৭১	৩	৭৯
নভে:/২১	০৩	১০	৯৫	০৮	১১৬
ডিসে:/২১	০২	০৯	৫৭	০৫	৭৩
জানু:/২২	০১	০৩	৮৭	০১	৯২
ফেব্রু:/২২	০১	০৩	৪৮	০১	৫৩
মার্চ/২২	০১	০৪	৮৭	০৬	৯৮
এপ্রিল/২২	-	০৪	৬৭	০৪	৭৫
মে/২২	-	০২	২৬	০২	৩০
জুন/২২	০১	০৪	৫৩	০৭	৬৫
সর্বমোট	২০	৪৮	৮৫১	৪৭	৯৬৫

৩। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

ক) অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৪২টি ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৯২,৬০,০০০/-টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ০১টি ইটভাটা ভেঙ্গে দেয়া হয়। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ অনুসারে ইটভাটার অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। পূর্বের সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা গুলোকে আইনের আওতায় এনে আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় রূপান্তরে বাধ্য করা হয়েছে। ইটভাটা রূপান্তরের হার ৭৭%। বর্তমানে পরিবেশ বান্ধব ইটভাটা ব্যতীত সনাতন পদ্ধতির কোন ইটভাটার অনুকূলে ছাড়পত্র ইস্যু করা হচ্ছে না।

খ) নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন এর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩৬টন পলিথিন জব্দ করা হয়। নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। পলিথিন বিরোধী শ্লোগান ও লিফলেট জেলা কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন বাজারে বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

চিত্র: নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন এর বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইলকোর্ট

চিত্র: রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নওগাঁ জেলায় পুরাতন ব্যাটারী কারখানার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

গ) শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টঃ

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ২৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। জুলাই, ২০২২ মাসে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ০৫ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালন করা হয়েছে।

ঘ) পরিবেশ দূষণের দায়ে অন্যান্য কারখানার বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টঃ

- অক্টো: ২০২১ মাসে ০১টি ওয়েল্ডিং ওয়ার্কসপ এর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২,৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
- নভেম্বর: ২০২১ মাসে ০১টি পুরাতন ব্যাটারী কারখানার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
- জানু: ২০২২ মাসে পুকুর ভরাট, ক্ষতিকর বর্জ্য নির্গমণের দায়ে ০২টি কারখানার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১,২০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
- জুন, ২০২২ মাসে ফায়ার সার্ভিস, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় শিববাটী কালী মন্দির, কালিতলা, বগুড়া সদর বগুড়া ঠিকানা অবস্থিত LPG গ্যাস সংরক্ষণাগারের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

৪। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত, নিষ্পত্তি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ
১.	১২৭টি	১২৬টি	০১টি (পরবর্তী মাসে নিষ্পত্তিকৃত)

৫। পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ, পাহাড় কর্তন ও জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ পর্যন্ত মোট ২৩টি মামলা চলমান আছে যার মধ্যে ২৩টি মামলার চার্জশীট ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে।

৬। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধিতে পরিচালিত কার্যক্রমঃ

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প"- এর আওতায় শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলায় মোট ১০টি শব্দসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এনজিও ও সংবাদকর্মী, ইমাম-পুরোহিত অংশ গ্রহণ করেন।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বগুড়া জেলা পুলিশ সুপার, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, বগুড়া শাখার সমন্বয়ে শব্দ দূষণ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ২৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। জুলাই, ২০২২ মাসে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ০৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালন করা হয়েছে।
- রাজশাহী বিভাগীয় শহরের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা, নগরীর সি এন বি চত্বর থেকে লক্ষীপুর মোড় হয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে দিয়ে ঘোষপাড়া মোড় হয়ে রাজীব চত্বর হয়ে ঐতিহ্য চত্বর হয়ে জিপিও এর সামনে দিয়ে এসে লক্ষীপুর স্থানসমূহ নীরব এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। "নীরব এলাকা" চিহ্নিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সাইনপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়ার উদ্যোগে সভা আয়োজন

চিত্র: রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক কর্তৃক শিল্পকারখানা পরিদর্শন

- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অভিযোগ নিষ্পত্তির হার: ৯৯.২%। জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা- ১২৭টি এবং নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা- ১২৬ টি।

৭। শিল্প কারখানা পরিদর্শনঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৬০০টি শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। আইন ও বিধি পালন করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা না করার সংখ্যা ৫৯টি। ৪২টি অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন ০৮টি জেলায় অবস্থিত ইটিপি স্থাপনযোগ্য ৪৭টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। তন্মধ্যে ৪৩টি শিল্প কারখানায় ইটিপি স্থাপনসহ পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইটিপি বিহীন ৪টি শিল্প কারখানাকে আইন ও বিধি পালন করে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে Compliance-এ আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। অত্র বিভাগীয় কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন সকল শিল্পকারখানা/প্রতিষ্ঠানকে কারখানার বর্জ্য সরাসরি নদীতে না ফেলার জন্য শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান/নবায়ন করা হয় এবং তা নিয়মিত মনিটর করা হয়। এছাড়া তরল বর্জ্য নির্গমণকারী যেসব শিল্পকারখানা/প্রতিষ্ঠানের তরল বর্জ পরিশোধনাগার বা ইটিপি নেই তাদেরকে ইটিপি স্থাপনের জন্য তাগিদ/নোটিশ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

০৮। গণশুনানীর আয়োজনঃ

যেকোন পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে জনসাধারণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১২টি গণশুণানীর আয়োজন করা হয়। উক্ত গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

০৯। রাজস্ব আদায়ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের রাজস্ব আয় ১,২৭,৬৪,৩৩৮/- টাকা

১০। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপনঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় এবং বগুড়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক যৌথভাবে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গৃহীত কার্যক্রমের সচিত্র তথ্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছেঃ

০৩ জুন/২০২২ : শিশু-কিশোরদের মধ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা।
০৫ জুন/২০২২ : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন, আনন্দ শোভাযাত্রা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ।
০৬ জুন/২০২২ : শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন।
০৭ জুন/২০২২ : বগুড়া পৌরপার্ক পরিচ্ছন্ন অভিযান
০৮ জুন/২০২২ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন
০৯ জুন/২০২২ : শিল্প কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

১১। গবেষণাগারে নমুনা বিশ্লেষণ

পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় গবেষণাগারের অধিক্ষেত্রাধীন রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার ০৬টি নদীর নিম্নবর্ণিত ২৬টি পয়েন্ট থেকে প্রতিমাসে পানির নমুনা বিশ্লেষণ করা হয় এবং দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রতিমাসে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার পানির নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতেও খাবার পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়:

ক্র.নং	নদীর নাম	নমুনা সংগ্রহের স্থান
১.	করতোয়া	আজিজ আহমেদ টাকি রোড, বগুড়া-২টি পয়েন্ট, সুলতানগঞ্জ-গাবতলী রোড, বগুড়া - ০২টি পয়েন্ট, দত্তবাড়ী, বগুড়া -০২টি পয়েন্ট,
২.	গঙ্গা (পদ্মা)	সারদা চারঘাট, রাজশাহী- ০২টি পয়েন্ট, নুরুল্লাপুর, লালপুর, নাটোর- ০২ পয়েন্ট, কাঞ্চনপার্ক, লালপুর, নাটোর-০২ পয়েন্ট, নুরুল্লাপুর,
৩.	যমুনা	যমুনা ইকোপার্ক, সিরাজগঞ্জ-০২টি পয়েন্ট, সারিয়াকান্দি গ্রোইনবাধ, বগুড়া- ০২টি পয়েন্ট, মোহনগঞ্জ, বেড়া, পাবনা- ০২টি পয়েন্ট
৬.	তিস্তা	তিস্তা ব্রিজ, রংপুর-০২টি পয়েন্ট ও তিস্তা ব্যারেজ, লালমনির হাট -এর ২টি পয়েন্ট, নোহালী সাপমারা, জলঢাকা, নীলফামারী-০২টি পয়েন্ট এবং হরিপুর খেয়াঘাট, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা-টি পয়েন্ট,

অর্থ বছর	বিশ্লেষণকৃত নমুনার নাম	বিশ্লেষণকৃত নমুনার সংখ্যা
২০২১-২০২২	নির্দিষ্ট স্থানে পরিবীক্ষণকৃত ভূগর্ভস্থ পানির গুনগত মান পরীক্ষা	২৫০টি
	নির্দিষ্ট স্থানে পরিবীক্ষণকৃত ভূপৃস্টস্থ পানির গুনগত মান পরীক্ষা	১৬০টি
	নির্দিষ্ট স্থানে পরিবীক্ষণকৃত শব্দের মান পরীক্ষা	৮৫টি
	পরিবীক্ষণকৃত খাবার পানির গুনগত মান পরীক্ষা	২৪০টি

১২। সভা আয়োজন :

"শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিতও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প"- এর আওতায় শব্দসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা/সভার আয়োজন করা হয়।

শতভাগ ব্লক ইটের ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের নিমিত্ত সভা আয়োজনঃ

ব্লক ইটের ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের নিমিত্ত ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ব্লক ইটের ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত সভার বিবরণ নিম্নরূপ:

উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা আয়োজনঃ

কর্মশালার তারিখ	বিষয়বস্তুর বিবরণ	সংশ্লিষ্ট নোটিশ/ অফিস স্মারক/ অফিস আদেশের নম্বর
২৪/১১/২০২১	"ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩" এর প্রতিপালন ও ইটভাটা দ্বারা দূষণ রোধে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা।	স্মারক নং-৩৩৩, তারিখ: ২২/১১/২০২১খ্রি.
০৭/০৩/২০২২	ইটভাটা মালিকদের সাথে মতবিনিময় সভা	
০৫/০৪/২০২২	ব্লক ইট উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সভা	স্মারক নং-২৭০, তারিখ: ৩১/০৩/২০২২খ্রি.
১৭/০৪/২০২২	পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে মাটির ব্যবহার হ্রাস ও ব্লক ইট ব্যবহার সংক্রান্ত সভা	স্মারক নং-১২৬, তারিখ: ১১/০৪/২০২২খ্রি.

১৩। অনলাইনে ছাড়পত্র ও গবেষণাগারে বিশ্লেষিত ফলাফল প্রদানঃ

সরকারের সেবা দ্রুত প্রদান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের নির্দেশনার আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ফলে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় দ্রুত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এখন যে কেউ ঘরে বসেই শিল্প কারখানার অনুকূলে অনলাইনে ছাড়পত্র আবেদন দাখিল ও ছাড়পত্র পাচ্ছেন। এছাড়া উদ্যোক্তাগনের আবেদনের প্রেক্ষিতে পানি, বায়ু, শব্দের মানমাত্রার গবেষণাগারে নমুনা বিশ্লেষিত ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় সীমিত জনবল নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। লোকবল বৃদ্ধি করা হলে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আরও অগ্রগতি সম্ভব হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়

১। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানঃ

শ্রেণী	আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	১০টি	০৯টি	০১টি
কমলা-ক	২৭৪টি	২৫৭টি	১৭টি
কমলা-খ	১৮৭টি	১৪০টি	৪৭টি
লাল	১৭টি	১০টি	০৭টি

২। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন প্রদানঃ

শ্রেণী	আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	--	--	--
কমলা-ক	২৯৯টি	২৭২টি	২৭টি
কমলা-খ	৫৮৫টি	৪৮৯টি	৯৬টি
লাল	৪৯টি	৪৩টি	০৬টি

৩। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাতকরণের কারণে মোট ১২টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ১০টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৩,৭২,০০০ টাকা জরিমানা আদায়সহ ১৪.৪৬ টন নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়। বেআইনীভাবে ইটভাটা পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ৬৩টি অভিযান পরিচালনা করে ৬০টি ইটভাটা ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং ৭৪,৭০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

চিত্র: সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

চিত্র: অবৈধভাবে পরিচালিত ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

৪। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত, নিষ্পত্তি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ
০১	২১টি	১৮টি	০৩টি

০৫। পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ

পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে ২৩টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া পলিথিন ও শব্দ দূষণ বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান ও লিফলেট জেলা কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন বাজারে বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

০৬। শব্দ দূষণ সংক্রান্ত ০১টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

চিত্র: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল-এ শব্দসচেতনামূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালার চিত্র

০৭। শিল্পকারখানা পরিদর্শনঃ

বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতায় অবস্থিত শিল্প কারখানার মধ্যে ১৪২১টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। ১১৩২টি শিল্প কারখানা পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ২৮৯টি শিল্প কারখানাকে আইন ও বিধি পালন করে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে Complaince-এ আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

০৮। গণশুনানীর আয়োজনঃ

যেকোন পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে জনসাধারণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১২টি গণশুণানীর আয়োজন করা হয়। উক্ত গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

০৯। রাজস্ব আদায়ঃ

বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন ফি, গবেষনাগারের পরীক্ষা ফি (অন্যান্য) বাবদ ১,২১,৩১,৩৭৫/- টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়।

১০। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন (ছবিসহ জেলা ভিত্তিক)ঃ

চিত্র: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে র‍্যালী, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণের আয়োজন

তরল বর্জ্য পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২০২২ অর্থ বছর।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মানমাত্রার মধ্যের সংখ্যা	মানমাত্রার বাইরের সংখ্যা
১.	জুলাই-২০২১	-	-	-
২.	আগস্ট-২০২১	০৯	০৮	০১
৩.	সেপ্টেম্বর-২০২১	০২	০২	-
৪.	অক্টোবর-২০২১	০৩	০৩	-
৫.	নভেম্বর-২০২১	০২	০৪	-
৬.	ডিসেম্বর-২০২১	০১	০২	-
৭.	জানুয়ারী-২০২২	০৩	১২	-
৮.	ফেব্রুয়ারি-২০২২	০৫	০৩	০২
৯.	মার্চ-২০২২	-	-	-
১০.	এপ্রিল-২০২২	০১	০২	-
১১.	মে-২০২২	-	-	-
১২.	২৮	০২	০৩	-
	মোট	১২টি	৩৯টি	০৩টি

বায়ুর গুনগতমান পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২০২২ অর্থ বছর।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মানমাত্রার মধ্যের সংখ্যা	মানমাত্রার বাইরের সংখ্যা
১.	জুলাই-২০২১	-	-	-
২.	আগস্ট-২০২১	১১	১০	০১
৩.	সেপ্টেম্বর-২০২১	০৪	০৩	০১
৪.	অক্টোবর-২০২১	০৪	০৪	-
৫.	নভেম্বর-২০২১	০৪	০৩	০১
৬.	ডিসেম্বর-২০২১	০৮	০৬	০২
৭.	জানুয়ারী-২০২২	০৪	০২	০২
৮.	ফেব্রুয়ারি-২০২২	০৪	০৩	০১
৯.	মার্চ-২০২২	-	-	-
১০.	এপ্রিল-২০২২	০১	০১	-
১১.	মে-২০২২	০২	০২	-
১২.	জুন-২০২২	০৩	০৩	-
	মোট	২৩টি	২৬টি	১১টি

শব্দের মানমাত্রা পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২০২২ অর্থ বছর।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মানমাত্রার মধ্যের সংখ্যা	মানমাত্রার বাইরের সংখ্যা
১.	জুলাই-২০২০	-	-	-
২.	আগস্ট-২০২০	১১	-	-
৩.	সেপ্টেম্বর-২০২০	০৪	০৪	-
৪.	অক্টোবর-২০২০	০৪	০৪	০৪
৫.	নভেম্বর-২০২০	০৪	০৪	০৪
৬.	ডিসেম্বর-২০২০	১১	০৮	০৮
৭.	জানুয়ারি-২০২১	০৬	০৮	০৮
৮.	ফেব্রুয়ারি-২০২১	০৩	০৮	০৮
৯.	মার্চ-২০২১	-	-	-
১০.	এপ্রিল-২০২১	০১	০৪	-
১১.	মে-২০২১	০২	০৮	-
১২.	জুন-২০২১	০২	০৮	-
	মোট	৪৮টি	৫৬টি	৩২টি

পানীয় জলের পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২০২২ অর্থ বছর।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মানমাত্রার মধ্যের সংখ্যা	মানমাত্রার বাইরের সংখ্যা
১.	জুলাই-২০২০	-	-	-
২.	আগস্ট-২০২০	-	-	-
৩.	সেপ্টেম্বর-২০২০	-	-	-
৪.	অক্টোবর-২০২০	-	-	-
৫.	নভেম্বর-২০২০	-	-	-
৬.	ডিসেম্বর-২০২০	১৫	০৪	১১
৭.	জানুয়ারি-২০২১	১৫	০৪	১১
৮.	ফেব্রুয়ারি-২০২১	০৬	-	-
৯.	মার্চ-২০২১	-	-	-
১০.	এপ্রিল-২০২১	-	-	-
১১.	মে-২০২১	-	-	-
১২.	জুন-২০২১	-	-	-
	মোট	৩৬টি	০৮টি	২২টি

ভূগর্ভস্থ পানির গুনগতমান পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২০২২ অর্থ বছর।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	গভীর নলকূপের সংখ্যা	মানমাত্রার মধ্যের সংখ্যা	মানমাত্রার বাইরের সংখ্যা
১.	জুলাই-২০২০	-	-	-
২.	আগস্ট-২০২০	-	-	-
৩.	সেপ্টেম্বর-২০২০	-	-	-
৪.	অক্টোবর-২০২০	১৫	১৫	-
৫.	নভেম্বর-২০২০	১৫	১৫	-
৬.	ডিসেম্বর-২০২০	১৫	১৫	-
৭.	জানুয়ারি-২০২১	১৫	১৫	-
৮.	ফেব্রুয়ারি-২০২১	-	-	-
৯.	মার্চ-২০২১	-	-	-
১০.	এপ্রিল-২০২১	-	-	-
১১.	মে-২০২১	১৫	১৫	-
১২.	জুন-২০২১	১৫	১৫	-
	মোট	৯০টি	৯০টি	

ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুনগতমান পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০২১-২০২২ অর্থ বছর।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	নদীর সংখ্যা	মানমাত্রার মধ্যের সংখ্যা	মানমাত্রার বাইরের সংখ্যা
১.	জুলাই-২০২০	-	-	-
২.	আগস্ট-২০২০	১০	১০	-
৩.	সেপ্টেম্বর-২০২০	১০	১০	-
৪.	অক্টোবর-২০২০	১২	১২	-
৫.	নভেম্বর-২০২০	২০	২০	-
৬.	ডিসেম্বর-২০২০	০৭	০৭	-
৭.	জানুয়ারি-২০২১	০৮	০৮	-
৮.	ফেব্রুয়ারি-২০২১	০৪	০৪	-
৯.	মার্চ-২০২১	-	-	-
১০.	এপ্রিল-২০২১	-	-	-
১১.	মে-২০২১	০৬	০৬	-
১২.	জুন-২০২১	০২	০২	-
	মোট	৭৯টি	৭৯টি	

পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়

০১। শিল্পকারখানা /প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানঃ

শ্রেণী	আবেদনের সংখ্যা	নিস্পত্তি	অনিস্পন্ন
সবুজ	৪৩	৪৩	
কমলা-ক	১০২	১০১	০১
কমলা-খ	১৮৭	১৭৫	১২
লাল	৭৩	৫৯	১৪
মোট১	৪০৫	৩৭৮	২৭

শ্রেণী	আবেদনের সংখ্যা	নিস্পত্তি	অনিস্পন্ন
সবুজ	২৭	২৭	০০
কমলা-ক	১৮৬	১৮৬	০০
কমলা-খ	৮৭৪	৮৪৩	৩১
লাল	১৯৫	১৯৩	০২
মোট	১২৮২	১২৪৯	৩৩

০৩। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ঃ

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাতকরণের কারণে মোট ০৬ টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ০৯ টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৪,২৬,০০০ টাকা জরিমানা আদায়সহ২.২২ টন নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। কালোধোঁয়া নিঃসরণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ০৩ টি অভিযানের মাধ্যমে ১২ টি মামলা দায়ের করে ৫৪,৭০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ১২ টি অভিযান পরিচালনা করে ০৬ টি ইটভাটার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, এবং ২৪,৭০,০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

চিত্র: পরিচালক , পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের নেতৃত্বে ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট

চিত্র: পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের নেতৃত্বে স্টোন ক্রাশারে মোবাইল কোর্ট

০৪। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত, নিস্পত্তি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগ প্রাপ্তির মাধ্যম	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিস্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা	অনিস্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা
০১	লিখিত অভিযোগ	৪৫	৪৫	-
০২	প্রত্রিকার মাধ্যমে প্রাপ্ত	০০	০০	-
০৩	সামাজিক যোগাযেগ ও অনলাইন মাধ্যমে প্রাপ্ত	০১	০১	-
	মোট	৪৬	৪৬	-

০৫। এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্প/ব্যক্তি কর্তৃক নদী, বায়ু,শব্দ, জলাধার ভরাট ও পাহাড় কর্তণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতির জন্য ৩৭৮ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ৫,১২,৩৭,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করা হয় এবং ৩,২৭,২১,৫০০ টাকা আদায় করা হয়। এনফোর্সমেন্ট অভিযানের কার্যক্রম জোরদারের প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০২০ ও ২০২১ অর্থবছরে শিল্প কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ১৮ টি নতুন ইটিপি ও বায়ু দূষণ রোধে ০৪ টি এটিপি স্থাপিত হয়েছে।

চিত্র: জুড়ী উপজেলাধীন জাঙ্গালিয়া এলাকায় পাহাড় কর্তনের বিরুদ্ধে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান

চিত্র: রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলাধীন অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান

পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ, পাহাড় কর্তন ও জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় বিজ্ঞ পরিবেশ আদালতে এ পর্যন্ত মোট ১৮৬ টি মামলা চলমান আছে যার মধ্যে ১৭৬ টি মামলার চার্জশীট ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। তাছাড়া স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোট ৬২ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৫৮টি মামলায় চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে।

০৬ । পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি ঃ

পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে ৩৩ টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া পলিথিন ও শব্দ দূষণ বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান ও লিফলেট জেলা কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন বাজারে বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

০৭। শব্দ দূষণ সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা/ সেমিনার/ ওর্য়াকশপ ও র‍্যালী:

চিত্র: পরিচালক , পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের নেতৃত্বে মতবিনিময় সভা

চিত্র: পরিচালক , পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা

০৮। শিল্প কারখানা পরিদর্শন ঃ

সিলেট জেলা কার্যালয়ের আওতায় অবস্থিত শিল্প কারখানার মধ্যে ৭৪০টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। ১৯০৯ টি শিল্প কারখানা পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ১১৬৯ টি শিল্প কারখানাকে আইন ও বিধি পালন করে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে compliance এ আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

০৯। গণশুনানীর আয়োজন ঃ

যে কোন পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে জনসাধারণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। ২০১৯-২০২০- ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩৩ টি গণশুনানীর আয়োজন করা হয় উক্ত গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায় ঃ

১০। সিলেট জেলা কার্যালয়ের ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন ফি, গবেষনাগারের পরীক্ষা ফি (অন্যান্য) বাবদ ১৪৫৪৪৭৬৭৯ (চৌদ্দ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত উনআশি টাকা) রাজস্ব আদায় করা হয়।

১২। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের বিশ্ব পরিবেশ দিবস,২০২২ উদযাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২ উদযাপন ও র‍্যালী

১৩। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে যৌথ কার্যক্রম

চিত্র: রাত ১২টায় নসরতপুর পয়েন্ট,শায়েস্তাগঞ্জ হবিগঞ্জ হতে পরিবেশ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ ও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে পলিথিন জব্দ

চিত্র: বিভিন্ন শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিনিধিগনকে নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সবুজ শিল্পায়নে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালার আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়

১। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানঃ

শ্রেণী	আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	০৬	০৬	০০
কমলা-ক	০৯	০৯	০০
কমলা-খ	৩৬৩	৩২৪	৩৯
লাল	১১৯	৯০	২৯
মোট =	৪৯৭	৪২৯	৬৮

২। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন প্রদানঃ

শ্রেণী	আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	০৫	০৫	০০
কমলা-ক	৩৭	২৩	১৪
কমলা-খ	৪১৩	২৬৭	১৪৬
লাল	৯৫	৭৩	২২
মোট =	৫৫০	৩৬৮	১৮২

৩। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাত করণের কারণে মোট ২৩টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ৪৬টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৩,১৫,০০০ টাকা জরিমানা আদায়সহ ৪১১৪.৯৫ কেজি নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়। শব্দ দূষণের মাধ্যমে দায়ে পরিবেশ দূষণের দায়ে ২৭টি যানবাহনকে ২৬,৩০০ টাকা জরিমানা ধার্য্য ও আদায় করা হয়। পরিবেশ দূষণের দায়ে ০১টি ডায়গনস্টিক সেন্টারকে ৫,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। বেআইনীভাবে ইটভাটা পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ৩৬টি অভিযান পরিচালনা করে ইটভাটার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১,৮৪,১৩,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য্য ও আদায় করা হয়।

চিত্র: নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ও ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের কিছু স্থিরচিত্র

৪। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত, নিষ্পত্তি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ
১.	৮৮	৮৮	০০

০৫। এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প/ব্যক্তি কর্তৃক নদী, বায়ু, শব্দ মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতির জন্য ১৫ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ১,১৩,৯৬,১৫১/- টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করা হয় এবং ৪১,৩১,১৪৩/- টাকা আদায় করা হয়। এনফোর্সমেন্ট অভিযানের কার্যক্রম জোরদারের প্রেক্ষিতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিল্প কারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ৩২টি নতুন ইটিপি স্থাপিত হয়েছে।

পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ, জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোট ৪১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৪০ টি মামলার চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে।

০৬। পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের সাথে ৩৭টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া পলিথিন ও শব্দ দূষণ বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান ও লিফলেট জেলা কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন বাজারে বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

০৭। শব্দ দূষণ সংক্রান্ত ০৬টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়ঃ

চিত্রঃ মতবিনিময় সভার কিছু স্থিরচিত্র

০৮। শিল্পকারখানা পরিদর্শনঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন জেলায় অবস্থিত শিল্প কারখানার মধ্যে ১০৮৫টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। ৭৬৯ টি শিল্প কারখানা পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া ২৮৫টি শিল্প কারখানাকে আইন ও বিধি পালন করে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে Complaince-এ আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

০৯। গণশুনানীর আয়োজনঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা কার্যালয়ে যেকোন পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে জনসাধারণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৩টি গণশুণানীর আয়োজন করা হয়। উক্ত গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১০। রাজস্ব আদায়ঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা কার্যালয়ে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন ফি (অন্যান্য) বাবদ =২,৩৮,৯৮,৭৯৫ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়।

১১। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন (ছবিসমূহ):

চিত্র: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপনের স্থিরচিত্র

পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা কার্যালয়

১। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানঃ

শ্রেণী	আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	২৫	২৫	-
কমলা-ক	৩০৩	৩০৩	-
কমলা-খ	৩৪৯	৩৪৭	০২
লাল	২৬	২৬	-

২। শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন প্রদানঃ

শ্রেণী	আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
সবুজ	০৯	০৯	-
কমলা-ক	১৬	১৬	-
কমলা-খ	৬৪১	৬৩৮	৩
লাল	৩২	৩০	২

৩। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাতকরণের কারণে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ০৭টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ১৩টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৫১,৩০০/- টাকা জরিমানা আদায়সহ ২০১০.২৫০ কেজি (প্রায়) নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়।

চিত্র: নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

পরিবেশ অধিদপ্তর বেআইনীভাবে ইটভাটা পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে ১২টি অভিযান পরিচালনা করে ৫৮টি ইটভাটার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ২,২৮,৭০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। যানবাহনে অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ণ ব্যবহারের জন্য ৪৫টি যানবাহনের বিরুদ্ধে ১৭ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩৬,৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ৭১টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। কালো ধোঁয়া নিঃসরণের জন্য ১০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক যানবাহনে অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ণ ব্যবহারের জন্য পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

৪। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত, নিষ্পত্তি ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ
১.	৯৩	৮৬	০৭

০৫। এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বকেয়া ২,০০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। এনফোর্সমেন্ট অভিযানের কার্যক্রম জোরদারের প্রেক্ষিতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিল্প কারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ০২ টি নতুন ইটিপি স্থাপিত হয়েছে।

পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ, পাহাড় কর্তন ও জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় বিজ্ঞ পরিবেশ আদালতে ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোট ০৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ০২টি মামলার চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে।

০৬। পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ

পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে ২৬ টি মতবিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া পলিথিন ও শব্দ দূষণ বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান ও লিফলেট জেলা কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন বাজারে বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণে মতবিনিময় সভার স্থিরচিত্র

০৭। শব্দ দূষণ সংক্রান্ত তথ্যঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও নীলফামারী জেলায় শব্দ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত শব্দ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

০৮। শিল্পকারখানা পরিদর্শনঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর জেলা কার্যালয়ের আওতায় অবস্থিত শিল্প কারখানার মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮৯৯টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৬২৩ টি শিল্প কারখানা পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১২১ টি শিল্প কারখানাকে আইন ও বিধি পালন করে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে Complaince-এ আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, নীলফামারী জেলা কার্যালয় কর্তৃক শিল্পকারখানার ইটিপি পরিদর্শনের স্থিরচিত্র

০৯। গণশুনানীর আয়োজনঃ

যেকোন পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে জনসাধারণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে প্রতিমাসের প্রথম বৃহস্পতিবার গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২৩টি গণশুণানীর আয়োজন করা হয়। উক্ত গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানীর স্থিরচিত্র

পরিবেশ অধিদপ্তর, নীলফামারী জেলা কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানীর স্থিরচিত্র

১০। রাজস্ব আদায়ঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর জেলা কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন ফি, গবেষণাগারের পরীক্ষা ফি (অন্যান্য) বাবদ ৩,০৯,৩৪,০১৪ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়।

১১। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন (ছবিসহ জেলা ভিত্তিক)

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা এবং চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২ উদযাপনের স্থিরচিত্র

চিত্র: বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২ উদযাপনের স্থিরচিত্র (দিনাজপুর)

চিত্র: বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২ উদযাপনের স্থিরচিত্র (কুড়িগ্রাম)

১২। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে যৌথ কার্যক্রম (ছবিসহ বর্ণনা)

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ১৭-২৩ মার্চ/২০২২ ০৭(সাত) দিন ব্যাপী মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণজন্তী মেলা উদযাপন করা হয়।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ১৭-২৩ মার্চ/২০২২ ০৭ (সাত) দিন ব্যাপী আয়োজিত মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণজয়ন্তী মেলার স্থিরচিত্র